পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1508, Saturday, 14 January 2023 FREE www.parichoy.com

চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় কত দুর্নীতি হয়েছে স্পষ্ট করতে হবে - সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ‘উচ্চ ঝুঁকি’ দেখছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউইএফ)-৫ম পাতায়
- দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের বাড়ি কেনার হিড়িক-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন -৫ম পাতায়
- পাকিস্তানের রিজার্ভে আছে মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশের ৩৪ বিলিয়ন ডলার - ৫ম পাতায়
- মুনাফার জন্য তেল কোম্পানি ‘এক্সনমোবিল’ সত্য চেপে মিথ্যা বলে আসছে ৪০ বছর ধরে-৬ষ্ঠ পাতায়
- কী কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট বিপর্যয়, তদন্ত চান বাইডেন -৬ষ্ঠ পাতায়
- যতদিন খুশি ছুটি কাটাতে পারবেন মাইক্রোসফটের কর্মীরা-৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে কর জালিয়াতির দায়ে ১.৬১ মিলিয়ন ডলার জরিমানা-৭ম পাতায়
- সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সহিংসতা-নিপীড়ন বেড়েছে - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ - ৮ম পাতায়
- দিল্লিকে পেছনে ফেলে দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা-৮ম পাতায়
- ‘দেউলিয়া সরকার’ বনাম ‘ডিম পাড়ু ৫৪ দলের রাজনীতি-১০ম পাতা

ট্রাম্পের গর্তে বাইডেন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

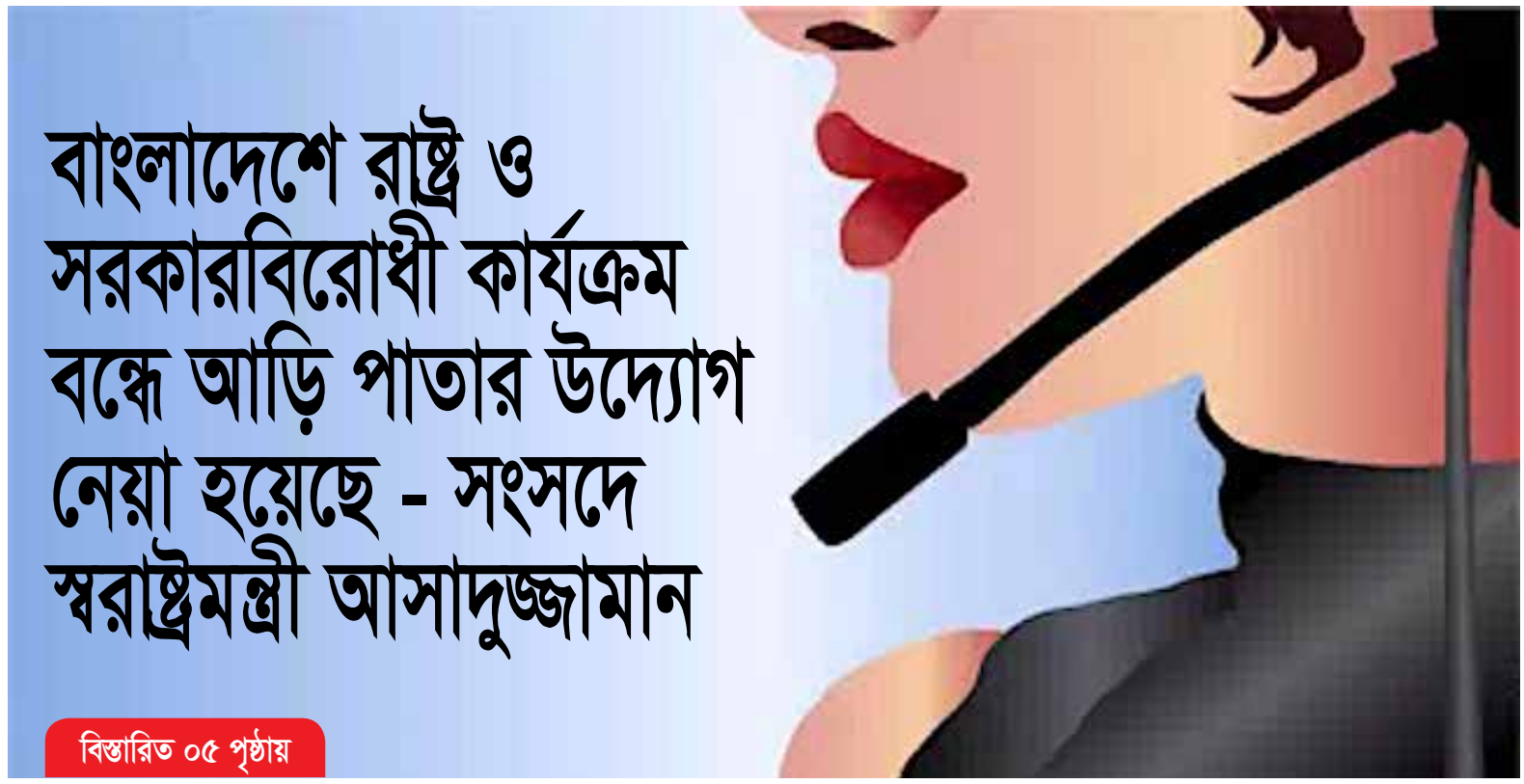

বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কার্যক্রম বন্ধে আড়ি পাতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে - সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ মাশাল্লাহ
দেশীয় খাবারের সবটুকু আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Khalil's Food
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund IRS Authorized Agent

Our Services
- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Tareq Hasan Khan CEO
Open 7 Days A Week
e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com

Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জনগণকে দমনের জন্য আড়ি পাতা যন্ত্র কিনেছে সরকার - মান্না

বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কার্যক্রম বন্ধে আড়ি পাতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে - সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন, রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধে আইনসম্মতভাবে আড়ি পাতার ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সংসদে সরকারি দলের সদস্য শফিউল ইসলামের টেবিলে উপস্থাপিত এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল বলেন, 'ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিংয়ের (নজরদারি) মাধ্যমে দেশ ও সরকারবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধে এনটিএমসিতে (ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার) ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজির (ওএসআইএনটি) মতো আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে। একইসাথে একটি ইন্টিগ্রেটেড ল'ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম (আইনসম্মতভাবে মুঠোফোন ও ইন্টারনেট মাধ্যমে যোগাযোগে আড়ি পাতার ব্যবস্থা) চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।'তিনি বলেন, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে দেশের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে প্রচলিত আইনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মন্ত্রী বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখতে দৃঢ় অবস্থান ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। সূত্র : বাসস

নজরদারি প্রযুক্তি সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের হাতিয়ার- টিআইবির বিবৃতি

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল থেকে বাংলাদেশ সরকারের নজরদারির প্রযুক্তি কেনা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

বিএনপি ২০০৮-এর চেয়ে বেশি আসন আশা করে কীভাবে-২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে কারও মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই উল্লেখ করে সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্র একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ এবং তারা কোনো গঠনমূলক পরামর্শ দিলে বাংলাদেশ তা গ্রহণ করবে -পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি - সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

'বিদ্যুৎ সেক্টরে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাশুল দিতে হচ্ছে জনগণকে'- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'উচ্চ ঝুঁকি' দেখছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউইএফ)

ঢাকা : বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধান পাঁচটি ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মনে করছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউইএফ)। প্রথমে আছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। আরো যে চারটি ঝুঁকি রয়েছে, তা হলো, ঋণসংকট, উচ্চ পণ্যমূল্যের ধাক্কা, মানবসৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতি ও সম্পদের জন্য ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা।

তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ২০২২ সালের প্রথম ভাগের প্রেক্ষাপটে এই জরিপ। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে রিজার্ভ ও ডলার সংকটই বাংলাদেশের অর্থনীতির এক নাম্বার ঝুঁকি। এখন জরিপ হলে এটাই হবে শীর্ষ ঝুঁকি।

ডাব্লিউইএফ-এর ধারণাগত এই জরিপে মোট ৩৫টি ঝুঁকির কথা বলা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের বাড়ি কেনার হিড়িক

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম ও কানাডার বেগমপাড়ার পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত কয়েক বছরে বাড়ি কেনায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন বাংলাদেশিরা। ২০২০-এর জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশিরা দুবাইয়ে ১২ কোটি ৩০ লাখ দিরহাম বা ২৮৮ কোটি টাকার জমি-বাড়ি কিনেছেন। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম অ্যারাবিয়ান বিজনেস এমন তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজের (সিএডিএস) সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি জানিয়েছে, বাংলাদেশে তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে প্রপার্টি (সম্পদ) কিনেছেন ৪৫৯ বাংলাদেশি। ২০২০ সাল পর্যন্ত তাদের মালিকানায় সেখানে মোট ৯৭২টি প্রপার্টি কেনার তথ্য পাওয়া গেছে, কাগজে-কলমে যার মূল্য সাড়ে ৩১ কোটি ডলার।

অ্যারাবিয়ান বিজনেস জানিয়েছে, দুবাইয়ে যেসব দেশের মানুষ জমি-বাড়ি কিনছেন, তাদের মধ্যে বাংলাদেশিরা সামনের সারিতে। এই অর্থ বৈধ পথে দেশ থেকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে তা অবৈধ পথেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুবাইভিত্তিক ২০টি বাংলাদেশি আবাসন কোম্পানির ৩০ জন এজেন্টের মাধ্যমে এসব সম্পদ কিনেছেন বাংলাদেশিরা। এই তালিকায় আছেন ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও আমলারা। দুবাইয়ের এসব বিনিয়োগের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এ ছাড়া দেশটিতে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে গোল্ডেন ভিসা দেয়া হয়।

রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান দৈনিক বাংলাকে বলেন, দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ আগেও ছিল, বর্তমানে আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে বৈধ কোনো উপায়ে বৃহৎ বিনিয়োগে বিদেশে সম্পদ কেনার সুযোগ নেই। সেখানে বাড়ি কেনার মাধ্যমে যে বিনিয়োগ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন

পরিচয় ডেস্ক: দেশের ৮৯ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। মোবাইল সেটের মধ্যে স্মার্টফোনের ব্যবহার ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্তত একটি মোবাইল সেটের মালিক দেশের ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ। ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে কম্পিউটার ব্যবহার করে মাত্র ৭ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।৩ব্যক্তি এবং খানা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভিগম্যতা এবং ব্যবহার জরিপ্থ প্রতিবেদনটি গত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানের রিজার্ভে আছে মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশের ৩৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৪ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি। ২০১৪ সালের পর এমন খারাপ অবস্থা আর হয়নি পাকিস্তানের। সম্প্রতি পাকিস্তানের কিছু ঋণ পরিশোধ করে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরপরই রিজার্ভের এই করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ করে 'দ্য স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' (এসবিপি)। তুলনায় বাংলাদেশের রিজার্ভে রয়েছে ৩৪ বিলিয়ন ডলার।

গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এসবিপি এক বিবৃতিতে জানায়, তাদের কাছে এখন মাত্র ৪.৩ বিলিয়ন ডলার আছে রিজার্ভ হিসেবে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে আছে আরও ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে ১০.১ বিলিয়ন ডলারের ফরেন রিজার্ভ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মুনাফার জন্য তেল কোম্পানি ‘এক্সনমোবিল’ সত্য চেপে মিথ্যা বলে আসছে ৪০ বছর ধরে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম তেল কোম্পানিগুলোর একটি এক্সনমোবিল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ার বিষয়ে ১৯৭০-এর দশকেই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এই কোম্পানি। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ভয়ঙ্কর ক্ষতি সম্পর্কে তারা অনেক আগে থেকে জানলেও প্রকাশ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন বিজ্ঞানীদের দেওয়া পূর্বাভাসকে অনুমাননির্ভর এবং জলবায়ু বিজ্ঞানকে ‘খারাপ বিজ্ঞান’ বলে প্রচারণা চালিয়ে আসছে।

গবেষকেরা এই দাবি করেছেন। তবে গবেষকদের এ দাবি অস্বীকার করেছে এক্সনমোবিল। গবেষকেরা বলেছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি কীভাবে গ্রহকে উষ্ণ করবে তা এক্সনমোবিলের নিজস্ব গবেষণায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। গবেষকেরা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নথির তথ্য বিশ্লেষণ করে এ কথা বলেছেন।

এক্সনমোবিলসহ জীবাশ্ম জ্বালানির সঙ্গে জড়িত করপোরেশনগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি বিক্রি করে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ উপার্জন করেছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৭০-এর দশকে করা এক্সনমোবিলের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নাসা বিজ্ঞানীদের চেয়েও বেশি নির্ভুল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অব সায়েন্সের অধ্যাপক নাওমি ওরেসকেস বিবিসিকে বলেন, ‘তাদের নিজস্ব বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তনের মডেলিংয়ের কাজটি করেছিলেন। তারা এই কঠিন সত্য আগে থেকেই জানত। এটি এক্সনমোবিলের নেতৃত্বের ভণ্ডামিকে উন্মোচন করে।’

মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড পলিসির অধ্যাপক গবেষক জিওফ্রে সুপ্রান এক্সনমোবিলের ওই ভবিষদ্বাণীকে ‘স্মোকিং গান’-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের বিশ্লেষণ বলছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে গ্রহটির তাপমাত্রা প্রতি দশকে প্রায় দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসহ হারে বাড়বে, যা এক্সনমোবিল আগেই জানত। কিন্তু গবেষকেরা এর আগে কখনোই এক্সনমোবিলের নথির ওই বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস যাচাই করেননি।

গবেষকদের এ দাবির জবাবে এক্সনমোবিলের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, ‘এক্সনমোবিল জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট সমাধানে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

অধ্যাপক সুপ্রান বলেন, জলবায়ু সম্পর্কিত তাদের চমৎকার মডেলিং অন্তত আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সুপরিচিত জলবায়ু বিজ্ঞানীদের একজনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। নাসার বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন ১৯৮৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জেমস হ্যানসেনের কাজের সঙ্গে এক্সনমোবিলের ওই গবেষণার তুলনা করেন সুপ্রান।

অধ্যাপক ওরেসকেস বলেন, অনুসন্ধানে দেখা গেছে এক্সনমোবিল জনসাধারণ ও *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

কী কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট বিপর্যয়, তদন্ত চান বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ জানতে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশটির কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী পিট বুটিগিগকে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গত ১২ জানুয়ারী বুধবার সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ও বাসভবন হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি নিজে। সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, ‘ব্যাপারটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুত এই বিপর্যয়ের সঠিক কারণ জানা যাবে।’

ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কারিগরি ত্রুটির কারণে মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ৫ হাজার ৮শ’রও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে এবং বাতিল হয়েছে আটশ’রও বেশি ফ্লাইট।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন , ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে বৈমানিকেরা বার্তা পাচ্ছিলেন যে ফ্লাইট রুটে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। এয়ার মিশন সিস্টেমে তাদের পাঠানো নোটিশ ছিল এই সমস্যার উৎস।

ফলে ডেনভার- আটলান্টা- নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সব বিমানবন্দরের বিঘ্নিত হয় বিভিন্ন ফ্লাইটের উড়াল; সেই সঙ্গে বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীদের ভিড় বেড়ে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

সমালোচনার মুখে ৪০ শতাংশ বেতন কম নেবেন অ্যাপলের টিম কুক

পরিচয় ডেস্ক: প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও আইফোন নির্মাতা অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী (সিইও) টিম কুকের বার্ষিক বেতন-ভাতা ৪০ শতাংশের চেয়েও বেশি কমতে যাচ্ছে। গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার অ্যাপলের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, শেয়ার মালিকদের সমালোচনার মুখে টিম কুক নিজেই তার বেতন-ভাতা কমানোর অনুরোধ করেছেন। অ্যাপল কর্মকর্তাদের বেতন সংক্রান্ত কমিটি টিম কুকের জন্য ২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা বেতন নির্ধারণ করেছে ৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

গত বছর আইফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম অনেক কমে যায়। মূলত সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এ ঘটনা ঘটে। মার্কিন অর্থবিষয়ক নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে জমা দেওয়া বিবৃতিতে অ্যাপল জানায়, বেতন কমিটি শেয়ার মালিকদের বক্তব্য, অ্যাপলের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ও টিম কুকের সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহীর বেতন পুনঃনির্ধারণ করেছে। তবে এই উদ্যোগে টিম কুকের বার্ষিক মূল বেতনে পরিবর্তন আসছে না। তিনি ৩০ লাখ ডলার বেতনের পাশাপাশি ৬০ লাখ ডলার পর্যন্ত বোনাস পেতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানটি তাকে তার বেতন-ভাতার অংশ হিসেবে কী পরিমাণ শেয়ার দেবে, সে বিষয়টিতে বড় পরিবর্তন আসছে।

২০২২ সালে অ্যাপল টিম কুককে ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যমানের শেয়ার দেয়। এর অর্ধেক পুঁজিবাজারে অ্যাপলের উপযোগিতার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

২০২৩ সালের জন্য প্রদেয় শেয়ারের পরিমাণ কমিয়ে ৪ কোটি ডলার করা হয়েছে। এর ৭৫ শতাংশই পুঁজিবাজারে অ্যাপল কতটা ভালো বা খারাপ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে তড়িঘড়ি করে নামিয়ে ফেলা হল সব বিমান !

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আকাশে থাকা সমস্ত বিমানকে নামিয়ে আনা হয়েছে। দেশটির বিমান চলাচলের নিয়ন্ত্রণে থাকা এয়ার ট্রাফিক সিস্টেম এনওটিএএম (নোটিস টু এয়ার মিশন) প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কতৃপক্ষ।

একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদ সংস্থা এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে প্রথম প্রযুক্তিগত গোলমাল ধরা পড়ে। দীর্ঘ চেষ্টার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার সমস্ত বিমানকে অবতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ফ্লাইটঅ্যাওয়ার’ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সময় সকাল ৬:৩০ পর্যন্ত ৭৬০ টিরও বেশি ফ্লাইট অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বিলম্বিত করা হয়েছে।

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) জানিয়েছে, এনওটিএএম (নোটিস টু এয়ার মিশন) সিস্টেম যা পাইলট এবং অন্যান্য ফ্লাইট কর্মীদের বিপদ বা বিমানবন্দর সুবিধা পরিষেবা এবং প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্ক করে সেটি আর কাজ করছে না। যার ফলে বিমানগুলোর নিরাপত্তার বিষটি মাথায় রেখে সমস্ত বিমানগুলোকে নামিয়ে আনা হয়।

এদিকে, মার্কিন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম কমান্ড সেন্টারের (এটিএসসিসি) একজন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, প্রযুক্তিবিদরা বর্তমানে সিস্টেমটি পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করছেন । তবে কবে নাগাদ এটি সচল হবে তা তাৎক্ষণিক ভাবে অনুমান করা যাচ্ছে না।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেক্সাস থেকে পেনসিলভানিয়া পর্যন্ত বিমানবন্দরগুলোতে বর্তমানে বিমান ওঠানামা বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ফ্লাইট বিলম্ব এবং বিভ্রাটের কথা জানিয়েছেন যাত্রীরা।

যতদিন খুশি ছুটি কাটাতে পারবেন মাইক্রোসফটের কর্মীরা

কর্মীদের জন্য ‘আনলিমিটেড’ অর্থ্যাৎ সীমাহীন ছুটির সুবিধা চালু করছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট। ফলে কর্মীরা প্রতি বছর যতদিন খুশি ছুটি কাটাতে পারবেন।তবে যারা এই ছুটি উপভোগ করবেন না তাদের জন্য এককালীন একটি বোনাসও দেবে প্রতিষ্ঠানটি।

কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া মাইক্রোসফটের চিফ পিপল অফিসার ক্যাথলিন হোগানের এক ই-মেইল বার্তার বরাতে প্রযুক্তিবিষয়ক পোর্টাল দ্য ভার্জ এমনটা জানিয়েছে।

ভার্জ জানায়, ছুটি বিষয়ক যে সীমাবদ্ধতা মাইক্রোসফটে রয়েছে মার্কিন কর্মীদের জন্য, সেটা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সব মার্কিন কর্মীর জন্য এ সুবিধা কার্যকর হবে। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ২০২২ সালে ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতির শিকার যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : সামুদ্রিক ঝড়, দাবানল, টর্নেডো, প্রচণ্ড তুষারপাতসহ আবহাওয়া এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ২০২২ সালে প্রায় ১৬৫ বিলিয়ন বা ১৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বরাতে মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ফোবস ম্যাগাজিন।

এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনের বাড়ীর গ্যারেজে আরও ক্ল্যাসিফাইড নথির সন্ধান, রিপাবলিক শিবিরে উল্লাস

ট্রাম্পের গর্তে বাইডেন

পরিচয় রিপোর্ট এ পর্যন্ত দুই দফায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জো বাইডেনের ক্লাসিফায়েড নথির সন্ধান পাওয়ায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ঝড় শুরু হয়েছে। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একজন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের কিছু বিশেষায়িত নথিপত্র নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে অন্যত্র পাওয়া যাওয়র বিষয়ে তদন্তের জন্য বিশেষ কৌসুলীর নিয়োগ দিয়েছে বিচার বিভাগের প্রধান অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড।

স্পীকার কেভিন ম্যাকার্থীর নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টির কংগ্রেস সদস্যরাও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য জুডিসিয়ারী কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওহাইয়ো থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য জিম জর্ডান কংগ্রেসে তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেবেন।

২০২১ সালে ক্ষমতা ছাড়ার পর ট্রাম্পের ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো বাড়ি থেকে ক্ল্যাসিফাইড নথিপত্রের প্রায় ৩০০ ফাইল উদ্ধার করে এফবিআই। এটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এ ইস্যুতে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছেন। এ পর্যন্ত দুই জায়গায় বাইডেনের ক্ল্যাসিফাইড নথিপত্র পাওয়া যাওয়ায় ট্রাম্পের গর্তে বাইডেনের পড়ে যাওয়ার খবরে উল্লসিত রিপাবলিকানরা।

গত বছর সেপ্টেম্বরে সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের বাড়ি থেকে ক্ল্যাসিফাইড নথিপত্র উদ্ধার নিয়ে বাইডেন মন্তব্য করেন, ‘এত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ কীভাবে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন?’ বাইডেনের রাজনীতির সেই খোঁচা এখন নিজের দিকেই উল্টে ফিরে আসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে। অনেকটা ট্রাম্পের গর্তে প

পেন বাইডেন সেন্টার থেকে উদ্ধার নথি নিয়ে মেক্সিকোয় এক সংবাদ সম্মেলনে মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) বাইডেন মন্তব্য করেন, ‘ওইসব নথি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তবে ভালো যে সংশ্লিষ্টরা ওই নথিগুলো দ্রুত জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দিয়েছেন।’

বাইডেনের কার্যালয়ে নথিপত্রের সন্ধান পাওয়ার ঘটনাটি সোমবার (৯ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে আসে। এর পরপরই নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ ট্রাম্প লেখেন, ‘এফবিআই জো বাইডেনের বাসাবাড়িতে কবে তল্লাশি চালাবে, আমি সেই অপেক্ষায় আছি। হোয়াইট হাউসেও কি তল্লাশি চালানো হবে?

রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর জোশ হাওলি বুধবার টুইট করেন, ‘হুম, সাধু সাবধান! সব তদন্ত করা হবে।’

বাইডেনের একটি ব্যক্তিগত কার্যালয়ে গত নভেম্বরে ১০টি ক্ল্যাসিফাইড নথিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হোয়াইট হাউসের এক মাইল দূরে পেন বাইডেন সেন্টার ফর ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড গ্লোবাল অ্যাংগেজমেন্ট নামের একটি গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। ওই কেন্দ্রে ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাইডেনের একটি কার্যালয় ছিল, যেখানে তিনি নিয়মিত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনের কাগজপত্রের তদন্তে গঠিত বিশেষ কাউন্সিলে থাকছেন ট্রাম্পের পরিচিত মুখ

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জো বাইডেনের ক্লাসিফায়েড নথিগুলির তদন্তের জন্য একজন বিশেষ কৌসুলী নিয়োগ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড। বিশেষ কৌসুলী হিসেবে একদা ট্রাম্প-নিযুক্ত প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর এবং বিচার বিভাগের প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিক রবার্ট হুরের নাম প্রস্তাব করেছেন গারল্যান্ড। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য অভিযোগ থেকে তদন্তকে আলাদা করার জন্য গারল্যান্ড দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নেন । গারল্যান্ডের স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে- হু-র বাইডেনের বাড়িতে এবং তার শ্রেণীবদ্ধ নথিগুলির তদন্ত দেখভাল করবেন এবং তদন্তের ফলে যে কোনও অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা থাকবে তার হাতে। হুর বিচার বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন “আমি এই তদন্তটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ বিচারের সাথে পরিচালনা করব। আমি ভয় বা অনুরোধ ছাড়াই দ্রুত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রমাণগুলি অনুসরণ করতে চাই এবং এই পরিষেবাটি সম্পাদন করার জন্য আমার উপর যে আস্থা রাখা হয়েছে তাকে আমি সম্মান জানাই”

এর আগে ৬ জানুয়ারি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে কর জালিয়াতির দায়ে ১.৬১ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

পরচয় ডেস্ক: কর জালিয়াতির মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠান ‘ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে ১.৬১ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬ লাখ ডলার) জরিমানা করেছেন আদালত। গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার নিউ ইয়র্কের একটি আদালত আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ জরিমানার এই আদেশ দেন।

একইসাথে, আগামী ১৪ দিনের মধ্যে এই অর্থ পরিশোধেরও নির্দেশ দেন বিচারক উয়ান মার্চেন। তবে, মামলায় ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করা হয়নি। এদিকে, জরিমানার এই অর্থকে সামান্য বলে মনে করছেন ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ। অন্যদিকে, আদালতের এই রায়কে ‘রাজনৈতিক প্রভাবিত’ বলে অভিযোগ করেছেন ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের মুখপাত্র।

আদালতের রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের কর জালিয়াতির জন্য কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা দায়ী। এ কারণে ট্রাম্পকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি। এমনকি শুক্রবার রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। ১৩ বছর ধরে কর জালিয়াতির দায়ে বিচারক উয়ান মার্চেন রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানটিকে ১ দশমিক ছয় এক মিলিয়ন ডলার জরিমানার নির্দেশ দেন।

তবে, বিশাল ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের জন্য জরিমানার পরিমাণটা খুব কমই বলে মনে করছেন ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ। তিনি এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে জরিমানার পরিমাণ আরো বেশি হওয়া উচিৎ বলে মত দেন।

আগামী ১৪ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কর ফাঁকির জন্য প্রতিষ্ঠানটি হিসাব রক্ষককে দায়ী করেন বিচারক।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ‘ট্রাম্প অর্গানাইজেশনে’র পক্ষ থেকে দেয়া *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ক্যালিফোর্নিয়ায় ঝড়ে বিদ্যুতহীন সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি বাড়ি-ঘর

লস এঞ্জেলেস: ক্যালিফোর্নিায় রাজ্যে ১ জানুয়ারি থেকে বৈরি আহ্বাওয়া শুরু হয়েছে। প্রবল বাতাসের সঙ্গে টানা বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। এতে করে রবিবার সকাল ৭টার দিকে রাজ্যটির পাঁচ লাখ ৬০ হাজারের বেশি বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট বিদ্যুতহীন হয়ে পড়েছে। নিহত হয়েছে এক শিশুসহ অন্তত ছয়জন। দুর্যোগপূর্ণ আহ্বাওয়া আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া প্যাসিফিকের তীর ধরে গড়ে ওঠা একটি রাজ্য। প্রায় চার কোটি মানুষের রাজ্যটিতে নানান ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি সাধারণ ঘটনা। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আহ্বাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস, ক্যালিফোর্নিয়ায় আরও কয়েক দিন দুর্যোগপূর্ণ আহ্বাওয়া অব্যাহত থাকবে। সোমবার (৯ জানুয়ারি) বৃষ্টি ও বরফসহ আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় বায়ু তাণ্ডব বাড়বে। এ অবস্থায় এক লাখ ৬৩ হাজার বর্গ মাইলের রাজ্যটির মধ্যাঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চীনকে বিরত রাখতে জাপানে নৌবাহিনী মোতায়েন রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

চীনকে বিরত রাখতে ২০১৬ সাল নাগাদ জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের চারপাশে ক্ষেপণাস্ত্রসজ্জিত নৌবাহিনী মোতায়েন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে থাকবে ভারি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে হালকা মানের সমরাস্ত্র। এ ইস্যুতে টোকিওর সঙ্গে আলোচনার পরিকল্পনা আছে ওয়াশিংটনের। জাপানের দ্য ইওমুরি পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়েছে, এরই মধ্যে এ বিষয়ে জাপানকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর এ ঘোষণা দেয়ার কথা রয়েছে। এ বিষয়ে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে বলেছেন, ইউএস ফোর্সেস জাপান ইস্যুতে দুই দেশের আলোচনার কথা রয়েছে। ওকিনাওয়ায় মোতায়েন করার কথা যে ইউনিটের তার নাম হবে মেরিন লিটোরাল রেজিমেন্টস। ফোর্স ডিজাইন ২০৩০ বিষয়ক পেপারে কমান্ডান্ট জেনারেল ডেভিড বার্গার এই ইউনিট সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন ২০২০ সালে। ওই সময় তিনি রয়টার্সকে বলেছিলেন, জাপানর সেলফ ডিফেন্স ফোর্সেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করুক এই ইউনিট, তিনি তা চান। এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের সেনাবাহিনীর সহজ প্রবেশ রোধ হবে।

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সহিংসতা-নিপীড়ন বেড়েছে - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

পরিচয় ডেস্ক: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ওপর সহিংসতা ও নিপীড়ন বেড়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাটির শীর্ষ বার্ষিক প্রকাশনা 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেছেন, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর চাপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অন্যদিকে সহিংসতা ও নিপীড়ন বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তাদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষেরা যেন আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে নির্ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে এবং নেতা নির্বাচন করতে পারে সে ব্যাপারে জোর দিতে দাতা গোষ্ঠী ও অন্যান্য কৌশলগত অংশীদারদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সংগঠনটি তাদের ৭১২ পৃষ্ঠার 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২৩' -এর ৩৩তম সংস্করণে বিশ্বের ১০০টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। এতে সূচনা-প্রবন্ধে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তিরানা হাসান বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্বের সংঘবদ্ধতা আমাদেরকে অসাধারণ সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি করতে পারছে। ছোট, বড়, সব দেশের উচিত মানবাধিকার রক্ষার নীতিতে অটল থাকা এবং মানবাধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও এর কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক গুমের ঘটনা কমে গেছে।

তবে সরকার র‍্যাবের সংস্কারের পরিবর্তে নিষেধাজ্ঞার অভিযোগগুলো খারিজ করে দিয়েছে এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে ভয়ভীতি দেখানো শুরু করেছে বলেও অভিযোগ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

বাংলাদেশের সরকার কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) অধীনে গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে। গত বছরের নভেম্বরে বিরোধী দলীয় নেত্রী সুলতানা আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তার বিরুদ্ধে র‍্যাবের অভিযোগ, তিনি গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করেছিলেন।

বিরোধী দল বিএনপি দাবি করেছে, তাদের দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার অন্তত ২০ হাজার মামলা দিয়েছে। যার বেশির ভাগই অজ্ঞাতনামা। এই মামলাগুলোকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্যদের বাড়িতে অভিযান চালানোর জন্য ওয়ারেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের আচরণকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন বলে অভিহিত করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

সংগঠনটি বলেছে, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের ভিন্নতাবলম্বীদেরও ছাড়ছে না *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন কর্মকর্তার ঢাকা সফর: মানবাধিকার পরিস্থিতি, সুশাসন ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা

ঢাকা: চার দিনের ঢাকা সফর শেষ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত (উপদেষ্টা) রিয়ার এডমিরাল আইলিন লাউবাচার। গত ৭ই জানুয়ারি একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসা হোয়াইট হাউসের প্রভাবশালী এই কর্মকর্তা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা ছেড়ে গেছেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্তরে বৈঠক করেছেন।

তার সফর বিষয়ে মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আইলিন লাউবাচার এবং এনএসসি'র অন্যান্য প্রতিনিধিরা পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক করেছেন।

তারা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন। কথা হয়েছে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও। সেখানে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি, সুশাসন এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দূতাবাসের ফেসবুক বার্তায় জানানো হয়, এই সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়েছে তারা।

চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে তিন ধাপ এগুলো বাংলাদেশ

ঢাকা: ২০২২ সালের তুলনায় এ বছর শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট। 'হ্যানলি এন্ড পার্টনার্স'-এর প্রকাশিত র‍্যাংকিং অনুযায়ী, এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম অবস্থানে। গত বছর এই র‍্যাংকিং-এ ১০৪ ছিল বাংলাদেশ। মঙ্গলবার বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্টের সূচক প্রকাশ করে বৃটেনভিত্তিক কোম্পানিটি। এতে ১০১তম অবস্থানে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে কসোভো ও লিবিয়া।

হ্যানলি এন্ড পার্টনার্সের নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই র‍্যাংকিং-এ জানানো হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের ৪১ দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন বাংলাদেশিরা। এই তালিকায় এ বছর সবার আগে রয়েছে জাপান। গত বছরও দেশটি শীর্ষে ছিল। জাপানের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই বিশ্বের ১৯৩টি দেশ বা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

দিল্লিকে পেছনে ফেলে দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা: সাম্রাজ্য ধরে রাখতে প্রাচীনকাল থেকে রাজায় রাজায় যুদ্ধের দামামা পড়তে পড়তে আমরা ক্লান্ত। তবু পড়ি, কেন হল জয়-পরাজয়? সেখান থেকে নেই ভবিষ্যতের শিক্ষা। পরাজিত রাজা নিজের সাম্রাজ্য ফিরে পেতে ছক আকেঁন নতুন করে। কিন্তু এ কেমন সাম্রাজ্য দখল ঢাকার বাতাসের? দিল্লি, আগ্রার সঙ্গে চলছে দ্বন্দ্ব। সোমবার (৯ জানুয়ারি) আবার দিল্লিকে পেছনে ফেলে দিয়ে উঠে এসেছে শীর্ষে ঢাকা। সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকার বায়ুমান এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর রেকর্ড অনুযায়ী ২১৮। এটি বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে নির্দেশ করে।

এক স্কোর কম অর্থাৎ ২১৭ একিউআই স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ভারতের দিল্লি। ১৯৮ স্কোর নিয়ে তৃতীয় থাইল্যান্ডের কাওশিউং।

সুইজারল্যান্ডের বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

একিউআই স্কোর ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত 'অস্বাস্থ্যকর' ২০১ থেকে ৩০০ হলে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' এবং সূচক ৩০১ থেকে ৫০০ 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ প্রত্যেক নগরবাসীর জন্য জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়।

শূন্য থেকে ৫০ স্কোর হলে বাতাসের মান ভালো ও ৫১-১০০ স্কোর হলে স্বাস্থ্যকর বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে। একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে বিষয়ে তথ্য দেয়। তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির অবস্থা সম্পর্কে জানায়, সচেতন করে।

বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরনকে ভিত্তি করে, যেমন: বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২ দশমিক ৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)।

তবে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক চিত্র অনেকটা পাল্টে যায়। সকাল সাড়ে ১০টায় আবার ৩১১ স্কোর নিয়ে ভারতের দিল্লি প্রথম, ২৩৪ নিয়ে চীনের উহান দ্বিতীয়, ২৩২ নিয়ে ঢাকা তৃতীয় স্থানে চলে আসে।

এর আগে ৬ জানুয়ারি ২০৪ স্কোর নিয়ে ঢাকা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। ২৪১ স্কোর নিয়ে দিল্লি প্রথম ও ১৯৮ স্কোরে মেসিডোনিয়া ছিল তৃতীয় স্থানে।

চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় কত দুর্নীতি হয়েছে স্পষ্ট করতে হবে - সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: মেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ অমূলক' আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমি চালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় কত দুর্নীতি হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। স্পষ্ট করে বললে তার জবাবও আমি দেব।'

গত ১১ জানুয়ারী বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খানের এ সংক্রান্ত একটি সম্পূরক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

এ সময় কয়েকজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মজুদদারি, কালোবাজারি ও এলসি খোলা নিয়ে দুই নম্বরী করলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন। এ ছাড়া করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেবে আভাস দিয়ে সবাইকে অপচয় রোধ ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

মোকাব্বির খান মেগা প্রকল্প ও কুইক রেন্টালসহ বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির অভিযোগ করেন। এর জবাবে মোকাব্বির খানকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের সংসদ সদস্য বিরোধী দলে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেসব অভিযোগ তিনি এনেছেন তা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি মেগা প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন। এই মেগা প্রকল্পের সুবিধাভোগী কারা? এ দেশের সাধারণ মানুষ। এই মেগা প্রকল্প অন্য কোনো সরকার করতে পারেনি, আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'পদ্মা সেতু সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আমরা করেছি। মেট্রোরেল- এটাও সাধারণ মানুষের যোগাযোগের জন্য। মেট্রোরেলে চড়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অল্পসময়ে আসতে পারছে স্বল্প খরচে। এটা সাধারণ মানুষ ভোগ করছে। মাননীয় সংসদ সদস্য অনেক অর্থশালী-সম্পদশালী, গাড়িতে চড়েন, উনার এসব সমস্যা জানার কথা নয়।'

প্রধানমন্ত্রী এ সময়ে পদ্মা সেতুর দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। সেখানে কি কোনো দুর্নীতি হয়েছিল? দুর্নীতি হয়নি। তারা প্রমাণ করতে পারেনি। এটা শুধু আমার কথা নয়, কানাডার ফেডারেল কোর্টের মামলার রায়েই বলা হয়েছে- সব অভিযোগ মিথ্যা। কোনো অভিযোগ সত্য নয়, সব ভুয়া। সেক্ষেত্রে কীভাবে বললেন দুর্নীতি হচ্ছে বাংলাদেশে। দুর্নীতি যদি সত্য হতো! তাহলে এত অল্প সময়ে এসব প্রজেক্টের কাজ কী শেষ হতো? কোনোদিন হয়েছে?'

মোকাব্বির খানকে উদ্দেশ করে সংসদ নেতা আরও বলেন, 'মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক। ওনার একটা সেকেন্ড হোমও আছে। সেই সেকেন্ড হোম যেখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে বিদ্যুতের দাম কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে বিদ্যুতের দেশ দেড়শ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে ভোগ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। সেখানে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা হয়। নির্দেশনা নিয়ে তা মনিটরিং করা হয়। নিয়মের ব্যত্যয় হলে জরিমানা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো সেই অবস্থা নয়।'

সরকার দ্রুত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কুইক রেন্টাল এনেছিল উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'কুইক রেন্টালের কথা বলা হচ্ছে। এই কুইক রেন্টালের প্রয়োজন ছিল। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এনেছিলাম বলেই আমরা মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছিলাম। এখন আমরা প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিচ্ছি। কুইক রেন্টালে যদি দুর্নীতি হতো তাহলে তো এত বিদ্যুৎ দিতে পারার কথা ছিল না। বিএনপির আমলে বিদ্যুতে দুর্নীতি হয়েছিল বলেই বিশ্বব্যাংক টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

সরকারি দলের ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারছি সারা বিশ্বব্যাপী দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেবে। তার কিছু আভাসও আমরা পাচ্ছি। সে কারণেই আমি শুরু থেকেই সবাইকে আহ্বান করছি- প্রত্যেকে যার এক ইঞ্চি জমি থাকলেও চাষ করুন। যত অনাবাদি জমি আছে তা আবাদ করা হোক। ফসল, ফলমূল, তরি-তরকারি যে যা পারেন উৎপাদন করেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, কবুতর বা কোয়েল যে যা পারেন লালন-পালন করেন। আমাদের খাদ্য চাহিদা যেন নিজেদের আওতায় রাখতে পারি। সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি। এই আহ্বানের পর সারা দেশে একটা উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও দেশের মানুষ কিছু কিছু উৎপাদন শুরু করেছে।'

তিনি বলেন, 'আসলে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় রোজা-উৎসব বা চাহিদার সময়ে আমাদের ব্যবসায়ীরা যে করে হোক দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পৃথিবীর অন্য দেশে দেখি উৎসব পার্বণে দাম কমায়। আমাদের এখানে উল্টো কাণ্ড। শুধু তাই নয়- অনেক সময় তারা পণ্য আমদানি করতেও ঢিলেমি করে। জিনিসের দাম ও চাহিদা বাড়িয়ে তারা ব্যবসা করতে চায়। এটা আসলে অমানবিক। যারা মজুদদারি, কালোবাজারি, এলসি খোলা নিয়ে দুই নম্বরী করবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি এবং নেব। প্রয়োজনে আরও কঠোর ব্যবস্থা আমরা নেব। মানুষের কষ্ট যেন না হয় সেদিকে আমরা দৃষ্টি দেব।' *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

ধাক্কা দিল আর আওয়ামী লীগ পড়ে গেল এত সহজ নয়'-দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: আওয়ামী লীগ জনগণের দল, যা বলে তা করে বলে মন্তব্য করেছেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদের 'ভাসমান' আখ্যায়িত করে সরকারপ্রধান বলেছেন, তারা ধাক্কা দিল আর আওয়ামী লীগ পড়ে গেল এত সহজ নয়।

গত মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিএনপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাদের নিজেদের দলে গণতন্ত্র নেই, তারা গণতন্ত্র চর্চা করবে কীভাবে। খুব একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল ১০ ডিসেম্বর নিয়ে। ডাকঢোল পিটিয়ে ১০ তারিখ চলে গেল গোলাপবাগে। এখন নাকি ১১ তারিখ (জানুয়ারি) থেকে আন্দোলন করবে। তাদের সাথে আবার অতি বাম এবং অতি ডান যুক্ত হয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'তাদের উদ্দেশে বলে দিতে চাই, 'আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে। জনগণের কল্যাণে কাজ করে। ধাক্কা দিল আর আওয়ামী লীগ পড়ে গেল এতে সহজ নয়।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতাকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন, '২০০৮ সালে নির্বাচন নিয়ে কেউ কিন্তু প্রশ্ন উঠাতে পারেনি। বিএনপিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই নির্বাচনে কতটা সিট পেয়েছিল? ২৯টা, পরে আরেকটা উপনির্বাচনে। আমরা জনগণের জন্য কাজ করে বলেই আজ জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান, জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করে দেশের উন্নয়নের এই অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে। দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বিশেষ অর্থায়নের প্রয়োজন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বিশেষ অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জি-২০ জোটের সামনে ছয়টি প্রস্তাব রেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং 'বৈশ্বিক দক্ষিণ'র (গ্লোবাল সাউথ) উন্নয়নের জন্য এগুলো সম্মিলিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিকে (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপট) বিবেচনায় নিয়ে একটি ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) ভারতের নয়াদিল্লিতে 'ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট ২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সম্মেলনে বাংলাদেশকে অতিথি দেশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই সম্মেলন বিশ্বজুড়ে আমাদের সমকক্ষদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ করে দেবে। বাংলাদেশ গ্লোবাল সাউথের একটি দেশ, 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত' ধারণার আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জি-২০-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানায়।

তিনি বলেন, আসুন আমরা একটি সুন্দর ভবিষ্যত এবং একটি উন্নত বিশ্বের জন্য একসঙ্গে কাজ করি। টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, একটি নতুন দৃষ্টান্ত প্রয়োজন যা এসডিজি'র সমান্তরালে সামগ্রিকভাবে বৈষম্যকে মোকাবেলা করবে। তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশ, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোসহ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বিশেষ অর্থায়নের প্রয়োজন, তাদের উত্তরণের সময় এটি পূরণ করতে হবে।

চতুর্থ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে 'ডিজিটাল ডিভাইডস' সেতুবন্ধন রচনার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিতে চাই। তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনিয়োগ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নিন যার জন্য অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সমর্থন অত্যাবশ্যক। পঞ্চমত, সব মানুষেরই ভালোভাবে জীবনযাপনের সমান অধিকার থাকা উচিত। বৈশ্বিক সম্প্রদায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে যেন ভুলবেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাউথ-সাউথ ও ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করুন। এখানে, অংশীদার, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় পাঁচ দশক আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'মহান অর্থনৈতিক উত্থান'-এর মুখে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জরুরি বোধ তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জি-২০ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারত সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জি২০ প্ল্যাটফর্মকে আরও অর্থবহ করার জন্য তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। 'ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট' আহ্বান করার জন্য এবং 'মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন' বিষয়ক উদ্বোধনী নেতাদের অধিবেশনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও অভিনন্দন জানাই। সূত্র : সাম্প্রতিক দেশকাল

‘দেউলিয়া সরকার’ বনাম ‘ডিম পাড়া’ ৫৪ দলের রাজনীতি

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় বিএনপির গণঅবস্থান কর্মসূচি থেকে আগামী ১৬ জানুয়ারি সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দলের মহাসচিব বলেছেন, “আওয়ামী লীগ দেউলিয়া হয়ে গেছে। সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।” অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সমাবেশ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, “ বিএনপির নেতৃত্বে ৫৪ দল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৫৪টি ঘোড়ার ডিম পাড়বে।”

দুই দলের এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে বুধবার নগরবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হন। তীব্র যানজটের কারণে যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকতে হয়।

বিএনপি ঢাকা ও সব বিভাগীয় শহরে এই কর্মসূচি পালন শুরু করে সকাল ১০টা থেকে। দলটির নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে কর্মসূচি শেষ হয় দুপুর আড়াইটার দিকে। তারা পুলিশের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই কর্মসূচি শেষ করেন। এর বাইরে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় তাদের যুগপৎ আন্দোলনের শরীকরা একই সময়ে এই কর্মসূচি পালন করে।

আওয়ামী লীগের কর্মসূচি : বিএনপির গণঅবস্থান কর্মসূচির দিনে আওয়ামী লীগ ঢাকায় নৈরাজ্য প্রতিরোধে শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। পরে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা হিসবে তারা সমাবেশ করে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। সকাল ১০টায় মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এর বাইরেও তারা ঢাকায় আরো সমাবেশ এবং পাড়ায়-মহল্লায় নেতা-কর্মীরা সতর্ক অবস্থানে ছিল।

দেউলিয়া বনাম ঘোড়ার ডিম : গণঅবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,চ আওয়ামী লীগ দল হিসেবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এ সরকার পুলিশ, আমলাদের ওপর ভর করেছে।”

তিনি বলেন,চএই সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে। সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে। তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটি করতে দেওয়া হবে না।”

চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে ১৫ জন নেতা-কর্মী নিহত হওয়ার তথ্য দিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, “লুটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক ঢাকা ওয়াসার এমডির যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বাড়ি, যার একটির দামই ৫০০ কোটি টাকার বেশি। হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন। তারা শত হাজার কোটি পাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না।”

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, “ বিএনপির আন্দোলন ভুয়া। আজকে খবর জানেন, পল্টনে মোটামুটি একটা সমাবেশ হয়েছে। ১২ দলীয় জোট দেখলাম বিজয় নগরে সমাবেশ করছে, সব মিলিয়ে ২৪ জন। ৭ দলীয় জোট প্রেসক্লাবের সামনে চেয়ার পেতে বসে আছে, মঞ্চে ২০ জন সামনে সাংবাদিকসহ আরো ১৫ জন।”

তিনি আরো বলেন, “তারা বসে আছে ফুটপাতের উপর, মঞ্চ ও শ্রোতা সেখানেই, সবই ফুটপাতকেন্দ্রিক। ৫৪ দল আজকে একজন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। কী হবে? ঘোড়ার ডিম পাড়বে। ৫৪ টা ঘোড়ার ডিম পাড়বে, ৫৪টি ঘোড়ার ডিম পাড়বে ৫৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দল। ভুয়া... ভুয়া... ভুয়া... এটা গরুর হাট।

বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি শুরু হয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম থেকে বিভগীয় সমাবেশ শুরু হয়। আর সেই সমাবশের আগের দিনই পরিবহণ ধর্মঘট ডাকা হয়। এরপর ঢাকা ছাড়া বিএনপির সব বিভাগীয় সমাবেশই বাস, লঞ্চ ধর্মঘটের মুখে পড়ে। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশের দিন কোনো পরিবহণ ধর্মঘট ডাকা না হলেও ওইদিন ঢাকায় ছিল অঘোষিত হরতাল । ঢাকা শহরে সেদিন কোনো গণপরিবহণ চলাচল করেনি। গোলাপবাগ মাঠে বিএনপির সমাবেশ হলেও ঢাকার অন্যান্য এলকায় আওয়ামীলীগ একাধিক সমাবেশ করে। সেদিন সড়কে এবং পাড়া মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মহড়া দেয়। আর বিএনপি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চাইলেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনা ও সহিংসতার পর তারা গোলাপবাগ মাঠে সমাবেশ করতে বাধ্য হন। সমাবেশের তিনদিন আগে নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন নিহত হন। সমাবেশের একদিন আগে, অর্থাৎ ৮ নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও কেন্দ্রীয় নেতা মীর্জা আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা মঙ্গলবার জামিনে ছাড়া পান। বুধবারও পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেখা গেল।

কার কী কৌশল : বিএনপির একাধিক সূত্র জানায়, ১০ ডিসেম্বরের পর এখন আগামী ছয় মাস এভাবেই ধারাবাহিক কর্মসূচি দিয়ে যাবে তারা। তাদের মূল টার্গেট হলো সাধারণ মানুষকে আরো বেশি করে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা। জুনের পর নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তারা তত কঠোর কর্মসূচি দেবে। যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পতন দেখে অসংলগ্ন কথা বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

ঢাকা: বর্তমান সরকারের পতন দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) বিকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফখরুল বলেন, ‘পতন যখন স্পষ্ট হয়, পতন যখন আঘাত করতে আসে, পতন যখন দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তখনই মানুষ এ ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে।’

‘ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব নয়’ প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর অনেক কথারই জবাব আমরা দিই না। কারণ তিনি কখন কী বলেন এটা জনগণ বুঝতে পারে না। কী লক্ষ্যে বলেন, কী কারণে বলেন, এটার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, কাজেই এটা প্রমাণ হবে।’

ফখরুল বলেন, ‘কিছুদিন পূর্বে বলতেন আমরা (বিএনপি) নাকি রাস্তায় দাঁড়াতে পারি না। আমাদের নাকি কোমরে জোর নেই। এখন অস্থির হয়ে গেছেন। সব রকম শক্তি নিয়োগ করে আপনারা জনগণের ওপর অত্যাচার করছেন, নিপীড়ন করছেন এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য। তার অর্থই হচ্ছে সরকারের এখন পায়ের তলায় মাটি নেই। সরকার প্রমাণ করেছে, তারা ভয় পেয়েছে, অত্যন্ত ভীতু হয়ে তারা এখন আমাদের ওপর আক্রমণ করছে।’

এ সময় বিএনপি মহাসচিব ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে গণঅবস্থানে পুলিশের সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সশস্ত্র হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন।

এ ছাড়া গতকাল বুধবার বিএনপির গণঅবস্থান কর্মসূচিতে সারা দেশে হামলা-গ্রেপ্তার এবং মামলার বিষয়ও তুলে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি কাছে চায়, বামরা দোটানায়

জয়ন্ত সাহা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকারবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি এবার কাছে টানছে সক্রিয় বাম দলগুলোকে। দলটির নেতারা বলছেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রণয়নসহ ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের’ লক্ষ্যে তাদের উত্থাপিত ২৭ দফার সঙ্গে প্রধান সারির বাম দলগুলোর দাবিদাওয়ার তেমন কোনো ভিন্নতা নেই। কাজেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়।

‘রাষ্ট্র সংস্কারের’ ২৭ দফা উত্থাপন করার পর বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনও বলেন, একটি অবাধ-সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানো হবে। এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া দলগুলোকে নিয়েই পরে একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এমন প্রেক্ষাপটে জোর আলোচনা চলছে, প্রথম সারির বাম দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, হলে কোন কোন দল ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের নিয়ে নির্বাচনী জোট কীভাবে গঠন হবে বা সেটির রূপরেখা কেমন হবে এবং আসন বণ্টন ইস্যুর সমাধানইবা হবে কী করে।

তবে প্রধান সারির কয়েকটি বাম দলের নেতা বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন, তারা একটি বড় বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে চাইলেও বিএনপির সঙ্গে জোটের কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা যে ‘রাষ্ট্র সংস্কারের’ রূপরেখা দিয়েছে, তার সঙ্গেও বামদের দূরত্ব রয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বাম দল চাইছে, বিএনপির সঙ্গে এক মঞ্চে না হলেও যুগপৎ আন্দোলনের পথে হাঁটতে।

বিএনপির পাশে যারা : গত বছরের ডিসেম্বর থেকে সমমনা দলগুলো নিয়ে বিএনপি সরকার পতনের ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে হাঁটছে। সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনে ১২ দলীয় জোট ও ১১ দলের জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট রয়েছে। আছে অলি আহমেদ নেতৃত্বাধীন এলডিপি।

মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্র মঞ্চের সমর্থনও পেয়েছে বিএনপি। অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ‘গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য’ও চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ ধারায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৭ সালে গঠিত এই জোটে বর্তমানে রয়েছে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল) ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল।

এ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের সমন্বয়ক হারুন চৌধুরী বলছেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামতের যে ২৭ দফা দিয়েছে, তাতে এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য তাদের সমর্থন জুগিয়ে যাবে।’

যা বলছেন প্রধান সারির বামনেতারা : বিএনপি ও বাম দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আন্দোলনে একই সুরে কথা বলছে- এ কথা মানতে নারাজ বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ এবং সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। যদিও গত বছরের ডিসেম্বরে বিএনপি যেসব দাবি উত্থাপন করেছে, সেগুলোর সঙ্গে একই বছরের অক্টোবরে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উত্থাপিত ১০ দফার অনেক মিল থাকার কথা বলছেন কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

এ প্রসঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, ‘ব্যবস্থা বদলের জন্য আমরা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের যে দাবি জানাচ্ছি, সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে একই দাবি। আদতে তা নয়। আমরা বলছি, সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচন করতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচনটি আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের প্রভাবমুক্ত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সংখ্যালঘু হত্যাসংক্রান্ত তথ্যে দুঃখ প্রকাশ হিন্দু মহাজোটের

ঢাকা: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনবিষয়ক সংগঠনের প্রতিবেদনে প্রকাশিত ওবিগত ২০২২ সালে ১৫৪ জন সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হয় শীর্ষক বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। সংগঠনটি বলেছে, অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং পরবর্তী বিশদ বিবরণের অভাবে খুব সহজে ১৫৪ জন নিহতের বিষয়টি অতি সরলীকরণ করা হয়েছে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এর আগে গত ৬ জানুয়ারি জাতীয় হিন্দু মহাজোটের আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনবিষয়ক প্রতিবেদন নিয়েজনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত হিন্দু মহাজোটের প্রতিবেদনের শুরুতে দেশে ২০২২ সালে ১৫৪ জন সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হয় মর্মে উদ্দৃত করা হয়। মূলত আমরা বলতে চেয়েছি ২০২২ সালে বিভিন্ন কারণে ১৫৪ জন সংখ্যালঘু নিহত হন। এসব নিহতের ঘটনার সবগুলো সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে জমিজমার বিরোধ, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব, পূর্বশত্রুতার ঘটনা, স্থানীয় দ্বন্দ্ব ও কলহ, রাজনৈতিক সংঘাত এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির কারণে সংঘটিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায়, কেন্দ্রীয় নেতা অভয় কুমার রায়, সুজন দে, সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, প্রদীপ চন্দ্র, হিন্দু মহিলা মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট লাকী বাছাড় ও সাধারণ সম্পাদক মুক্তা বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতা।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের মতামতের প্রয়োজন নেই - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের মতামতের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, এ দেশের নির্বাচন ভালো কি মন্দ হবে, সেটা ঠিক করবে এ দেশের জনগণ। অন্য কেউ না। গত ১৪ জানুয়ারী শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে জাপানি স্টাডিজ বিভাগের এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা একটা স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চাই। অন্যদের আমাদের গণতন্ত্র শেখানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের গণতন্ত্র আছে, মানবাধিকার আছে। এ দেশের নির্বাচন ভালো কি মন্দ হবে সেটা ঠিক করবে এ দেশের জনগণ। অন্য কেউ না। অন্য কেউ এটা নিয়ে কিছুই করতে পারবে না। বাংলাদেশের জনগণ এটা ঠিক করবে।

আওয়ামী লীগ সরকার বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি উল্লেখ করে মোমেন বলেন, স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সরকারে এসেছে ব্যালটের মাধ্যমে। আমরা যথাসময়ে নির্বাচন করব। আওয়ামী লীগ এমন দল না যে, কোনো বড় দলকে নির্বাচন করতে দেবে না। সবাইকে নিয়ে আমরা নির্বাচন করি।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে সবসময় সরব। দেশটির হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বন্ধু দেশ বলে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) আমাদের অনেক উপদেশ দেয়। আমরা

এটাকে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশ ভালো প্রস্তাব পেলে সেটা গ্রহণ করে। আমরা যেটা ভালো সেটা গ্রহণ করি। এতে করে আমাদের অর্জন বাড়ে।

দুই দিনের সফরে ভারত হয়ে আজ ঢাকায় আসছেন মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু। লু'র সফরে আলোচনায় বিষয়ে জানতে জানতে চাইলে মোমেন বলেন, আমরা আমাদের যেসব ইস্যু আছে সেগুলো তুলব। তারা তাদের ইস্যু তুলবে। আমেরিকার প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমরা একমত। তাদের একটা প্রিন্সিপাল হচ্ছে গণতন্ত্র, তারা গণতন্ত্র চায়; আমরাও চাই।

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা নিয়ে মোমেন বলেন, আমেরিকা অন্য ইস্যুতে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। আমরা তুলে ধরছি এবং তুলে ধরব। আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) যেন বিষয়টাকে বিবেচনা করে। আমাদের মনে হয়, আলোচনার মাধ্যমে এগুলো সমাধান করতে পারব।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, লু'র সফরে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নতুন করে যাতে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা না হয়, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করবে বাংলাদেশ। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা। জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা জানি না। আমরা জানব কোথা থেকে? তারা তো আমাদের বলেনি।

ঢাকায় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বাংলাদেশের অভ্যন্তীরণ বিষয়ে কথা বলা নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, আপনারা (গণমাধ্যম) তাদের (দূতদের) খোঁচাচ্ছেন। আপনাদের (গণমাধ্যম) মতো অন্য দেশে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের খোঁচায় না। আপনারা (গণমাধ্যম) খোঁচানো বন্ধ করেন। এ সংস্কৃতিটা বন্ধ করেন।

-সুত্র ঢাকা পোষ্ট

বাহরাইন-মালদ্বীপে বৈধ হয়েছে বাংলাদেশের ৫১ হাজার শ্রমিক, বিদেশে চুক্তিভিত্তিক ১৪ কূটনীতিক কর্মরত- সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক:বাহরাইন ও মালদ্বীপে বাংলাদেশের ৫১ হাজার শ্রমিক বৈধতা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সংসদের প্রশ্নোত্তরে এ তথ্য জানান তিনি। এর আগে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়।সরকার দলীয় সংসদ সদস্য দিদারুল আলমের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কূটনীতিক তৎপরতায় বাহরাইন ও মালদ্বীপের ৫১ হাজার প্রবাসী শ্রমিক বৈধ হয়েছে। এছাড়া বাহরাইনে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধ করার জন্য কূটনীতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তিনি জানান, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৫ হাজার কর্মী বৈধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। করোনাকালীন পাঁচ হাজার বাংলাদেশি কর্মী স্থায়ীভাবে দেশে ফেরত আসে। সাধারণ ক্ষমার আগে বাহরাইনে অবৈধ বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, মালদ্বীপ সরকার অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়মিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে ১৪ জন কূটনীতিক চুক্তিভিত্তিক কর্মরত আছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন। তিনি জানান, এর মধ্যে ১০ জন রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার, ২ জন মিনিস্টার, ১ জন কাউন্সিলর এবং ১ জন তৃতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানান। ১০ জন রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার হলেন- মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, রাশিয়ার কামরুল আহসান, কানাডার হাইকমিশনার ড. মো. খলিলুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্রের মোহাম্মদ ইমরান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের এম আবু জাফর, জাপানের শাহবুদ্দিন আহমেদ, জার্মানির মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, ইরাকের মো. ফজলুল বারী, সৌদি আরবের ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী এবং ভুটানের রাষ্ট্রদূত শিব নাথ রায় চুক্তি ভিত্তিক দায়িত্বে আছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিনিস্টার ও উপ-কনসাল জেনারেল মো. শাহেদুল ইসলাম, যুক্তরাজ্যের মিনিস্টার সাব্বির বিন শামস, কানাডার কাউন্সিলর অপর্ণা রাণী পাল এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় সচিব আসিব উদ্দীন আহমেদ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ আছেন।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তারের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ৮১টি মিশনের মধ্যে বর্তমানে ১৭টি মিশনে বাংলাদেশের মালিকানাধীন নিজস্ব চ্যান্সারি ভবন এবং ১৪টি মিশনে নিজস্ব মালিকানাধীন রাষ্ট্রদূতের বাসভবন রয়েছে। এছাড়া ৫টি মিশনে বাংলাদেশের মালিকানাধীন জমি রয়েছে। বর্তমানে ৭টি মিশনে বাংলাদেশের মালিকানাধীন নিজস্ব জমিতে ও রাষ্ট্রদূতের বাসভবন নির্মাণে প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশগুলো নিউইয়র্ক কনস্যুলেট জেনারেল (যুক্তরাষ্ট্র), কেনিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, ব্যাংকক, প্যারিস এবং গ্রিস।

সরকার দলীয় সংসদ সদস্য দিদারুল আলমের প্রশ্নের জবাবে এ কে আবদুল মোমেন জানান, বর্তমানে বিশ্বের ৬০টি দেশে বাংলাদেশের ৮১টি কূটনৈতিক মিশন চালু রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি দেশে সশস্ত্র বাহিনী হতে প্রেষণে রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত আছেন। তারা হলেন লেবাননের মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান, কুয়েতে মেজর জেনারেল মো. আশিকুজ্জামান, মালদ্বীপের রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ এবং ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য দিদারুল আলমের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কূটনীতিক তৎপরতায় বাহরাইন ও মালদ্বীপের ৫১ হাজার প্রবাসী শ্রমিক বৈধ হয়েছে। তিনি বলেন, বাহরাইনে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধ করার জন্য কূটনীতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৫ হাজার কর্মী বৈধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। করোনাকালীন সময়ে ৫ হাজার বাংলাদেশী কর্মী স্থায়ীভাবে দেশে ফেরত আসে। সাধারণ ক্ষমার পূর্বে বাহরাইনে অবৈধ সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার। মন্ত্রী বলেন, মালদ্বীপ সরকার অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়মিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের জন্য লড়ছেন এশিয়ার তিন নারী সাংবাদিক

পরিচয় ডেস্ক: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে কর্তৃত্ববাদী সরকারের দমনপীড়নের বিপরীতে মানবাধিকার, বাক্স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে কানাডাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এক্সচেঞ্জ (আইএফইএক্স)। সেখানে এই অঞ্চলের তিন নারী সাংবাদিকের ভূমিকা উল্লেখ করেছে তারা। সেই তালিকায় শান্তিতে নোবেল বিজয়ী *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

অ্যান্টি-করাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড, মার্কিন সরকারের পুরস্কারজয়ী রোজিনা ইসলামকে সংবর্ধনা

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ২০২২ সালের অ্যান্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার (৯ জানুয়ারী) প্রথম আলো কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, এ সম্মান রোজিনা ইসলামের, এ সম্মান প্রথম আলোর। এটিকে রক্ষা ও সামনে এগিয়ে নেওয়ার একটিই পথড়ুসেটি হচ্ছে সৎ, নিরপেক্ষ ও ভালো সাংবাদিকতা। ভবিষ্যতের সাংবাদিকতা আরও কঠিন হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সারা বিশ্ব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মূল্যস্ফীতিই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হবে মূল্যস্ফীতি ও ঋণ সংকট । এ ছাড়া গুরুতর পণ্যমূল্য ধাক্কা, মানবসৃষ্ট পরিবেশের ক্ষতি, সম্পদের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অর্থনীতির ঝুঁকির তালিকায় থাকছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন-২০২৩ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব ঝুঁকির কথা উঠে এসেছে।গত ১১ জানুয়ারী বুধবার জেনেভা থেকে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান পাঁচটি ঝুঁকির কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বের ১২১ দেশের অর্থনীতির ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে জরিপের মাধ্যমে।এবার নিয়ে ১৮ বার বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম।

ওআগামী দুই বছরে আপনার দেশের জন্য হুমকি তৈরি করতে এমন প্রধান পাঁচটি ঝুঁকি কী কী?- বিশ্বের বিভিন্ন খাতের ১২ হাজার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছে জানতে চেয়েছিল বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম। গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্তওবিশ্ব ঝুঁকি উপলব্ধি নামে এ জরিপ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে এ জরিপে ডব্লিউইএফের অংশীদার প্রতিষ্ঠান ছিল গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা বাংলাদেশের বাকি চারটি প্রধান ঝুঁকি হলো- ঋণ সংকট, পণ্যমূল্যের গুরুতর অভিঘাত বা প্রভাব, মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় এবং সম্পদের ওপর ভূরাজনৈতিক

প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের মতো প্রতিটি দেশের স্বল্পমেয়াদি ৫টি প্রধান ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে স্বল্পমেয়াদি (২ বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির (১০ বছর) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে বিশ্বের প্রধান ঝুঁকি- জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট। আর দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যর্থতা এবং পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সবচেয়ে বড় উদ্বেগ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে বাংলাদেশে গত ডিসেম্বরে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। কয়েক মাস ধরে এ হার ৯ শতাংশের আশপাশে রয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের অনেকেই বলছেন, দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য মূল্যস্ফীতির হার এর চেয়ে আরও বেশি হবে। কেননা তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কিনতে আয়ের বেশিরভাগই খরচ করে। আর মূল্যস্ফীতির হিসাব করা হয় পণ্য ও সেবার গড় দরের ভিত্তিতে।

বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদনের বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন জানান, তিনিও মনে করেন মূল্যস্ফীতিই স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ঝুঁকি। বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রক্ষেপণ বলছে, ২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকতে পারে। বাংলাদেশ যেহেতু বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আগের চেয়ে এখন বেশি সম্পৃক্ত, সেহেতু বিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাব এখানে থাকবে। আর এর অভিঘাতও বড় ঝুঁকি হিসেবে আসবে। কেননা এ দেশের উল্লেখযোগ্য মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা জনগোষ্ঠী নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকের বিশেষত নির্ধারিত আয়ের মানুষের অনেকের প্রকৃত আয় কমে গেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি তাদের বিপাকে ফেলেছে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ছয় দেশ থেকে জ্বালানি কিনছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালের জন্য সরকার বিশ্বের ছয় দেশ থেকে ২১ লাখ টন ডিজেল এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই তেল আমদানির খরচ পড়বে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা।

ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১১ জানুয়ারী বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ''জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি থেকে চলতি জানুয়ারি থেকে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৬০ হাজার টন ডিজেল *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি : বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

চলতি অর্থবছর বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এটি সংস্থাটির আগের প্রাক্কলনের চেয়ে কম। এমনকি সরকারের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও তা অনেক কম। ৭ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ যথেষ্ট কম বলে মনে করছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তাঁর মতে, প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরেই থাকবে। অন্যদিকে, পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্বব্যাংকের এই পূর্বাভাসকে যথার্থ মনে করেন অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সমকালকে বলেন, বিশ্বব্যাংকের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসকে চ্যালেঞ্জ করছে না সরকার। তবে চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কম হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। বরং আরও কিছুটা বেশিও হতে পারে। কারণ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিদিনই একটু একটু করে ভালো হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমছে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়ছে। ডলার সংকটও কাটছে। এই ধারাবাহিকতায় আগামী ছয় মাস আরও ভালো যাবে বলে আশা করা যায়। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দেশের সার্বিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হলে প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশার পরিবর্তে আশঙ্কা তৈরি হবে। তখন প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি হয়তো হবে না।

অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য মন্দা ঝুঁকিতে আছে, যথাযথ পদক্ষেপ প্রয়োজন বলেছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি)

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ মন্দার মধ্যে নাও যেতে পারে, তবে রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্য আনতে এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়া হলে দেশটি উল্লেখযোগ্যভাবে মন্দার ঝুঁকিতে পড়বে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি)।

গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার আইসিসিবি তার সর্বশেষ সম্পাদকীয়তে পাবলিক সেক্টরের ব্যয়কে প্রবাহিত করতে, মেগা অবকাঠামো এবং অন্যান্য প্রকল্পের যৌক্তিককরণ এবং কার্যকর আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালে প্রথ মবারের মতো ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, কিন্তু গত বছরের বহুমুখী চাপ ও চ্যালেঞ্জের কারণে ২০২৩ সালে তা থমকে যেতে পারে।

সম্পাদকীয় অনুসারে, তিনটি প্রধান বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি চালিকাশক্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও চীনের প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন জোরদার করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলার ব্যাপারে বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সাবধানে আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাহার করা উচিত।

এছাড়া তুলনামূলক দরিদ্র পরিবারগুলোকে ত্রাণ প্রদানের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য মধ্যমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা থাকা উচিত।

সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রম-বাজারের সীমাবদ্ধতাগুলো সহজ করা, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বন্টন এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমানো।

খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধিতে কার্যকর নীতি সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জ্বালানি খাতের জন্য কম-কার্বন নিঃসরণকারী জ্বালানির উৎস রূপান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জ্বালানি খরচ কমানোর ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে।আইসিসিবি-এর সম্পাদকীয় অনুসারে, প্রত্যাশার চেয়ে বেশি এবং অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি, কঠোর আর্থিক অবস্থা, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী করোনা মহামারি এবং চাহিদা-সরবরাহের অসামঞ্জস্যতা বৈশ্বিক অর্থনীতির চাকাকে আরো মন্থর করেছে।

আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিভা সতর্ক করেছেন যে ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশ মন্দার মধ্যে পড়তে পারে। এমনকি যে দেশগুলোতে মন্দা থাকবে না, তাদেরও লাখ লাখ মানুষের ওপর মন্দার প্রভাব পড়বে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুধু কয়েক লাখ ইউক্রেনীয়দের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলেনি বরং খাদ্য, জ্বালানি ও শক্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগত ক্যাসকেডিং এবং আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। যার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে এবং অনেক দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেড়েছে।

আইসিসিবি বলেছে, এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম আবহাওয়া বৈশ্বিক অর্থনীতির নিম্নমুখী প্রবণতার ঝুঁকি তৈরি করে এবং জ্বালানির দাম বৃদ্ধি সবুজ রূপান্তরের পথকেও বাধাগ্রস্ত করে।

ক্রমাগত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে ক্রমবর্ধমান ঋণ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। যা দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলোকে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরও প্রভাবিত করেছে।

শতকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক মন্দা, এফডিআইতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস, ব্যক্তিগত মূলধন প্রবাহ এবং রেমিটেন্সও বিশ্ব মন্দায় ভূমিকা রাখছে।

উন্নত বিশ্বের সম্ভাব্য মন্দা, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য করবে। যার ফলে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে এবং ফলস্বরূপ সুদের হারও বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার ঝুঁকি তীব্রভাবে বেড়েছে। কারণ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়ায় সুদের হার বাড়িয়েছে।

তবুও এখনো পর্যন্ত পূর্বাভাসগুলোতে দেখা যায় যে *বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*
এই নীতিমূলক পদক্ষেপগুলো বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতিকে
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট নাও হতে পারে।

পূর্বাভাসগুলোতে জানা যায় যে বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের আস্থা তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটা আশংকা করা হচ্ছে যে যদি সরবরাহ ব্যাহত না হয় এবং শ্রমবাজারের চাপ না কমে, তাহলে বিশ্বব্যাপী মূল মুদ্রাস্ফীতির হার উচ্চ হতে পারে।বিশ্বব্যাপী সরবরাহের বাধা দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা হবে মূল বিষয়।

আইসিসিবি বলেছে, এখনই সময় একটি নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচার করার, যা সুরক্ষাবাদ ও বিচ্ছিন্নকরণের হুমকিকে প্রতিরোধ করে, যা বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে আরো ব্যাহত করবে।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, জি২০ সদস্যরা টেকসই পুনরুদ্ধার এবং শক্তিশালী, টেকসই, ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো প্রশমিত করার জন্য ভাল-ক্যালিব্রেটেড, সুপরিকল্পিত এবং সু-যোগাযোগপূর্ণ নীতিগুলোর প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই বিষয়ে, জি২০ আর্থিক স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থায়িত্ব রক্ষা করতে এবং নেতিবাচক ঝুঁকি ও নেতিবাচক স্পিলওভারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ম্যাক্রো-পলিসি সহযোগিতার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে।

অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস সম্প্রতি সিএনএন-এর সাথে কথা বলে গ্রাহকদের ও ব্যবসায়িকদের সতর্ক করেছেন, তাদের নগদ অর্থ নিরাপদ রাখতে ছুটির মরসুমে বড় কেনাকাটা স্থগিত করা উচিত, কেননা অর্থনৈতিক মন্দা আসতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে মুদ্রাস্ফীতির লাগাম ধরা যায় এবং আর্থিক কড়াকড়ি কমানো যায়। এজন্য অন্যান্য নীতিনির্ধারকদেরও সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।সূত্র দৈনিক নয়াদিগন্ত

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসা অর্ধেকে নেমেছে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেকর্ড রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: করোনা মহামারির সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উর্ধ্বমুখী সেই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা। ফলে রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে এখন প্রথম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক শর্ত শিথিল করায় আগের তুলনায় এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে অর্থ পাঠানো সহজ হয়েছে। এছাড়া বৈধ পথে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ডলারের রেটও বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে থাকা বাংলাদেশিদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা পেশাগতভাবে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে আছেন। এসব কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৯৬ কোটি ৬৬ লাখ (১ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৬৯ কোটি ২২ লাখ ডলার। স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসছে সৌদি আরব থেকে। সেই সৌদি আরব থেকে এই ছয় মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গত ছয় মাসে ১৯০ কোটি ৯১ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন সৌদি প্রবাসীরা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২৪৩ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। এছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ১৩৩ কোটি ৭১ লাখ ডলার। যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে ৯১ কোটি ১১ লাখ ডলার এবং কুয়েত থেকে এসেছে ৭৬ কোটি ২৮ লাখ ডলার।

রেমিট্যান্স প্রবাহে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে থাকায় দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে এসেছে সৌদি আরব। একসময় দ্বিতীয় থাকা আরব আমিরাতের অবস্থান এখন তৃতীয়, আর চতুর্থ ও ৫ম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য ও কুয়েত।

এছাড়া ছয় মাসে শীর্ষ ১০-এ থাকা অন্য দেশগুলো মধ্যে কাতার প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৬৯ কোটি ৯২ লাখ ডলার, ইতালি থেকে এসেছে ৬১ কোটি ৯ লাখ ডলার, মালয়েশিয়া থেকে ৫৪ কোটি ৩৪ লাখ ডলার, ওমান থেকে ৩১ কোটি ৩১ লাখ ডলার এবং বাহরাইন থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ২২ কোটি মার্কিন ডলার।

সদ্য সমাপ্ত ডিসেম্বর মাসে মোট ১৬৯ কোটি ৯৬ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৮ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১০৭ টাকা হিসাবে)। এর আগের মাস নভেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের চেয়ে প্রায় ৭ কোটি ডলার বেশি এসেছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৬৩ কোটি ডলার।

রেমিট্যান্স প্রবাহ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম (জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ৬ মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৪৯ কোটি ৩২ লাখ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ২৩ কোটি ৯৫ লাখ ডলার। সেই হিসাবে এ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ২৫ কোটি ৩৭ লাখ মার্কিন ডলার বেশি এসেছে।

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসা অর্ধেকে নেমেছে

মেসবাহুল হক : গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মালয়েশিয়া থেকে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসেও দেখা গেছে নিম্নমুখী প্রবণতা। হুন্ডি বা অবৈধ পন্থায় রেমিট্যান্স পাঠানোকে এ পতনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন। রেমিট্যান্স বাড়াতে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোয় উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা বাড়ানোসহ বেশকিছু সুপারিশ করেছে হাইকমিশন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিবের কাছে হাইকমিশন থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশি প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারের। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৬ শতাংশেরও বেশি। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ১৫ শতাংশ কমে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন রেমিট্যান্স এসেছে। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির চতুর্থ প্রধান গন্তব্য মালয়েশিয়া। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রায় ১০ শতাংশ এসেছে দেশটি থেকে।

হাইকমিশনের চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের অন্যতম উৎস মালয়েশিয়া থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আসে ২ দশমিক শূন্য ১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে তা প্রায় অর্ধেকে নেমে ১ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম চার মাসেও নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে হুন্ডি তথা অবৈধ পন্থায় রেমিট্যান্স প্রেরণের প্রবণতাকে দায়ী করা যায়।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

এক দিনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার

মৃত্তিকা সাহা : চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকার ৬৫ হাজার ৬০৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বরের শেষ দিনেই অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বরে সরকার ঋণ নিয়েছে ২০ হাজার ৫৪৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। এর পরের দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় আর কোনো লেনদেন হয়নি।

চলতি অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ না নিয়ে উল্টো আগের নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেছিল ৯ হাজার ৫৫৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি, সার, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় সরকারের ব্যয় বেড়েছে। আবার দেশের বাজারেও বেড়েছে নির্মাণসামগ্রীসহ অন্যান্য খাতের পণ্যের দাম। এতে সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয় বেড়েছে; কিন্তু আশানুরূপ রাজস্ব আয় না হওয়ায় বাজেট ঘাটতি বড় হচ্ছে। আর ঘাটতি মেটাতে সরকারকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। এতদিন সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে জনসাধারণ থেকে বেশি ঋণ নিত। এখন সঞ্চয়পত্র বেচাকেনায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে এ খাতে জনসাধারণের বিনিয়োগ কমেছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ অবস্থায় সরকারকে ব্যাংকমুখী না হয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের মাত্রাতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কালবেলাকে বলেন, ডলার বিক্রি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রচুর টাকা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে এসব ব্যাংকে আবার জোর করে ট্রেজারি বিল ও বন্ড কেনার চাপ দেওয়া হলে বাজারে টাকার ঘাটতি তৈরি হবে। আর ট্রেজারি বিল-বন্ডের সুদহার কম হওয়ায় বাণিজিক

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

হুন্ডি ঠেকাতে রেমিট্যান্সের প্রণোদনা ৫ শতাংশ করার সুপারিশ

পরিচয় ডেস্ক: সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পরও অবৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা বন্ধ হচ্ছে না। তাই হুন্ডি ঠেকাতে রেমিট্যান্সের প্রণোদনা আড়াই শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন। পাশাপাশি ডলার ও টাকার বিনিময় হার যুক্তিসংগত করা, বন্ডের বিপরীতে সুবিধা বাড়ানোসহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিবের কাছে লেখা চিঠিতে এসব সুপারিশ করেছে হাইকমিশন। কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা দৈনিক বাংলাকে বলেন, 'করোনাকালে হুন্ডির কোনো উপায় না থাকায় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে বাধ্য হন প্রবাসীরা। ফলে সে সময় রেমিট্যান্সপ্রবাহ বেড়ে যায়। কিন্তু গত অর্থবছরে রেমিট্যান্সপ্রবাহ অর্ধেকে নেমে যাওয়ার কারণে আবারও হুন্ডি বেড়েছে। তাই ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে প্রবাসীদের উৎসাহিত করতে বেশ কিছু সুপারিশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।' হাইকমিশনের চিঠিতে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে রেমিট্যান্সে প্রণোদনা আড়াই শতাংশ বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা যুক্তিসংগত। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ প্রণোদনা রেমিট্যান্স পাঠানো ব্যক্তির নামে প্রভিডেন্ড ফান্ডের মতো করে ব্যাংক হিসাবে জমা রেখে পরবর্তী সময়ে লভ্যাংশসহ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে প্রবাসীরা উৎসাহিত হবেন।

হাইকমিশনের লেখা চিঠিতে বলা হয়, ২০২০-২১ অর্থবছরে (করোনা মহামারি চলাকালীন) প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার; যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৬ শতাংশেরও বেশি। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও রেমিট্যান্সপ্রবাহ প্রায় ১৫ শতাংশ কমে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়নে নামে। চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের প্রথম চার মাসেও দেখা গেছে নিম্নমুখী প্রবণতা। হুন্ডি বা অবৈধ পন্থায় রেমিট্যান্স পাঠানোকে এ পতনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

হাইকমিশন জানায়, বাংলাদেশের রেমিট্যান্সপ্রবাহের অন্যতম উৎস মালয়েশিয়া থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আসে ২ দশমিক শূন্য ১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে তা প্রায় অর্ধেকে নেমে ১ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম চার মাসেও নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

হাইকমিশনের মতে, রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ডলারের বিপরীতে টাকার দর এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন রেমিট্যান্স প্রদানকারী দেশের কোম্পানির দর ওই দেশের হুন্ডি রেটের সমান বা বেশি হয়। প্রয়োজনে দেশভিত্তিক টাকা ও ডলারের দর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বন্ডের বিপরীতে সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রস্তাব, ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এনআইডি বাধ্যতামূলক না রেখে ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের মতো পাসপোর্টের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ রাখা। একই সঙ্গে বন্ড ক্রয়ে ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে লভ্যাংশের হার বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে হাইকমিশন।

বর্তমানে একজন প্রবাসী সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড কিনতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরতরাও এ বন্ড কিনতে পারেন। বিভিন্ন স্লটে যেমন ২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লাখ, ২ লাখ, ৫ লাখ ও ১০ এবং ৫০ লাখ টাকায়ও কেনা যায়।

দেশের অভ্যন্তরে মোবাইলে টাকা স্থানান্তরে কঠোর নজরদারির

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

মূল্যস্ফীতিই প্রধান বৈশ্বিক ঝুঁকি, জানালো বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: কোভিড মহামারি এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে ধুঁকছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এর ফলে মূল্যস্ফীতির মতো স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের মতো দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জগুলিকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। আগামী দুই বছর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ঝুঁকি তৈরি করবে। আগামী সপ্তাহে দাভোসে বৈঠকের আগে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের একটি সমীক্ষা।

ফোরামের প্রকাশ করা বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০২৩ অনুসারে, এখনও বৈশ্বিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন। তবে স্বল্পমেয়াদী নানা সংকট জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপকে আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে।

করোনা মহামারি এবং রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ফলে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় ২০২২ সালে চরম জ্বালানি ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পৌঁছায় চরমে।

সুইজারল্যান্ডের আল্পসে দাভোস গ্রামে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন। এর আগে প্রকাশ করা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ''সংঘাত এবং ভূ-অর্থনৈতিক উত্তেজনা একের পর এক পরস্পর সম্পর্কিত বৈশ্বিক ঝুঁকির জন্ম দিয়েছে।

'অর্থনৈতিক সংঘাত বেড়ে চলেছে :

প্রতিবেদনে আরেকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে- ডিগ্লোবালাইজেশন। ইউক্রেন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেরও নানা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''অর্থনৈতিক যুদ্ধ স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বজুড়ে উন্নতির পর দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আবার মন্থর গতি দেখা দিয়েছে। বিষয়েও শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সতর্ক করা হয়েছে, ''এর ফলে নতুন অর্থনৈতিক যুগে ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে আরো বৈষম্য দেখা দিতে পারে। গত কয়েক দশকের মধ্যে মানব উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাধা এটি।।চ

রোমানিয়ায় বাংলাদেশি : ছিল ১৩ হাজার, আছে তিন হাজার

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর প্রায় ১৩ হাজার বাংলাদেশি দীর্ঘমেয়াদী ভিসা নিয়ে রোমানিয়ায় আসেন। কিন্তু বর্তমানে বসবাসের অনুমতি নিয়ে সেখানে আছেন তিন হাজারের কিছু বেশি। দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ ইনফোমাইগ্রেন্টসকে এ তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশিদের সরাসরি কাজের ভিসা দেয় ইউরোপের এমন দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে আছে রোমানিয়া। করোনা মহামারির পর ২০২২ সালে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বৈধভাবে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এই দেশটিতে পাড়ি জমান।

১১ জানুয়ারি রোমানিয়া সরকারের জেনারেল ইন্সপেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (আইজিআই) ইনফোমাইগ্রেন্টসকে জানিয়েছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশিদের ১৪৫টি 'শর্ট-স্টে' বা সংক্ষিপ্ত মেয়াদের ভিসা প্রদান করা হয়েছে।

এর মধ্যে ৯৬টি ছিল ভ্রমণ, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত। গবেষণা কাজের জন্য দেয়া হয়েছে ১৮টি ভিসা। এছাড়া ১৭টি বিজনেস বা ব্যবসায়িক ভিসা, ক্রীড়া খাতে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ১১টি ভিসা এবং তিনটি ট্রানজিট ভিসাও রয়েছে।

কাজের ভিসায় ১২,২৭১ জন : বাংলাদেশিরা ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি ভিসা পেয়েছেন 'লং-স্টে' বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য। ইউরোপের দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকুরি কিংবা অন্য যেকোন কাজে আসা ব্যক্তিদের যদি ৯০ দিনের বেশি অবস্থান করতে হয় সেক্ষেত্রে এই ভিসা প্রদান করা হয়।

জেনারেল ইন্সপেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (আইজিআই) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশিদের সর্বমোট ১২,৯৬০টি দীর্ঘমেয়াদি ভিসা প্রদান করা হয়েছে। যার সিংহভাগই পেয়েছেন ওয়ার্ক পারমিট বা কাজের ভিসায় আসা ব্যক্তিরা।

আইজিআই এর দেয়া পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি ভিসাপ্রাপ্তদের মধ্যে স্টুডেন্ট ভিসা বা উচ্চশিক্ষার জন্য ৫৩৮ জন, স্থানান্তর ভিসায় ১৪১ জন, পারিবারিক পুনর্মিলণ ভিসায় আট জন এবং কূটনৈতিক ভিসা নিয়ে এসেছেন দুই জন বাংলাদেশি। বাকি ১২,২৭১ জন ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে কাজের উদ্দেশে রোমানিয়া প্রবেশ করেন।

অবস্থান করছেন ৩,০৯৬ জন : এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিরা দীর্ঘমেয়াদী ভিসা নিয়ে রোমানিয়ায় আসলেও তাদের মধ্যে ঠিক কতজন আসলে বছরের শেষ পর্যন্ত বৈধভাবে দেশটিতে অবস্থান করছিলেন সেটি কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চায় ইনফোমাইগ্রেন্টস।

উত্তরে জেনারেল ইন্সপেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (আইজিআই) জানায়, ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৩,০৯৬ জন বাংলাদেশি অভিবাসী রেসিডেন্স পারমিট বা বসবাসের বৈধ অনুমোদন নিয়ে রোমানিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাদের মধ্যে ২৯০৫ জন ওয়ার্ক পারমিটের আওতায়, ১৪৪ জন উচ্চ শিক্ষায়, ২০ জন পারিবারিক ভিসায় এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের আওতায় আছেন ১১ জন।

অপরদিকে, বর্তমানে দেশটিতে ২০ জন বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে বসবাস করছেন বলে নিশ্চিত করেছে বুখারেস্ট কর্তৃপক্ষ।

অর্থ্যাৎ, দীর্ঘমেয়াদি ভিসা নিয়ে আসা বাংলাদেশিদের মাত্র সিকিভাগ শেষ পর্যন্ত রোমানিয়ায় অবস্থান করছেন। বাকিরা অনিয়মিত উপায়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২২ সালে অনিয়মিতভাবে রোমানিয়া থেকে শেঙেন জোনে প্রবেশ করতে গিয়ে বাংলাদেশিরা বারবার দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হয়েছেন। বেশ কয়েকজনকে আটক পরে সরাসরি ঢাকায় 'ডিপোর্ট' বা ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি তাদের রোমানিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও দেয়া হয়েছে।

ভিসার অপব্যবহার, ক্ষোভ রোমানিয়ার: বাংলাদেশ রোমানিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফর করেছেন ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েলা সেজোনভ টেনে।

সফরকালে বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জসিম উদ্দিনের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, ''রোমানিয়ার ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ব্যক্তিরা দেশটিতে পৌঁছার পর 'অদৃশ্য' হয়ে যান।''

রাষ্ট্রদূতের মতে, ''রোমানিয়ায় পৌঁছানোর পরে রোমানিয়ার ভিসা নিয়ে ইইউতে প্রবেশের সুযোগ কাজ লাগিয়ে বেশিরভাগক্ষেত্রেই ভিসাধারী বাংলাদেশি নাগরিকরা অনিয়মিত উপায়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশে চলে যান।''

এই প্রবণতা বন্ধের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

শান্তি আসবে না জেনেও দেয়া হয়েছিল যে নোবেল শান্তি পুরস্কার

পরিচয় ডেস্ক: ভিয়েতনামে যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন বাহিনীকে ফিরিয়ে আনায় ভূমিকা রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ভিয়েতনামের জেনারেল, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ লে ডাক থো-কে সঙ্গে নিয়ে ১৯৭৩ সালে প্যারিস শান্তি চুক্তি করেছিলেন তিনি। এই চুক্তির জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন তারা। থো পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানালেও কিসিঞ্জার তা ঘরে নিয়েছিলেন। বিতর্ক ওঠায় পরে আবার পুরস্কার ফিরিয়েও দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই পুরস্কার নিয়ে নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবার।

নোবেল পুরস্কার মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য ৫০ বছর গোপন রাখার নিয়ম রয়েছে। এই সময় পার হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি এক আবেদনে সাড়া দিয়েছে নোবেল কমিটি। হেনরি কিসিঞ্জারকে মনোনয়ন দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে তারা।

জানা গেছে, কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টা 'শান্তি আনতে পারবে না' এরকম আশঙ্কা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকার পরও পুরস্কারের জন্য তাকে বাছাই করা করা হয়। শুধু তাই নয়, লে ডাক থো সম্পর্কে বিশদ কিছু জানতেন না তার নাম প্রস্তাবকারীরা। প্যারিস চুক্তির জন্য শুধু কিসিঞ্জারকে পুরস্কার দেওয়াটা যথার্থ মনে হয় না- এই চিন্তা করেই তারা থো-র নামও জুড়ে দেন। প্যারিস চুক্তিতে হ্যানয়ের (তৎকালীন

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

মহাসাগরে উষ্ণতা বৃদ্ধির রেকর্ড

পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর উষ্ণতা বৃদ্ধির হার গত বছর রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে জানিয়েছে পরিবেশবিষয়ক একটি মার্কিন সাময়িকী। 'অ্যাডভান্সেস ইন অ্যাটমোস্ফেরিক সায়েন্সেস' নামের এই সাময়িকীতে গত বুধবার প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান সিএনএন বৃহস্পতিবার জানায়, বায়ুমণ্ডলে তাপের চাপ এবং ক্ষতিকর গ্যাস আটকে পড়ার কারণে মহাসাগরগুলোর উষ্ণতা ২০২২ সালে টানা চতুর্থ বছরের মতো রেকর্ড মাত্রায় বেড়েছিল।

বিশ্বব্যাপী ১৬টি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক দলের সমীক্ষায় দেখা যায়, এ যাবৎকালে সমুদ্রের জন্য পাঁচটি উষ্ণতম বছর গত ছয় বছরে দেখা গেছে। যে গতিতে মহাসাগরগুলো উষ্ণ হচ্ছে, তা ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার মিটার (৬ হাজার ৫৬০ ফুট) গভীরের তাপমাত্রাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

গবেষক দলটির

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে

Fly to Dhaka

SUMMER SALE

الكويتية
KUWAIT
AIRWAYS

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস- এ
সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং চলছে

LOWEST FARE | IATA APPROVED | 16+ YEARS EXPERIENCE

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়-

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস
Web: www.digitaltraveltour.com
Call now: (718) 721 2012, (917)4597181
Office: 25-78 31st Street New York, NY 11102

BOOK TICKETS
718-721-2012

কুলসুম আক্তার সুমী'র কবিতা

কবিতার খোঁজে

হঠাৎ লুকালে কোথায়, কোন অনন্তে?
চেনাজানা পথে প্রান্তরে কত খুঁজে মরছিড়
গাছে গাছে, লতায় পাতায় বিচিত্র রঙের সমারোহ,
সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছে মনের কোণে।

সুনীল আকাশ আমায় ছন্নছাড়া করতে চায়,
প্রভাতের সোনার আভা নিশিথের ক্লান্তি হরায়।
তরুন কিরণে ভালোবাসা খুঁজি নির্দয় পাথারে,
কনে দেখা আলোর গোধুলি বরাবরের নিরব প্রেম!

এই সব আলো, ফুল, গাছও পাতাদের কোলাহলড়
শুধু তুমি নেই আমার কাছে, কোথায় তুমি?
উচ্ছ্বসিত হাসির দমক, নবারুণে অবগাহন, আলোকচ্ছটাড়
ভালো লাগছে না তোমারড়কি চাও তুমি? নির্জনতা!?

তবে তাই হোক,
আঁধার নামুক ধরণীর পাঁজর জুড়েড়
আমি পোয়াতি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবো অযুত কাল!
তুমি আসবে তো?
থরো থরো প্রথম পরশের বিহ্বলতায় বরণ করে নেবো।
আসবে তো?

পেলিসাইড এভিনিউর একাকী সন্ধ্যা

আজকের সন্ধ্যেটা ঘোরলাগা
নিয়নের বাতিগুলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,
প্রাণগুলো ম্রিয়মান।
এ পাড়ায় গাছেদের হাহাকার শুরু হয়ে গেছেড়
শীতের আগমনে ঝরার খেলা!
কতক ঝরেছে কতক অপেক্ষায়ড়
আর ক'দিনেই ন্যাড়া মাথার বুড়ো হয়ে যাবে সব।

বাচ্চাকে তায়কোয়ান্দো ক্লাসে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম,
হাঁটছি ইতস্তত!
পাশ দিয়ে ফায়ার ট্রাক চলে গেলো শা শা করেড়
কোথাও আগুন লেগেছে, জ্বলছো দাউদাউ
পুড়ছে হয়তো কারো গোছানো স্বপ্ন!
পুলিশ স্টশনের দিকে তাকিয়ে
নিশুদের সংসার ভাঙ্গনের দিনগুলো দেখলাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখি আজকের সারাটা দিন,
পথে পথে কত রঙ ছড়িয়ে আছে,
তার থেকে কিছুটা মনে, চোখে, হাতে মাখিড়
মর্মে ছড়ানোর প্রার্থনা করি।
সন্ধ্যেটা গাঢ় হয়ে উঠে,
ফিরার পথ ধরি;
ক্লাস শেষ হলো বলেড়
কেউ চেয়ে থাকে বিবস বদনে।

বিবর্ণ আঁধার আমার

এভাবেই আমার দেরি হয়ে যায়,
এভাবেই আমার পুস্পিত প্রহরগুলো শেষ হয়ে য়ায়,
এভাবেই আমার মধুরেণু সময়গুলো ফুরিয়ে যায়,
এভাবেই আমার স্বপ্নিল রাতগুলো ভোর হয়ে যায়,
তোমাকে ছোঁয়া হয় না কিছুতেই!
অতলান্তিক তোমার দু'চোখ ভেবে ভেবেড়
জলে নামা হয় না আমার!
বীজতলা শূন্য পড়ে থাকেড়
অস্পর্শিল, অধরা তোমায় স্পর্শ করার অমোঘ আকাঙ্খারা
গহীনে গুমড়ে মরে।
আমি বিবর্ণ আঁধার কাটাই নিস্ফলা আর্তনাদে।
ইথারের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে তার বুদ্বুদড়
তোমার এন্টেনায় কি ধরা পড়ে না একটুও
সেই বিপন্ন হাহাকার!?

পুরুষের মনস্তত্ত্ব

তুমি সমর্পিত হতে চাও,
ভক্তিরসে ভেসে পূত হতে চাও,
ডুবে যেতে চাও গহীনেড়
সেখানেও তোমার প্রভাব, প্রাধান্য এবং

তুমি জোৎস্নার সাথে তুলনা করো আমার,
হাত ধরে নিতে চাও সোনাদীঘির ঘাটে,
চাঁদ দেখতে চাও চাঁদ পাশে রেখে
জানতে চাও না আমি কী চাই!
কী, কখন ভালো লাগে আমারড়
জল-জোয়ারের গল্প, জোছনার জলকেলি, নাকি নির্জনতার ঘ্রাণ?

আমায় তুমি জল বলো, নদী বলো,
ফুল-পাখি, পাহাড় চূড়ার আবাহন বলো।
কঠিন-তরল-বায়বীয় হাজারো বিশেষণের অলংকারে আবৃত করো,
মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত।
শুধু সমতার প্রশ্নেই ধনুকের মতো বেঁকে উঠে তোমার উদার মন!

আমাকে দেবী এবং দাসী
দু'টোই করো তুমি,
তোমার ইচ্ছায়, স্বার্থে, খেয়ালে এবং প্রয়োজনে।
পুরুষের মনস্তত্ত্ব

তুমি সমর্পিত হতে চাও,
ভক্তিরসে ভেসে পূত হতে চাও,
ডুবে যেতে চাও গহীনেড়
সেখানেও তোমার প্রভাব, প্রাধান্য এবং

তুমি জোৎস্নার সাথে তুলনা করো আমার,
হাত ধরে নিতে চাও সোনাদীঘির ঘাটে,
চাঁদ দেখতে চাও চাঁদ পাশে রেখে
জানতে চাও না আমি কী চাই!
কী, কখন ভালো লাগে আমারড়
জল-জোয়ারের গল্প, জোছনার জলকেলি, নাকি নির্জনতার ঘ্রাণ?

আমায় তুমি জল বলো, নদী বলো,
ফুল-পাখি, পাহাড় চূড়ার আবাহন বলো।
কঠিন-তরল-বায়বীয় হাজারো বিশেষণের অলংকারে আবৃত করো,
মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত।
শুধু সমতার প্রশ্নেই ধনুকের মতো বেঁকে উঠে তোমার উদার মন!

আমাকে দেবী এবং দাসী
দু'টোই করো তুমি,
তোমার ইচ্ছায়, স্বার্থে, খেয়ালে এবং প্রয়োজনে।

অলঙ্ঘনীয় অভিমান

যখন সময় হলো জানার
দূরত্ব ঘনালো আমাদের চতুর্পাশে।
আমরা ভিন্ন গ্রহে ছিটকে যেতে যেতে
হারিয়ে গেলাম নিঃশব্দে,
আমাদের আর কথা হবে না কোনোদিন!

আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো
এক অলঙ্ঘনীয় দেয়াল।
ফুরিয়ে গেলো বেলা- অবেলার খুনসুটি,
বাগ্বিতন্ডা, ঝগড়া-বাগড়া।
আমরা এক নিমেষে চিরঅচেনা হয়ে গেলাম।

দহন ভেতরে বাইরে

ওদের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে,
ওদের গায়ে আগুন লেগে গেছে,
জ্বলছে-পুড়ছে-ফুটছে আপাদমস্তক,
ওরা পাগল হয়ে গেছে।

এমন লেলিহান শিখা দেখেছে কি কেউ?
এমন গতরের দহন কি হয়েছে কারো?
এমন আগুন বুকে হাসিমুখ কোথায় কে পেয়েছে কবে?

ওদের পাঁজরের হাড়ে আগুন লেগেছে,
ওদের চামড়ার লোমে আগুন লেগেছে,
ওদের মনের অতলে আগুন লেগেছে,
ওদের গায়ের চাতালে আগুন লেগেছে।

ওরা পাগল হয়ে গেছে,
গাছগুলো পাগল হয়ে গেছে।
ওদের জ্বলে-পুড়ে মরা দেখে আমি উল্লাস করি,
বুঝতে পারো আমার নিষ্ঠুরতা!?

KT KHAN'S TUTORIAL

2 FREE WEEKS OF IN-PERSON CLASSES!*

SHSAT & SAT Students get:

2 FREE Group Classes, & 1 FREE Diagnostic Exam

Grades 3-6 State Exam Students get:

2 FREE ELA Classes & 2 FREE Math Classes

*This promotion can be claimed at any of our locations and must be completed in **2 CONSECUTIVE WEEKS (Offer Expires Sunday, January 15th).**

EXTRA $150 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights
74th St. & 37th Ave

Jamaica
178th St. & Hillside Ave.

Ozone Park
86th St. & 101 Ave.

NYC - Flatiron
23rd St. & 5th Ave.

4,450+
SHSAT Students Accepted

1,400+
4/4s on State Exams

THOUSANDS
1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন, অর্জনও কম নয় কিন্তু...

মোফাজ্জল করিম

ক্ষমতাসীন জোটের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। এই প্রত্যয়টির বাংলা করলে সাদামাটা অর্থ দাঁড়ায় 'চৌকস বাংলাদেশ'। সব দিক থেকে চৌকস, সব বিষয়ে পারদর্শী বাংলাদেশ। বড় কথা হচ্ছে, 'স্মার্ট' শব্দটি আমাদের গ্রামাঞ্চলে কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও তেমন প্রচলিত নয়। অন্য কোনোভাবে অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বা অন্য শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নামকরণ হয়তো করা যেত। 'স্মার্ট' বলতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছে তা অধিকাংশ মানুষের কাছে দ্ব্যর্থক, একাধিক অর্থবিশিষ্ট এবং দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। দিনশেষে তো সাধারণ মানুষই তা বাস্তবায়ন করবে।

কয়েক বছর আগে যখন এই আওয়ামী লীগ সরকারই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলল তখন ডিজিটাল শব্দটিও সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ছিল। কিন্তু ডিজিটাল শব্দটি যেভাবে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়েছে 'স্মার্ট' সেভাবে প্রচলিত নয়। ডিজিটাল শব্দটি যে নতুন ধারণা দিয়েছিল এবং তা সর্বস্তরের মানুষ, অর্থাৎ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সবার কাছে পৌঁছানো হয়েছে। ওই সময়ে মানুষ শব্দটিকে নতুন ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেজন্য এ শব্দটি নিয়ে কোনো ধরনের দুর্বোধ্যতা বা দ্ব্যর্থকতার সুযোগ ছিল কম। সবাই শব্দটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে এবং খুব দ্রুত এটি সবার মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায়। এর পেছনে অবশ্য একটি বড় কারণ ডিজিটাল শব্দটির সঙ্গে মোবাইলফোন ও এ রকম আরও কিছু বিষয় জড়িত ছিল। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি যেহেতু জড়িত ছিল তাই এমন হয়েছে। হয়তো স্মার্ট শব্দটিও একসময় পরিচিত হয়ে যাবে। দেখার বিষয় সরকার বা ক্ষমতাসীন দল এটিকে নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যায়। তবে আমি মনে করি শব্দবন্ধে আবদ্ধ না থেকে যেটা লক্ষ্য সেটাই বলা উচিত।

লক্ষ্যটা কী? লক্ষ্য হচ্ছে একটি উন্নত বাংলাদেশ। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ। সকলের সম-অধিকারের ক্ষেত্রে সমুন্নত একটি বাংলাদেশ। এমন উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন লালন করেই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশ্ব ইতিহাসের একটি অনন্য অধ্যায় রচনায় জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে সফল হয়। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হবেড়এমন প্রত্যয় বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক ঐক্য। স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যতম বিষয় সবার অধিকারের সমতল ভূমি নিশ্চিত করা। কিন্তু আমরা তেমনটি করতে পারিনি। পারিনি তার কারণ হচ্ছে, সবসময়ই একটা লক্ষ থাকে যে আইন-কানুন কিংবা আর যাই করা হোক না কেন, আমার জন্য অন্যরকম ব্যাপার থাকবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, সব রাজনৈতিক সরকারের শাসনামলেই কমবেশি এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যদি বলা হয়ে থাকে সবার জন্য অধিকারের সমতল ভূমি চাই, তারপরও সুপ্ত ইচ্ছে থাকে আমি যেন আমারটার ক্ষেত্রে সামান্য একটু বেশি হলেও পাই। তাতে সবার সমতল অধিকার নিশ্চিত হয় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

নির্বাচনী ব্যবস্থায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখন খুব উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, সেটা হচ্ছে না বা হয় না। যারা অর্থবিত্ত এবং রাজনৈতিক অবস্থানে অগ্রগামী, তারা অনগ্রসর শ্রেণিকে সহজেই দূরে ঠেলে রাখতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক সহায়তা, রাষ্ট্রীয় সহায়তা অমোঘ হয়ে ওঠে; আইন নিয়ামক হয় না। এজন্য মনে করি, চেষ্টা করতে হবে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা। বিকশিত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বৈষম্যের নিরসন। গণতন্ত্রকে গত একান্ন বছরে আমরা বেশিদূর সামনে নিতে

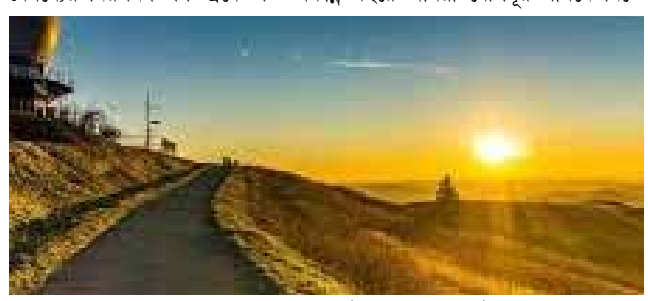

পারিনি। সবক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রতিষ্ঠাও করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। উন্নয়ন আমাদের ঊর্ধ্বমুখী, অর্থাৎ আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু গণতন্ত্র, সাম্য, সম-অধিকারড়এসব বিষয়ে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই নয় বরং পিছিয়ে পড়ছি। গণতন্ত্র যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পায় তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য রয়েছে তা আমরা ধরে রাখতে পারব না। সরকার কিংবা বিরোধী দলের নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়গুলো যে অজানা তা নয়, কিন্তু এমন বিষয়ে সবারই কমবেশি সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে।

সার্বিকভাবে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে তা অসত্য নয়। গণমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা যে অবস্থায় ছিলাম তার থেকে আমরা এখন অনেক সামনের দিকে। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎটাকে কিছুতেই আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না। আমাদের রাজনীতির ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বলই বলতে হয়। জরুরি কথা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয় তাহলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় যে অবিচল আস্থা সেগুলো না থাকলে শ্রেণিতে শ্রেণিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন্দল-কোলাহল বাড়বে এবং ক্রমাগত তা আরও বাড়তেই থাকবে। তাতে যা হবে, হয়তো অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা এগিয়ে যাব অথবা সামাজিক সূচকগুলোর দিক থেকে ভালো অবস্থায় চলে যাব কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা শতধাবিভক্ত হয়ে থাকব। দেশ-জাতির জন্য এমনটি কিছুতেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা।

বিভাজিত রাষ্ট্র কখনও আপদের সময় এই যেমন যুদ্ধবিগ্রহের সময় অথবা অন্য যেকোনো প্রতিকূল সময়ে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারবে না। অনৈক্যের কারণে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে জাতির অস্তিত্ব বিবর্ণ হয়ে পড়তে পারে এবং সুযোগসন্ধানীদের প্রভাব বেড়ে যাবে একইসঙ্গে তারা জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে। সেজন্য মনে করি, সবকিছুর মধ্যে যে ঐক্য মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রধান শক্তি ছিল সেটা দরকার। মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল বলেই আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিভক্ত রাজনৈতিক অবস্থার দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা অস্বীকারের জো নেই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা-জবাবদিহি এবং পরমতসহিষ্ণু না হয়ে আমাদের রাজনীতিকরা যে স্বপ্ন দেখছেন তাতে কি দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে? অদম্য বাংলাদেশের যাত্রাপথে আমি যা বলব তা-ই শেষ কথা এবং সবকিছুতে এই তালগাছ আমার নীতি অনুসরণ করার চিন্তা রাজনীতিকদের পরিত্যাগ করতে হবে। এই নীতিতে অটল হয়ে থাকলে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি হলেও তা স্থায়ী হবে না। আমরা মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার যেন ভুলে না যাই। মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও চেতনাই আলোর পথ ধরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সব থেকে বেশি ঘৃণা করি সাম্প্রদায়িকতাকে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কিছু বিচার করাকে। দেশ ও জাতির কল্যাণে যারা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বা করছেন, তাদের সঙ্গে আছি। সবসময় চেয়েছি এবং এখনও মনেপ্রাণে চাই, বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে অসাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী রূপ পাক। আমাদের এত অর্জন বিফলে যাবে যদি আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বিচারহীনতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হই। দেশের উন্নয়নকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন একাত্তরের সেই ইস্পাতকঠিন ঐক্য। গত ৭৫ বছরে আমরা এই উপমহাদেশকে দুবার স্বাধীন হতে দেখেছি। আমরা বলতে আমি আমার মতো সিনিয়র সিটিজেনদের কথা বলছি, যাদের বয়স ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার সময় ১০ বা তার কাছাকাছি ছিল। আমাদের স্বপ্ন দিগন্ত বিস্তৃত। অর্জনও কম নয়। কিন্তু এও সত্য, অনার্জিতও রয়ে গেছে অনেক কিছু। এর সঙ্গে যেন অর্জনের বিসর্জন আর না হয়। আমরা এখন তাকিয়ে আছি কাঙ্ক্ষিত সেই উন্নত বাংলাদেশের দিকে। মোফাজ্জল করিম সচিব ও কবি। প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

দেশের নির্বাচন বিদেশিদের নাচন

চিররঞ্জন সরকার

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ২০২৩ সালের ডিসেম্বর অথবা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু দেশে এখনোই নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কূটনৈতিকপাড়ায় তৎপরতা বেশি। এবার রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়েও ঢাকায় কর্মরত বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যুতে তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এর আগে তারা মন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, নির্বাচন কমিশনের কর্তাসহ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ এবং নির্বাচন ইস্যুতে ধারাবাহিক সংলাপ করছেন। এখন তারা গোপন তৎপরতা চালাচ্ছেন। বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতায় ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ না করায় নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিদেশিদের সহায়তা চাওয়ার সংস্কৃতি চালু হয়েছে। যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা বিদেশিদের তৎপরতার বিরোধিতা করেন; আর যারা ক্ষমতার বাইরে থাকেন তারা বিদেশিদের সহায়তায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। এটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের দৌড়ঝাঁপ মোটেও স্বস্তির কোনো ব্যাপার নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতটা নাজুক ও আস্থাহীন। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল। তখন আওয়ামী লীগ বিদেশিদের কাছে ধরনা দিয়েছে এবং চিঠি দিয়ে নির্বাচনে বিদেশিদের প্রভাব কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। এটা এখন অনেকটাই ক্রনিক ব্যাধি হয়ে গেছে।

এখন বিএনপি বিদেশিদের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিচ্ছে।

বাংলাদেশের নিরপেক্ষ নির্বাচন ইস্যুতে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রথম বিদেশিদের তৎপরতা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষক রাজনৈতিক সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে ছুটে যান। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক বিরোধ মেটাতে ঢাকায় আসেন কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার নিনিয়ান স্টিফেন। তিনি ৩০ দিন বিবদমান দুপক্ষের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

২০০৫ সালে নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে রাজনৈতিক বিরোধ ভয়াবহ রূপ নেয়। বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বিদেশি দূতাবাসগুলোতে সিরিজ বৈঠক করেন। জনমত উপেক্ষা করে বিএনপি এককভাবে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের চেষ্টা করে। সে সময় রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, ভারতের হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস, পরবর্তী সময়ে প্যাট্রিসিয়া এ বিউটিনিসসহ অসংখ্য বিদেশি কূটনীতিককে দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যায়। সে সময় ঢাকায় কূটনৈতিক কোরের ডিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত শাহতা জারাব তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধ মেটানোর অন্যতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। যে কোনো রাজনৈতিক বিরোধ হলেই সবাই ছুটে যেতেন শাহতা জারাবের কাছে।

২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বিরোধ মেটাতে ঢাকায় আসেন জাতিসংঘের রাজনীতিবিষয়ক সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো। তিনি 'অংশগ্রহণমূলক ও সহিংসতামুক্ত' নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে তার আলোচনায় ব্যর্থ হলে তিনি ফিরে যান। আসলে নির্বাচনকে সামনে রেখে কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপ কোনো ফল বয়ে আনে না। তারপরও আমাদের দেশে বিরোধী অবস্থানে থাকা রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের 'পীর' মানেন। দেশের রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ করে দেন। এটা আমাদের জন্য যেমন লজ্জার, কূটনীতিকদের জন্যও অগৌরবের। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় বিখ্যাত চিন্তাবিদ কৌটিল্য কূটনৈতিক আচার-আচরণ নিয়ে যা লিখেছিলেন, আজও তা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। কৌটিল্যের বিধানমতে, কোনো দেশের রাজপ্রতিনিধি অন্য দেশের খবরাখবর নিজের দেশে পাঠাতে পারেন। প্রয়োজনে গোয়েন্দাগিরিও চালাতে পারেন।

কিন্তু সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে পারেন না। অন্য দেশের সঙ্গে নিজের দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকাই রাষ্ট্রদূতের বড় দায়িত্ব। কৌটিল্যের সেই বাণীর প্রতিফলন ছিল ১৬৪৮ সালের 'ওয়েস্ট ফেলিয়া' সন্ধিতেও। যার কথা সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তার একাধিক বইয়ে প্রশংসাসূচকভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা। সেই পথেই ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, কূটনীতিকরা অন্য দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং সে দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। কনভেনশনের ৯ অনুচ্ছেদে চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে যে কোনো বিদেশি কূটনীতিককে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণার অধিকার দিয়েছে।

আমেরিকা নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের নাক গলানো কখনো সহ্য করেনি। আর তাই ভিয়েনা কনভেনশনের বহু যুগ আগে, ১৮৮৮ সালে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড সেকভিলকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছিল আমেরিকা। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার লর্ড সেকভিলকে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকেই অপসারিত করতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তী সময়েও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের দায়ে আমেরিকা বহু বিদেশি কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। ২০২১ সালে নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে ১০ জন রাশিয়ান কূটনীতিককে বহিষ্কার *বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়* করেছিল মার্কিন প্রশাসন।

এ বহিষ্কারের তালিকা বেশ লম্বা। গোটা দুনিয়াকেই এ শক্তি দিয়েছে ভিয়েনা কনভেনশন। অথচ, বাংলাদেশে নির্বাচনের মেঘ ঘনালেই আমেরিকা, জাপান, পশ্চিমের দেশগুলো সক্রিয়তা বাড়াতে থাকে! নড়ে বসে চীন, রাশিয়াও। শুধু নির্বাচন তো নয়, বাংলাদেশে যে কোনো রাজনৈতিক সংকট এলেই তৎপর হতে দেখা যায় এখানকার বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের। মুক্তিযুদ্ধ থেকে যার শুরু। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে একাধিক সামরিক শাসন, ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন, এমনকি ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর প্রতিটি রাজনৈতিক উত্থান-পতনে, কমবেশি সব নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি শক্তির সক্রিয়তা প্রকাশ্যে এসেছে। আবার কোনো ক্ষেত্রে তা থেকে গেছে গোপনে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মার্কিন প্রভাব কিছুটা হলেও কমে গেছে। আমেরিকা তাদের সেই প্রভাব বাড়াতে চায়। কিন্তু এখানে শক্তিশালী অবস্থানে আছে আমেরিকার স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। রয়েছে ভারতও। সবার স্বার্থ একরকম নয়।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক এখন বহুমাত্রিক এবং অনেক গভীর। চীনের শত শত কোম্পানি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। শুধু পদ্মা সেতু নয়, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে অবকাঠামোগত যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে চীনের বিপুল সাহায্য রয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রেও তাই। তবে বাংলাদেশে চীনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবেদন দুর্বল। ভারত বা আমেরিকা সেই জায়গায় অনেক এগিয়ে। তাই বাংলাদেশকে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, তিন সীমান্তের প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গেও ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। তাহলে বাংলাদেশ কোন দিকে হাত বাড়াবে? এখানেই নেতৃত্ব নিতে চাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তার হাতে রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাতিসংঘ এবং নানা মিশনের প্রভাব-প্রতিপত্তি। আমেরিকা ও ইইউ দেশগুলো এখন বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বড় বাজার। বিশাল সংখ্যার প্রবাসী রয়েছেন এসব দেশে। যাদের আয়ে চলছে দেশে লাখ লাখ পরিবার।

সবসময়ই ছোট ইঁদুর শিকার করা বিড়ালের পক্ষে সহজ। আর এ শিকার বিড়াল তার নিজের প্রয়োজনেই করে। ফলে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে বিদেশি শক্তিগুলোর যে শিকার-ধরা অভিযান শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের মতো খুদে ইঁদুর সেখানে কী করে সেটাই দেখার ব্যাপার।

চিররঞ্জন সরকারকলামিস্ট ও উন্নয়নকর্মী। কালবেলা-র সৌজন্যে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

জরুরি প্রয়োজন সামাজিক মুক্তি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশে যে তরুণরা আজ পরস্পরকে খুন-জখম করছে, আসক্ত হচ্ছে নানাবিধ মাদকে, একসময়ে তারা যেমন মুক্তিযুদ্ধে ছিল, তেমনি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও ছিল। রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, কিন্তু জয়ের প্রমাণ তো দেখতে পাই না, দেখতে পাই মাতৃভাষা কেবলই কোণঠাসা হচ্ছে। শহীদ দিবসের প্রভাতফেরিকে আদর-আপ্যায়ন করে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মধ্যরাতে, সকালের সেই অরুণ আলো মলিন হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারের কাছে তার আত্মসমর্পণ ঘটেছে। পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য তৎপরতা যে সর্বগ্রাসী হতে চলেছে, এ হচ্ছে তারই একটি নিদর্শন। একুশ ছিল রাষ্ট্রবিরোধী এক অভ্যুত্থান, রাষ্ট্র তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার অছিলায় আটক করে ফেলেছে। ওদিকে উচ্চ আদালতে বাংলা নেই, ঠিকমতো নেই উচ্চশিক্ষাতেও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগে ভর্তি হতে হবে শুনলে শিক্ষার্থীদের মুখ শুকায়, অভিভাবকরা প্রমাদ গোনেন। স্মার্ট ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতে অস্বস্তিবোধ করে, শিক্ষিত বয়স্করাও বাংলা বলেন ইংরেজির সঙ্গে মিশিয়ে। প্রমাণ দেয় যে তারা পিছিয়ে নেই। এই অস্বাভাবিকতাই এখন নতুন স্বাভাবিকতা

একুশে ফেব্রুয়ারির পরিচয় কেন বাংলা ফাল্গুন মাসের তারিখ দিয়ে হবে না, এ নিয়ে বিজ্ঞ মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। ফাল্গুন তার উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছে, নীরবে। পহেলা ফাল্গুন এখন বেশ ভালোই সাড়া জাগায়। সঙ্গে থাকে ভালোবাসা দিবস। পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস, এই দুইয়ের কারও সঙ্গেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলনের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। উল্টো বিরোধ আছে। পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের ভেতর দিয়ে তরুণরা তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্দীপিত হয় না। তাদের আগ্রহটা মোটেই দেশপ্রেমিক নয়, একান্তই ব্যক্তিগত। ভালোবাসা খুঁজতে বের হয়ে তারা প্রাইভেট হয়ে যায়, পাবলিককে দূরে সরিয়ে দিয়ে। পেছনে তৎপরতা থাকে বাণিজ্যের। ফুল, পোশাক, উপহার, রঙ, এসবের কেনাবেচা বাড়ে। সমস্ত তৎপরতা নির্ভেজালরূপে পুঁজিবাদী এবং সে কারণে অবশ্যই একুশের চেতনার বিরোধী। আর একুশের চেতনারই তো বিকশিত রূপ হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও যে বাণিজ্যের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে, এমনও নয়।

তিন ধারার শিক্ষা সগৌরবে বহাল রয়েছে এবং আঘাত যা আসছে তা মূল যে ধারার, বাংলা ধারার ওপরেই বেশি। সেই ধারার পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষাব্যবস্থা, এসব নিয়ে অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং প্রায় কোনোটাই শিক্ষার্থীদের উপকারে আসছে না। মাধ্যমিক স্তরে ইংলিশ ভার্সন চালু হয়েছে, তাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ রয়েছে। নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা হয়তো খুশিই হবেন, ভাববেন তাদের সন্তানরা আর বঞ্চনার শিকার হবে না, তারাও ইংরেজিতে শিক্ষিত হবার অধিকার পাবে। করোনাকালে সব স্কুল বন্ধ হলেও কওমি মাদ্রাসা কিন্তু বন্ধ হয়নি। সেখানে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছিল। আগামীতে নিম্নধ্যবিত্তের যে অংশটি গরিব হয়ে যাবে, তাদের ছেলেমেয়েরা কওমি মাদ্রাসার দিকেই ঝুঁকবে। তাতে দেশের ভালো হবে এমন আশা দুরাশা।

প্রসঙ্গত বলা যায় শিক্ষক নির্যাতনের বিষয়ে। শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা কম ঘটেনি। আলাদা স্থানে ও সময়ে শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও তা বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সংলগ্নতা আছে। আমরা যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছি, এসব ঘটনা তারই লক্ষণ। শিক্ষার প্রতি আগে মানুষের আগ্রহ ছিল। সেই সূত্রে শিক্ষকদের সম্মান করা হতো। এখন তা কমে গেছে। কেননা, এখন টাকা আর রাজনৈতিক জোরেই অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। যে কারণে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। এর সমান্তরালে শিক্ষকদের প্রতিও আগ্রহ কমছে। শিক্ষকদের প্রতি এ ধরনের আচরণ আগে ছিল অকল্পনীয়। শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের এই যে ঘটনা, তা সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধচর্চার সংকট থেকে উদ্ভূত।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি চর্চার ঘাটতি দীর্ঘ। মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা আছে। দুর্বৃত্তদের আধিক্য সমাজে বাড়ছে, শিক্ষক নির্যাতনের এই সামাজিক সমস্যা এসেছে সেখান থেকেই। যে উন্নয়নের কথা আমরা শুনছি তা হচ্ছে মুনাফার, জ্ঞানের উৎকর্ষ নয়। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন কিছু নয়। সবার আগে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উৎসাহিত করতে হবে। স্বাধীনতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মুক্তি এসেছে। কিন্তু আমাদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন সামাজিক মুক্তি। রাষ্ট্রীয় মুক্তি আর সামাজিক মুক্তি এক নয়। অনেক কিছুই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মতো হয়ে গেছে, যা মানুষরে জন্য কল্যাণকর নয়, সেটার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যেতে পারে। এমন সমাজ কাম্য নয়, যেখানে বলবানরা শক্তিহীনের ওপর নির্যাতন করবে। যারা শিক্ষক নির্যাতন করছে, তারা বিদ্যমান ব্যবস্থায় নিজেদের শক্তিশালী মনে করছে। তারা তাদের ক্ষমতা শিক্ষকের ওপর প্রয়োগ করছে। যেভাবে সবল দুর্বলের ওপর লাঞ্ছনা করে। সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে সমাজে এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে।

পৃথিবী যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। দুর্ঘটনাও নয়। অনিবার্যভাবেই তা ঘটে চলেছে। সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিতদের ভেতর বিভাজনটা অতিপুরাতন। একালে বিভাজনটা সর্বগ্রাসী ও সর্বত্রবিস্তারী হয়েছে, এই যা। ভাগটা ওপরের ও নিচের। ওপরে রয়েছে সুবিধাভোগী অল্প কিছু মানুষ, নিচে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ, যারা শ্রম দেয় এবং যাদের শ্রমের ফল অপহরণ করেই ওপরের মানুষগুলো তরতাজা হয়। লেখক জনাথন সুইফট তার গালিভার্স ট্রাভেলস বইতে আজব কয়েকটি দেশের কল্পকাহিনি লিখেছিলেন। দেশগুলোর একটিতে শাসকরা থাকে উড়ন্ত এক দ্বীপে, নিচে বিস্তীর্ণ এক মহাদেশ, সেখানে বসবাস প্রজাদের। প্রজারা মেহনত করে, তাদের উৎপাদিত খাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয় উড়ন্ত দ্বীপে; সুযোগসুবিধাভোগী রাজা, তার মন্ত্রী ও পারিষদদের ভোগের জন্য। প্রজাদের বিস্তর অভিযোগ আছে। সেগুলো শোনার ব্যবস্থাও রয়েছে। উড়ন্ত দ্বীপটি যখন যেখানে যায়, সেখানকার মানুষদের সুবিধার জন্য ওপর থেকে সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রজারা তাতে ইচ্ছা করলে মনের সুখে নিজেদের অভিযোগগুলো কাগজে লিখে সুতোতে বেঁধে দিতে পারে। কিন্তু সেই কাগজ কেউ কখনো পড়ে বলে জানা যায়নি। তবে প্রজারা যদি ভুল করে কোথাও বিদ্রোহ করে বসে তবে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা সে রাজত্বে রয়েছে। উড়ন্ত দ্বীপটি বিদ্রোহীদের এলাকায় ওপরে এসে উপস্থিত হয়; ফলে সূর্যের কিরণ ও বৃষ্টিপাত, দুটো থেকেই নিচের বিদ্রোহীরা বঞ্চিত হয়ে অচিরেই নাকে খত দেয়। বিদ্রোহ দমনের আরেকটি পদ্ধতি উড়ন্ত দ্বীপ থেকে বড় বড় পাথর নিচের মানুষদের লক্ষ করে নিক্ষেপ করা। নিচের মানুষদের ওপর ওপরওয়ালাদের এই শাসন-শোষণের ছবিটি আঁকা হয়েছিল বেশ আগে, ১৭২৬ সালে। এর প্রায় ২০০ বছর পরে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাটক লিখেছিলেন মুক্তধারা নামে। সেটাও ওই ওপর-নিচ সম্পর্ক নিয়েই। ওপরে থাকেন উত্তরকূটের রাজা-মাহারাজারা, নিচে বসবাস শিবতরাইয়ের প্রজাদের। প্রজারা নিয়মিত খাজনা দেয়। তবে পরপর দু'বছর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় খাজনা ঠিকমতো শোধ করতে পারেনি। শাস্তি হিসেবে ওপর থেকে নিচে বহমান, উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর পানি আটকে দেওয়া হয়েছে। নদীর ওপরে মস্ত এক বাঁধ কিছুকাল আগেই তৈরি করা হচ্ছিল, এখন তাকে কাজে লাগানো হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, নদীর পানি যে মনুষ্যই নিপীড়নের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেটা আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তবে এটা ভাবা নিশ্চয় তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি যে ওপরওয়ালাদের হস্তক্ষেপে তাঁর প্রাণপ্রিয় পদ্মা নদীটি তাঁর দেখা 'ছোট নদী'টিতে নিয়মিত পরিণত হতে থাকবে। কিন্তু উপায় কি? যেমন চলছে তেমনভাবে তো চলতে পারে না। ওপরের সুবিধাপ্রাপ্তদের সঙ্গে নিচের বঞ্চিতদের অপরিহার্য ও অনিবার্য দ্বন্দ্বের মীমাংসাটা কীভাবে ঘটবে? আপসে? আপসের সম্ভাবনা তো কল্পনা করাও অসম্ভব। হ্যাঁ, মীমাংসা হবে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই। ওপরওয়ালারা যদি জিতে যায় অবস্থাটা তাহলে অকল্পনীয় রূপেই ভয়াবহ দাঁড়াবে। হাজার হাজার বছরের সাধনায় মানুষ যে অত্যাশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার বিলুপ্তি তো ঘটবেই, মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে কি না, সেটাই হয়ে পড়বে প্রাথমিক প্রশ্ন। ভাঙতে হবে তাই ওপর-নিচের ব্যবধান। ওপর শুধু সুখ ভোগ করবে, আর নিচ পোহাবে দুর্ভোগ সেটা চলবে না। ভাঙার এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটা ওপরের সুবিধাভোগীরা করবে না, এটা করতে হবে নিচের মানুষদেরকেই। বিরোধটা মোটেই সামান্য নয়; অতিপুরাতন, চলমান ও ক্রমবর্ধমান একটি দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে বঞ্চিত মানুষের জেতার সম্ভাবনা না দেখা দিলে অচিরেই ঘোর অরাজকতা দেখা দেবে। সেটা সামলাবে এমন সাধ্য কারোরই থাকবে না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শিক্ষাবিদ ও সমাজবিশ্লেষক। প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

'মেইড ইন বাংলাদেশে'র নেপথ্যজনেরা

তাসলিমা আখতার

'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেধা ও মননের বুননে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই বিশ্বে বাংলাদেশের নামে। মেইড ইন বাংলাদেশ। মেইড ইন বাংলাদেশ।'

এটা 'মেইড ইন বাংলাদেশ উইক ২০২২' এর গানের অংশ। এভাবেই কথা ও সুরে রপ্তানির শীর্ষখাত এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের উদ্যোক্তা প্রতিনিধি বিজিএমইএ ২০২২ সালের শেষভাগে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' সপ্তাহে ব্যবসায়িক উন্নতির জয়গান তুলে ধরে।

রায় ১৬০টি দেশের ৫৫০ জন ক্রেতা প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন এই আয়োজনে। এই আয়োজন ঘিরেই এই বিশেষ প্রচারণা গান।

গানটির দৃশ্যায়নে শিল্পী ছাড়াও হাজারো শ্রমিক অংশ নেয়। গানে গানে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পরিচিতি, সমৃদ্ধি, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টার কথা শুনতে ও ভাবতে নাগরিক হিসেবে যে কারোরই ভালো লাগবে।

গানটিতে ব্যবসার কৌশল হিসেবে এ খাতের সামর্থ্য তুলে ধরা ও ব্র্যান্ডিংয়ে পণ্যের গুণগানের সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও ভালোবাসার মতো যুক্ততার সামাজিক উপাদানের বীজ বোনার সুনিপুণ চেষ্টা দেখা যায়। পণ্যের গুণগানের সঙ্গে মূল্যবোধও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়িক কৌশল হিসেবে এমন গীতিকার বাছাই এবং এ খাতের এমন উপস্থাপন নিশ্চয়ই বিজিএমইএর নেতৃত্বের পরিপক্বতারই পরিচয়।

কিন্তু, ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিণত রূপ নেওয়া এই খাতের পেছনের অন্যতম কারিগর পোশাক শ্রমিকরা বাস্তবে কেমন আছে? চলমান ও সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির কী প্রভাব তাদের জীবনে? রপ্তানি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের আয় কতটা বেড়েছে? সেসব চিত্র এ আয়োজনে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় না। ব্যবসায়িক উন্নতির মেগা ইভেন্টে শ্রমিকের জীবনমানের 'উন্নতি'র ভাবনা কার্পেটের নিচেই থাকে।

'আপন মহিমায় ছড়িয়েছি লাবণ্য, পোশাক শিল্পে আজ আমরাই অনন্য' মেগা আয়োজন প্রচারণা গানে এমনি কথাও বেজে উঠে। যেন শ্রমিকরাও সুখের বন্যায় ভাসছে। এটা সত্য যে, গানের কথা মতো তারুণ্যের সব লাবণ্য মেশিনের চাকায় চাকায় নিরলস ছড়ায় ৪০ লাখ তরুণ শ্রমিক। কিন্তু কাজ করতে করতে সেই লাবণ্য কতটুকু আবারও ফিরে পায় তারা? কত ক্যালোরি শক্তি নিজেদের জন্য প্রতিদিন পুনরায় উৎপাদন করতে পারেন? খাদ্যাভ্যাসে সুষম কিংবা প্রোটিন খাবার রাখার কতটা সামর্থ্য আছে?

শ্রমিক থেকে একজন সাবিনা যখন এশিয়ান উইমেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন, অভয়া উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তখন নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত হতে পারি। কিন্তু লাখো সাবিনা শিক্ষা থেকে ছিটকে পুষ্টিহীন-ছুটিহীন-বিরামহীন জীবনে 'সস্তা' শ্রমিক হিসেবে পরিচিত। গ্রাজুয়েট সাবিনা আর ৪০ লাখ পোশাক শ্রমিকের জীবন কি এক? লাখো শ্রমিকের ৮ হাজার টাকার মজুরিতে বাজার থেকে বর্তমানে কী কী কেনা সম্ভব? মালিকের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সব শ্রমিকের জীবনমান ও দক্ষতা বিকাশে কি মেগা পরিকল্পনা আছে বিজিএমইএর নেতৃত্বের? এই খাতের বিকাশকে কি কেবল মালিক-বায়ারের প্রাপ্তি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কারখানার দালান-কোঠার উন্নয়ন বা সবুজে ঘেরা কারখানার দেয়ালের মধ্যেই দেখার সুযোগ আছে? রপ্তানি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে তাকে কি পুরো খাতের উন্নয়ন বলা যায়?

আমরা জানি, এ খাতের উন্নয়ন পোশাক শ্রমিকদের জীবনমানের প্রশ্ন অত্যাবশ্যিক

ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। চাইলেও যা উপেক্ষার সুযোগ নেই। 'উন্নয়নে'র হিস্যায় শ্রমিককে ভাগীদার না করে কোনো সংজ্ঞা, বয়ান বা পরিকল্পনা রচিত হলে সেটা অসম্পূর্ণ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

তাই উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে এবং বিদায় নেওয়া ২০২২ সাল শ্রমিক ও মালিকের জন্য কেমন ছিল তা জানতে পাঠককে নিয়ে কল্পনার জগত থেকে বের হতে চাই। কোনো মনগড়া বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সুবিধার প্রচারণার ফানুসে নয়, হাঁটতে চাই বাস্তব জমিনে। ইতিহাসে ও মূলধারায় যাদের গল্প প্রায়শই চাপা পড়ে, নিজেদের প্রাণ পুষ্টি ও লাবণ্য বিসর্জন দিয়ে যারা বাংলাদেশের নাম দুনিয়ায় পরিচিত করেছে এবং এতো উন্নতি নিয়ে এসেছে, সেই তরুণ শ্রমিকের অবস্থা জানতে চাই। বছর শেষে কষতে চাই তাদের জীবনমান নিয়ে হিসাব-নিকাশ। উদ্যোক্তাদের সাফল্য কতদূর গড়িয়েছে সেটিও পরখ করতে চাই।

ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও নিঃসন্দেহে ২০২২ সাল উদ্যোক্তাদের জন্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য সময়। এই বছরে বাংলাদেশ ৫১ বছরে পার করেছে। সময়টা ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও সংকটে জর্জরিত। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এই বছর। সঙ্গে ছিল রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ। দেশে-বিদেশে সকলের জীবনে যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু শত সংকট পেরিয়ে পোশাক খাতের ব্যবসায়িক উন্নতির গল্পই বারবার ফাঁক-ফোকর দিয়ে কানে এসেছে বছর জুড়ে।

বছরটা ছিল পোশাক শ্রমিকের পূর্ববর্তী মজুরি ঘোষণার ৪ বছর পার হওয়ার কাল। যেখানে বাজারের বেহাল দশা এবং মালিকপক্ষের উন্নয়নে সঙ্গে তাল মেলাতে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। যখনই মজুরি বৃদ্ধি কিংবা শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি সামনে এসেছে, তখনই শুনেছি মালিকপক্ষের অভাব আর অভিযোগ। প্রতিবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যখন পোশাকখাতে আয় বৃদ্ধির কথা বলেছে, ততবার মালিকপক্ষ সেটা স্বীকার করেও পরক্ষণেই বলেছে, আত্মতুষ্টির কারণ নেই, সামনেই বিপদ, শঙ্কা-সংশয়, আগামীতে সুদিন নাও থাকতে পারেড় এমনি নানা বিপদ সংকেতের কথা।

বিপদ কখনোই ছিল না বা নেই, বিশ্ব অর্থনীতিতে তেমনটা নয়। কিন্তু এই খাত মালিকপক্ষের ৪০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা এবং সকল বিপদের ধকল শ্রমিকের কাঁধে রেখে মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট পরিপক্ব, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৩ সালে রানা প্লাজার কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডে ১ হাজার ১৭৫ জনেরও বেশি শ্রমিক প্রাণ হারান। সেই সময় মালিকপক্ষ যেভাবে নিজেদের দায়কে শিক্ষানবিশ বা অপরিণত পর্বের দোহাইয়ে পার করতে পেরেছে, ২০২২-২০২৩ এ সেই সুযোগ নেই।

গত ৯ বছরে ব্যবসায়িক সামর্থ্য কতটুকু বেড়েছে, সেটা ২০২২ সাল জুড়ে সরকারি তথ্য ও আন্তর্জাতিক নানা তথ্য থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বরাবরের মতো প্রত্যেক সময় তারা নিজেদের সামর্থ্য বাড়ালেও, শ্রমিকদের বিপদের মধ্যেই ফেলে রেখেছিল। ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনার ধাক্কায় আর সবাই স্ব-বেতনে ছুটি পেলেও শ্রমিক কাজে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বাড়তি প্রণোদনা কিংবা জরুরি তহবিলের সুযোগ পাওয়ার বদলে ৩ লাখ শ্রমিক কাজ হারান, ছাটাই ও লেঅফ হয়। প্রণোদনাতো দেওয়াই হয়নি, উল্টো শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধের প্রস্তাব দেয় মালিকপক্ষ।

করোনার ধাক্কা শেষে বাংলাদেশে কার্যাদেশ আসতে থাকে, পত্রিকা জুড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি সংকট, দেশে বন্যার প্রভাব ইত্যাদিতে আবারও নাজুক দশায় পড়ে শ্রমিক। অতীতেও দেখা গেছে, বিপদ মোকাবিলা করে বার বার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই খাতের উদ্যোক্তারা। সুদিন তাদের দোর গোঁড়ায় এসেছে ঠিকই। যদিও এই সুদিনের বাতাস শ্রমিক পর্যন্ত ঠিকমতো পৌঁছায়নি। ২০২২ সাল ছিল তাজরীনে আগুনে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অবস্থা কী?

মাহফুজ আনাম

আকর্ষণীয় দলীয় স্লোগান তৈরিতে আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবেড় যেখানে জনগণের, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মনোভাবের প্রতিফলন রয়েছে। এর মাধ্যমে দলটিকে একটি আধুনিক ধারার ভাবমূর্তি দেওয়ার পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে তাদের লক্ষ্য কী হবে, সে বিষয়টিও খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিগত দুটি নির্বাচনে দলটির স্লোগান ছিল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। কতটা কার্যকরভাবে সেটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে, প্রশ্ন সেটা নয়। স্লোগানটির কারণে দলটিকে আধুনিকমনা এবং সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে বলে মনে হয়। এ বিষয়ে তাদের যে রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল, সেটা তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আসন্ন ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের স্লোগান হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। যেটি অর্জনের সময়সীমা ২০৪১ সাল। আবারও ২ শব্দের খুব সুনির্বাচিত একটি স্লোগান, যার মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মকাণ্ডকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানেও খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বর্ণিত এবং আরোপিত বক্তব্য হলো, 'আমাদের সে সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখুন, যাতে আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারি।'

তাহলে কি আওয়ামী লীগ একটি 'স্মার্ট দল', যারা আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে দিতে পারবে?

২০২২ সালের ২৪ ডিসেম্বর ৭৩ বছর বয়সী দলটি তাদের ২২তম ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে আরও একবার; দশম বারের মতো তাদের ৭৫ বছর বয়সী শীর্ষ নেতাকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। ২০২৫ সালে যখন শেখ হাসিনার চলতি মেয়াদ শেষ হবে, তখন তিনি টানা ৪৫ বছর ধরে দেশের সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলটির নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরবের অধিকারী হবেন। ১৯৪৮ সালে যখন আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়, তখন শেখ হাসিনার বয়স ছিল ২ বছর। প্রশ্নাতীতভাবে তিনিই আওয়ামী লীগের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী, কর্তৃত্বপরায়ণ ও সফল নেতা। আমার সবশেষ লেখায় যেমনটা বলেছিলাম, এখন শেখ হাসিনাই আওয়ামী লীগ।

আজকের প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন সামনে আসে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন একটি রাজনৈতিক দল কতটুকু সফল? যেখানে কেউ কোনো পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, তা সেটা যত ছোট পদই হোক না কেন। এমনকি এ বিষয়ে তার ইচ্ছা প্রকাশ, সমর্থন চেয়ে প্রচার কিংবা কর্মীদের একত্রিত করতে পারে না। দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পুনর্নির্বাচিত করার আনুষ্ঠানিকতা শেষে কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে দলের নেতাকে কমিটির বাকি সদস্য নির্বাচনের দায়ভার দেয়। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি গত ডিসেম্বরে আরও একবার দেখা গেল।

শেখ হাসিনা গত ৪২ বছর ধরে দল এবং ১৪ বছর ধরে সরকার পরিচালনা করছেন (যদি আমরা ১৯৯৬-২০০১ সালের প্রথম মেয়াদসহ ধরি তাহলে ২০ বছর)।

আগামী নির্বাচনের আগে যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে সামনে আসবে তা হলো, আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতটা সফল।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে 'আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার' নামে একটি পরিচ্ছেদ ছিল, যেখানে ১৯টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্যনিরাপত্তা, সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার, মেগা প্রকল্পগুলোর দ্রুত ও মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষিখাতে যান্ত্রিকীকরণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য নির্মূল এবং প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্তদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বেশ কিছু মেগা-প্রজেক্ট সময়মতো বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর খরচ বৃদ্ধি ও সার্বিকভাবে ঋণের মাধ্যমে পাওয়া তহবিল পরিশোধের বোঝা ভবিষ্যতে আমাদের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং ভোগান্তির উৎস হতে পারে। জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা অনেক এগিয়েছি। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সময় ধরে ক্যাপাসিটি চার্জ এবং এলএনজিতে রূপান্তরের ব্যয়ের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষা করতে হবে। তার কারণ, ভবিষ্যতে এগুলো চালু রাখতে এবং এর জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ও লজ্জাজনক ব্যর্থতা হচ্ছে দুর্নীতি দমন করতে না পারা। দলটির ২০১৮ সালের ইশতেহারে ১ নম্বর 'বিশেষ অঙ্গীকার' হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে দুর্নীতি দমনে কোনো কার্যকরী উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। বরং এটি বর্তমানে 'নিউ নর্মাল' বা জীবনযাত্রায় পরিণত হয়েছে। দৈনন্দিন কার্যক্রমের সঙ্গে দুর্নীতিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দল এই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থ ছাড়া কোনো কাজ এগোয় না, কোনো কিছুরই বাস্তবায়ন হয় না।

ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় অঙ্গ সংগঠনগুলোর সুনাম ও তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিসহ যারা দলের উচ্চ পদগুলোতে আছেন, তাদের কথা নাইবা বললাম। স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম, যা মূলত একটি প্রশাসনিক কাজ, সেটি আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এতটাই অর্থ-নির্ভর হয়ে পড়েছে যে সেটা প্রায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। 'নির্বাচিত' হওয়ার খরচ আকাশচুম্বী হয়ে পড়াই মূলত এর নেপথ্যের কারণ।

দুর্নীতি কেবল আমাদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকেই গ্রাস করেনি, বরং এটি ক্ষমতাসীন দলকে একদম ভেতর থেকেড় সবচেয়ে মারাত্মকভাবেড় কুরে কুরে খাচ্ছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে 'ঘুষ, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও ঋণ খেলাপি' (নিঃসন্দেহে শেষ প্রতিশ্রুতি একটি উপহাসে পরিণত হয়েছে) নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। ৯ বছর পর, আমরা এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে রয়েছি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আর মনে হয় না।

আমরা যদি আরও পেছন ফিরে তাকাই, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ যখন আবারও ক্ষমতায় আসে, তখন দলটি জনগণের কাছে কী ওয়াদা করেছিল? ইশতেহারের '২০২১ সালে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই' শিরোনামের অংশে দলটির প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল: (১) নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নেওয়া; (২) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনকে দলীয়করণমুক্ত রাখা এবং প্রশাসনে নিয়োগ ও পদোন্নতির ভিত্তি হিসেবে শুধু মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও সততাকে বিবেচনা করা; (৩) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, স্বচ্ছ অর্থায়ন, শিষ্টাচার ও সহনশীল আচরণ প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ও অধিকতর সংস্কারের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আওয়ামী লীগ আজ তার প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ এবং সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ড় আমাদের মুক্তিযুদ্ধড় থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। যারা বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকারে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন এবং যারা নিজেদের প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শ ব্যবহার করেন; এই ২ দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করাটাই বছরের পর বছর ধরে চলা সবচেয়ে বড় ভুল বলে আমার মনে হয়। এখানেই আসল ও নকল একসঙ্গে মিশে যায় এবং আদর্শিক আওয়ামী লীগাররা স্বার্থসিদ্ধি অর্জনকারীদের কাছে পরাভূত হয়। পরের গোষ্ঠীটি অনেক বেশি কুচক্রী ও ধনীড় নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য কারসাজির আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কথা মাথায় আসে। ১৯৬৬-৬৭ সালের ৬ দফা এবং বিশেষ করে ১৯৬৯-৭০ সালের ১১ দফা আন্দোলনের সময় আমি ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সদস্য ছিলাম। সে সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাৎ হতো, কারণ এই ২ দল যৌথভাবে অসংখ্য সভা, মিছিল ও রাজপথের আন্দোলনে অংশ নেয়। মনে আছে, আমি শেখ কামালসহ ছাত্রলীগের হাজারো নেতাকর্মীর সঙ্গে একই মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম, যেখানে তারা ছাত্র ইউনিয়নের অনেকের চেয়ে 'জাগো, জাগো, বাঙালি জাগো' জাতীয়তাবাদী স্লোগানের চেতনাকে আরও বলিষ্ঠ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই চেতনার তুলনায় বর্তমান ছাত্রলীগের প্রসঙ্গ আমি আর উত্থাপন করলাম না।

তাহলে ২২তম কাউন্সিল শেষে জাতিকে কী দেওয়ার আছে আওয়ামী লীগের? দলীয় নেতৃত্ব যদি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাহলে তারা কতটাইবা পরিবর্তনধর্মী রাজনীতি আমাদেরকে উপহার দিতে পারবেন?

গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগের শাসনামলে আমাদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি, বিএনপির করণীয়

গোলাম মাওলা রনি

বিষয়টি যখন প্রথম আমার কানে এলো তখন অবাক হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ বিএনপি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং একটি বিরূপ সময়ে দলটিতে যোগদানের কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা নিদেন পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিচয়টুকুও হয়নি। ফলে একজন সাবেক আওয়ামী মস্তিষ্কে বিএনপি সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্পর্কে যে অতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল সেখানে যদি হঠাৎ কোনো ইতিবাচক বিষয়াদি আঘাত হানে তবে মন মস্তিষ্কে কি জটিল রসায়ন হয় তা কেবল ভুক্তভোগীই বলতে পারবেন।

আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনীতির বিধান হলো, দলের বাইরে যাওয়া যাবে না কওয়া যাবে না- দেখা যাবে না। দলের বিরুদ্ধবাদীরা সব খারাপ, দেশদ্রোহী এবং ক্ষমতায় থাকলে সব জায়েজ কিন্তু বিরোধী দলে থাকলে সব কিছু উল্টো। যত নীতি কথা সব বই পুস্তকে লিখা থাকবে কিন্তু বাস্তবে রাজনীতিতে যা হবে তার নীতি নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। এমনতর অবস্থায় একটি দল ত্যাগ করে অন্য দলে আসা আগন্তুকের কপালে হরহামেশা যেসব বিপত্তি দেখা দেয় তা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই। ফলে বিএনপি সম্পর্কে আমার বোধ-বুদ্ধি এবং তারেক রহমান সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া অন্য সব বিএনপি কর্মীর থেকে আলাদা আর এ কারণেই বিষয়টি যখন প্রথম শুনি তখন আশ্চর্য না হয়ে পারিনি।

রাজপথে বিএনপির সাম্প্রতিক সাফল্য, অভিনব রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া জাগানো মনোভাব যেমন আওয়ামী লীগকে হতবিহ্বল করে তুলেছে তেমনি আমিও গালে হাত দিয়ে ভাবছি- এটা কী করে সম্ভব! কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা, কোনো রকম বৈঠক বা আলাপ-আলোচনা ছাড়া কিভাবে ভেঙে যাওয়া ২০ দলীয় ঐক্যজোট হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে গেল। কিভাবে ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দল কোনো রকম শর্ত ছাড়া বিএনপি ঘোষিত কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে নেমে গেল, কিভাবে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলো সর্বশক্তি নিয়ে মাঠের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস গড়ার জন্য যার যার অবস্থান থেকে সব ভয়-আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে সিংহ বিক্রমে গর্জে উঠল!

আওয়ামী প্রচারণায় প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল যে, বিএনপি প্রায় শেষ। সংবাদ সম্মেলন করার জন্য ৩-৪ জন লোক ছাড়া বিএনপির কিছুই নেই। অন্য দিকে, জামায়াত সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, দলটি এমনভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে যে, আগামী ৫০ বছরে বাংলার জমিনে জামায়াতের উচ্চারণ করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অলি আহমেদের এলডিপি, আ স ম আব্দুর রবের জাসদ, ভিপি নুরের গণ-অধিকার পরিষদ, মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য, মোস্তফা মোহসীন মন্টুর গণফোরাম, জাগপা, মুসলিম লীগ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাসদ, সিপিবি, জোনায়েদ সাকীর গণসংহতিসহ মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীকের (অব:) কল্যাণ পার্টির ব্যানারে গত এক মাসে ঢাকার রাজপথে যে উল্লেখযোগ্য সমাবেশ-মিছিল হয়েছে তা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সাহসী করে তুলেছে।

উল্লেখিত অবস্থায় আমি যখন বিএনপির কর্মকৌশল এবং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম ঠিক তখন জানতে পারলাম যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজের ভুল-ত্রুটি জানতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজনের সাথে মতবিনিময় করছেন এবং বিএনপির করণীয় কী এই বিষয়েও পরামর্শ গ্রহণ করছেন। তিনি দেশের শীর্ষ পলিটিক্যাল জিনিয়াস, অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, এনজিও ব্যক্তিত্বসহ অধ্যাপক শিক্ষাবিদ প্রমুখের সাথে সরাসরি কথা বলছেন অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেয়েছেন তার কয়েকটি নমুনা আমি জানার পর যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি।

আমার বিস্ময়ের প্রথম কারণ ছিল তারেক রহমানের ভিন্ন মাত্রার উদ্যোগ। তার সম্পর্কে প্রপাগান্ডা ছিল- তিনি নির্দিষ্ট বলয়ের বাইরে কারো সাথে কথা বলেন না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের এলিট শ্রেণীটি যারা কিনা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক তাদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। অন্য দিকে দেশ-বিদেশের ঝানু-কূটনীতিবিদ, আমলা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাবেক চৌকস কর্মকর্তাসহ আইন অঙ্গনের লোকজনের সঙ্গে তার সখ্যতা তো দূরের কথা ব্যক্তিগত যোগাযোগও নেই। তো সেই প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তার পিতার আদলে গণযোগাযোগ শুরু করেছেন এ কথা শোনার পর মনে হয়েছে, বিএনপি থামবে না বা বিএনপিকে থামানো যাবে না।

দ্বিতীয়ত, তারেক রহমান নিজে অথবা তার প্রতিনিধি যখন কারো সাথে বিএনপির করণীয় কী এবং তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি কী এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন তখন সঙ্গত কারণে সেখানে অদ্ভুত এক রসায়ন সৃষ্টি হচ্ছে। যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন এবং সাধ্যমতো বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছেন। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে তিনি যখন পরিবার-পরিজন এবং একান্ত পরিচিতজনদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তখন তা সংশ্লিষ্ট পরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্ণধার যার কি না অনাগত দিনে প্রধানমন্ত্রীর পদসহ সরকার ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তার সাথে কথা বলা অথবা তার প্রেরিত প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে দেশের এলিট শ্রেণীটির মধ্যে গত কয়েক মাসে বিএনপি সম্পর্কে যে একটি গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার স্পষ্ট নজির দেখা যাচ্ছে রাজপথসহ সরকারি-বেরসকারি দফতরে, অফিস আদালতে এবং বিভিন্ন জনসমাগমে।

জনাব তারেক রহমান যে তলে তলে পিপীলিকার মতো অসংখ্য গতিপথ তৈরি করে চলেছেন তা আমি টের না পেলেও সরকারি গোয়েন্দারা কিন্তু ঠিকই আন্দাজ করেছে। তারা কিছু অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে কতিপয় ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেছে এবং অনেককে নজরদারির মধ্যে রেখেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পাওয়ার হাউজের নিউক্লিয়াস বলে পরিচিত এমন জায়গাতে তারেক রহমানের সালাম বিনিময় হচ্ছে যার প্রমাণ পাওয়ার পরও নজরদারি কর্মে নিয়োজিত লোকজন হতবাক হয়ে খামোশ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তার পরও দুই চারটি ঘটনা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেকের চাকরির মেয়াদ বাড়ছে না। আবার অনেকে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত লোকজনের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি করে ফেলেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রী বা মন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পদ-পদবি নিয়ে ফিরে আসছেন। কিন্তু গোপন প্রতিবেদন জায়গা মতো চলে যাওয়ার কারণে অনেকে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপিবিরোধী ক্ষমতাধররা নিজেদের কুকর্ম আড়াল করার জন্য বাকশালী কায়দায় কিভাবে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ শুরু করেছেন সেই কাহিনী বলার আগে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে জানানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন মহলের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারেক রহমান যেসব পরামর্শ পাচ্ছেন তার কিছু নমুনা হলো, প্রায় সবাই বর্তমান জমানায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক গর্ত গিরিখাদ এবং লুটপাটের বিপরীতে কিভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যায় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখছেন। প্রায় সবাই অর্থনৈতিক সংস্কার, ব্যাংকিং সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের জোগানসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধির এসব অভিনব বুদ্ধি দিচ্ছেন যা বিএনপি বিরোধীরা এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারছেন না।

বিএনপি রাজপথের আন্দোলন, ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতাসীনদেরকে ক্ষমতা থেকে হটানোর বিষয়ে প্রচলিত বৈধ লড়াই সংগ্রামের বাইরে এক পা না এগুনোর ব্যাপারে যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্তের উপর্যুপরি ফাঁদসমূহ যেভাবে নষ্ট করে চলেছে তার পেছনে কনফুসিয়াস ও সানসুর নীতির আলোকে চলমান রাজনীতির ব্যাকরণ অনুধাবন করার যোগ্যতা যে মহৌষধ হিসেবে কাজ করছে তা সহজে বোঝা যায়। মহাকালের বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভা সানসুর একটি পরামর্শ হলো, প্রতিপক্ষ যদি পথ হারিয়ে ফেলে তবে ভুলেও তাদের সামনে পড়বে না। দ্বিতীয়ত নিয়ন্ত্রণহীন কোনো কিছুকে থামাতে যাওয়া বিপজ্জনক এবং নিয়ন্ত্রণহীন সব কিছুর পরিণতি ধ্বংস।

আমরা আজকের আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এবার তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি এবং বিএনপির করণীয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে বাকশালী গল্পের মাধ্যমে নিবন্ধের ইতি টানব। তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি আপনার-আমার মতো সাধারণ পর্যায়ের নয়। যেহেতু তিনি দেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ সেহেতু তার কৃত ভুলভ্রান্তি তার সমপর্যায়ের অন্যান্য রাজনীতিবিদের মতো হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য যেটি অস্বাভাবিক সেটি হলো, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

মানুষের জন্য দ

শুভ নব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অ
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যা
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেব
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে অ
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'*।

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন

বাংলা সিডিপ্যাপ সা

রদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

বর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

অশেষ রহমতে

লেগ্রা হোম কেয়ার

া

ামাদের নতুন শাখা—৩

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

। সন্ধ্যা ৫:০০টা।

া পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।

র্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

সকালে খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকার

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ প্রতিদিন সকালে হাঁটার চেষ্টা করেন, সকালে হাঁটার জন্য মানুষের শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মানসিক চাপ কমে, হাড়ের নানা ব্যথা থেকে শুরু করে অস্থির ব্যথা কমাতে সাহায্য করে, ডায়বেটিসে ও উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখে। ক্যালোরি ও মেদ কমাতে কিছু তাই হাঁটতে হয়। হাঁটলে মন ভালো থাকে। এমন তথ্যগুলো আমাদের মোটামুটি জানা। কিন্তু যদি মাটিতে বা ঘাসে হাঁটা যেত তাহলে উপকার হতো দ্বিগুণ।

শরীরে গতি আনে : নিয়মিত প্রতিদিন খালি পায়ে হাঁটতে পারলে মানবদেহের চালিকার অন্যতম শক্তি ইলেকট্রনের বিস্তার ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। এই ইলেকট্রনগুলো পায়ের তলায় নির্দিষ্ট আকু পয়েন্ট এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের মানবদেহের অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, যা শরীরে জন্মানো ফ্রি রেডিকেল ধ্বংস করে। শরীরের অভ্যন্তরে নানা কারণে ইনফ্লামেশন তৈরি হয়, সেটিকে রোধ করতে আমাদের শরীরে ইলেকট্রনের উপস্থিতি খুবই জরুরি, যা বিভিন্ন প্রদাহের সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : পায়ের তলায় থাকে একাধিক সেন্সারি নার্ভের সুইচ পয়েন্ট, যা খালি পায়ে হাঁটার সময় অ্যাকটিভ হয়ে গিয়ে শরীরের ভেতরে পজেটিভ এনার্জি তৈরি করে। খালি পায়ে হাঁটলেই পায়ের তলার সুইচগুলো অ্যাকটিভ হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, শরীরের ইউমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যার ফলে সহজেই রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।

শরীরে নানা ব্যথা কমায় : আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাপ নিয়ে থাকি, সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব আমাদের শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যদিও আমাদের মাঝে এটি নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না। কিন্তু গবেষণা বলে, খালি পায়ে হাঁটলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে, শরীরের ভেতরে ভারসাম্য ঠিক থাকে, নানা ধরনের ব্যথা নিয়ে যারা জীবনযাপন করছেন, তারা নিয়মিত খালি পায়ে মাটিতে হাঁটতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে অভ্যন্তরে আর্থিংয়ের দ্বারা ব্যথা কমানোর হরমোনগুলো সচল হয়ে ওঠে, ফলে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে, শরীরের ব্যথা কমে যায়। কিছু গবেষণায় দেখা যায়, খালি পায়ে হাঁটলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। পেশি ও হাড় মজবুত করতে খালি পায়ে হাঁটার বিকল্প নেই।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায় : খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্যে করে। বয়সজনিত কারণে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, ভুল লাইফস্টাইলের কারণে মেমোরি লস হওয়াসহ নানা কারণে স্মৃতিশক্তির ঘাটতিজনিত সমস্যা থাকলে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে থাকা নিউরনগুলো সকালে খালি পায়ে হাঁটার ফলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিউরনেগুলো সক্রিয় থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই বুদ্ধিও বাড়ে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে।

হার্ট ভালো রাখে : যারা নিয়মিত হাঁটতে সাহস করেন না, কিছু দূর হাঁটলেই হাপিয়ে যান, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় তাদের জন্য খালি পায়ে হাঁটলে স্বাস্থ্যের কার্ডিও ভাসকুলার উন্নতি ঘটবে, এ সময় ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যায় অর্থাৎ বেশি বেশি করে রক্ত পৌঁছে যেতে শুরু করে হার্টে। সেই সঙ্গে হৃদ্রোগের সম্ভাবনাও কমে।

মানসিক শক্তি বাড়ে : আধুনিক জীবনযাপনে হতাশা একটি বড় দুর্যোগ, সেই থেকে বাঁচতে খালি পায়ে হাঁটলে উদ্বেগ এবং হতাশা দূর হয়। আমাদের শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি দিয়ে গঠিত। তাই মাটির সঙ্গে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের এই সম্পর্ক যত নিবিড় হবে, ততই শরীরের নানাবিধ তরলের উপাদানের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। খাদ্য থেকে আমরা যেমন ফাইট্রোনিউট্রেন্ট নিয়ে থাকে তেমনি মাটি থেকে ইলেক্ট্রন মানসিক শক্তিতে প্রভাব বিস্তার করে মানসিক অবসাদ কমায়। সেই সঙ্গে ইনসোমোনিয়া প্রতিরোধ করে। যারা অনিদ্রায় ভুগে থাকেন, তারা নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য খালি পায়ে হাঁটলে উপকার পাবেন।

এ ছাড়া খালি পায়ে হাঁটলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে থাকে খালি পায়ে হাঁটার সঙ্গে চোখের সরাসরি যোগসূত্র আছে। ফলে পায়ের তলায় যত চাপ পড়ে, তাতেই দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটতে শুরু করে। পেশি এবং হাড় আরও শক্ত হয়।

প্রতিদিন সকালে খালি পায়ে ১৫ মিনিট ধীরগতিতে হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে, যদি হাঁটার মতো জায়গা না থাকলে ছোট্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও এই উপকার পাবেন। অনেকের প্রথম দিনে খালি পায়ে হাঁটার কারণে সর্দি জ্বর হতে পারে, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। দুই-তিন দিন হাঁটলেই শরীর সহ্য করে নেবে।

- আলমগীর আলম, খাদ্য-পথ্য ও আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞ

সুস্থ থাকতে কতক্ষণ হাঁটা জরুরি

হাঁটা সবসময় শরীরের জন্য উপকারী। অনেকে শরীরচর্চা করার সময় পান না। তবে দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় হাঁটলে অনেকটাই উপকার পাওয়া যায়। এ কারণে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত একটু হলেও হাঁটার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। হাঁটা এমন একটা উপায় যাতে সহজেই অনেক ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

দিনে ঠিক কতক্ষণ হাঁটা জরুরি তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুম থেকে উঠেই হাঁটতে যাওয়া ঠিক না। ঘুম থেকে ওঠার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর হাঁটতে বের হওয়া উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন খালি পায়ে হাঁটার উপকারিতা অনেক। এতে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা দূর হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটলে আরও বেশি উপকারিতা পাওয়া যায়। এভ্রিডেহেলথ ডট কমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটা উচিত। তবে চাইলে সপ্তাহে প্রতিদিন না-ও হাঁটতে পারেন। পাঁচ দিন ৩০ মিনিট করে ১৫০ মিনিট হাঁটলেও শরীর সুস্থ থাকবে।

ঘুমে সমস্যা মানে করোনার রেশ

অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা বা ঘুমের সমস্যা- যেভাবেই বলা হোক না কেন,এ সমস্যার সঙ্গে লং কোভিডের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। কোভিডের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কারণে রাতে ঘুম না আসা, ঘুম ভেঙে যাওয়া, হালকা ঘুম হওয়ার মতো নানা রকম সমস্যা হয় বলে জানাচ্ছেন তারা। এছাড়া শ্বাসকষ্ট ও ভুলে যাওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গেও লং কোভিডের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাঁচি, কাশি, জ্বরের কাঁপুনি- এরকম অনেক কারণেই করোনায় আক্রান্ত রোগীদের ঘুমে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু করোনার বড় লক্ষণগুলো চলে যাওয়ার পরও অনিদ্রার সমস্যাটি অনেকের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে বলে একাধিক গবেষণায় দাবি করা হচ্ছে।

বিশ্বের নানা প্রান্তের বেশ কয়েকটি গবেষণা দল শরীরে লং কোভিডের প্রভাবগুলো জানার চেষ্টা করেছেন। তারা দেখেছেন, লং কোভিডের খুব সাধারণএকটি লক্ষণ হচ্ছে অনিদ্রা।

কাশি হলেই ওষুধ নয়

এবার কাশিতে ভুগেছে অনেক মানুষ। সামান্য জ্বর জ্বর ভাব, সঙ্গে সর্দি-কাশি দিয়ে শুরু। জ্বর এবং সর্দি সেরে গেলেও কাশিতে খুব বেশি ভুগেছে মানুষ। এমনও হয়েছে, প্রায় মাসেরও বেশি সময় ধরে কাশি।

দীর্ঘমেয়াদে কাশি হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে করোনা। করোনার কারণে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে একেবারেই সুনির্দিষ্ট করে বলার মতো প্রমাণাদি আমাদের হাতে নেই।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি তীব্র কাশির কারণ হলো শ্বাসনালিতে ভাইরাসের সংক্রমণ। এই কাশি বেশির ভাগ সময় দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়। আবার অনেক সময় কাশি কয়েক মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। ভাইরাসের কারণে শ্বাসনালি ফুলে যেতে পারে, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কাশির স্থায়িত্বকালও বাড়তে পারে, এমনকি ভাইরাসের সংক্রমণ সেরে যাওয়ার পরও।

এই দীর্ঘমেয়াদি কাশি থেকে বাঁচার জন্য তেমন কোনো ওষুধ কার্যকর নয়। কাশি হলেই দোকান থেকে কফ সিরাপ বা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়া কোনো সমাধান নয়। এতে যে কেবল বেশি ঘুম পায়, তা-ই নয়; বাজারে চলতি কফ সিরাপগুলো অনেক সময় খিঁচুনি, ঝিমুনি, অস্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন, কিডনি, যকৃতের সমস্যাসহ নানা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এ ছাড়া ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োগের ফলে মানুষের শরীর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে পড়ে। ফলে অনেক ধরনের সংক্রমণ সারিয়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়।

কাশির সিরাপে হাইড্রোকার্বন থাকে। মূলত বুকব্যথা ও কাশি দমনে এটা ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোকার্বন এক ধরনের নারকোটিকস, যা ক্ষতিকর। এটা ছাড়াও কাশির সিরাপের অনেক উপাদান, যেমন গুয়াইফেনেসিন, সিউডোএফেড্রিন, ডেক্সট্রোমিথোরিফন ও ট্রাইমেথোপ্রিম ইত্যাদির কারণে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া ঝিমুনি আসে, ঘুম ঘুম ভাব হয়।

সিরাপের মরফিন স্নায়ু ও পেশিকে শিথিল করে দেয়। ইফিড্রিনের কারণে শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়। এমনকি সালবিউটামল ও মন্টিলুকাস্ট-জাতীয় ওষুধও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া মোটেই উচিত নয়।

দীর্ঘমেয়াদি কাশি থেকে আরাম পাওয়ার জন্য কফ সিরাপ নয়; বরং কিছু উপদেশ মেনে চলতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা, এতে কফ পাতলা হয়। গরম পানির ভাপ নেয়া, গরম পানি খাওয়া।

শুষ্ক বা খুসখুসে কাশিতে সহনীয় গরম পানিতে লবণ গলিয়ে গার্গল করা সেই পুরোনো আমলের ঘরোয়া টোটকা। তবে এতে কাজ হয়। সেই সঙ্গে গরম পানিতে আদা দিয়ে খেলেও উপকার মেলে।

কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হলে, রক্ত গেলে, কাশির তীব্রতায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে বা প্রচণ্ড জ্বর থাকছে, কথা বলতে কষ্ট, এমন সব উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ

মস্তিষ্কেও ছড়ায় করোনা জানা গেল গবেষণায়

সার্স-কোভ-২ করোনাভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে এটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শ্বাসতন্ত্র এবং ফুসফুসের বেশি ক্ষতি করে এটি।

তবে এবার জানা গেল নতুন তথ্য। প্রাণঘাতী এ ভাইরাস মস্তিষ্কেও পৌঁছে যায় এবং এটি দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে পারে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের টিস্যুর ওপর গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (এনআইএইচ)।

সংস্থাটির গবেষকরা ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত ১১ জন ব্যক্তির মস্তিষ্কসহ শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুতে করোনার উপস্থিতি নিয়ে অধিকতর গবেষণা চালান। ওই ১১ জনের কেউই করোনার ভ্যাকসিন নেননি।

এ ছাড়া ৪৪ জন রোগীর রক্তের প্লাজমাতেও করোনার উপস্থিতি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। এর মধ্যে ৩৮ জন পজেটিভ এবং তিনজন নেগেটিভ শনাক্ত হন। বাকি তিনজনের প্লাজমা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে ৩০ ভাগ রোগী ছিলেন নারী। গড়ে তাদের বয়স ছিল ৬২ দশমিক ৫ বছর। তারা প্রত্যেকে এক বা একাধিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়েছে জার্নাল ন্যাচারে। এতে দেখা যায়, সার্স-কোভ-২ করোনাভাইরাস প্রাথমিকভাবে বাতাস চলাচলের স্থান এবং ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি করে।

গবেষকরা মানবদেহের ৮৪টি স্থানে সংক্রামক আরএনএ-এর উপস্থিতি পেয়েছিলেন। এ ছাড়া একজন রোগীর দেহে হাইপোথালামাস এবং সেরেবেলামে এবং অপর দুজন রোগীর মেরুদণ্ডে সার্স-কোভ-২ আরএনএ এবং প্রোটিনের উপস্থিতি পেয়েছিলেন তারা। তবে মানবদেহের মস্তিষ্কে ভাইরাসের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল না। এ গবেষণার শেষে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস মূলত একটি শ্বাসযন্ত্রের রোগ।

বৃদ্ধ বয়সে স্ট্রেস কমানোর উপায়

স্বাভাবিক জীবনযাপনে মানসিক অবসাদ কিংবা স্ট্রেস সবচেয়ে বড় বাধা। নবীনরা সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চললেও সমস্যা দেখা দেয় প্রবীণদের মাঝে। শেষ বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর কিংবা নানান শারীরিক সমস্যা এবং একাকিত্বের কারণে বয়স্কদের মাঝে স্ট্রেস খুবই ভয়ংকরভাবে হানা দিতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চললে স্ট্রেসকেও হার মানানো সম্ভব।

প্রথম শর্ত স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। প্রসেসড ফুড এবং অতিরিক্ত চিনি জাতীয় খাবার স্ট্রেস বাড়ায়। যতটা সম্ভব খাবারে প্রোটিন এবং আঁশসমৃদ্ধ খাবার যোগ করতে হবে। শাকসবজি, ফলমূল, মাছ রাখা উচিত তিন বেলার খাবারে।

পাশাপাশি ডার্ক চকলেট খাওয়া যেতে পারে। কারণ, এতে আছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং মন ভালো করার হরমোন। ফলে সহজেই দূর হয় স্ট্রেস। তাই প্রতিদিন অল্প পরিমাণে ডার্ক চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করুন।

স্ট্রেস কমাতে নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। এতে শরীর এবং মন দুই-ই থাকবে ভালো। প্রযুক্তি-নির্ভরতা কমিয়ে আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেও স্ট্রেস কমবে। সবকিছু চিন্তা করতে হবে সহজভাবে। অকারণ চিন্তা স্ট্রেসকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ।

নিজেকে সময় দিন। কিছু সময় নিজের মতো করে ভালো কিছু চিন্তা করুন। চাইলে গাছ লাগাতে পারেন। প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকলে এমনিতেই মন ভালো থাকে। অবসর সময়ে গান শোনা, গল্পের বই পড়া, মন ভালো রাখে। তাই সব সময়ই শুয়েবসে না থেকে বই পড়া এবং গান শোনার অভ্যাসও স্ট্রেস থেকে দূরে রাখবে আপনাকে।

ইলিশ মাছের কোরমা

উপকরণ: ইলিশ মাছ - ৬ পিস, পেঁয়াজ বেরেস্তা - ১ কাপ, টক দই - ১ কাপ,
পেঁয়াজ কুচানো - হাফ কাপ, পেঁয়াজ বাটা - ২ টেবিল চামুচ, কাজু বাদাম বাটা - ১ টেবিল চামুচ, রসুন বাটা - ১ চা চামুচ, জিরা গুঁড়ো - পরিমাণ মত, মরিচের গুঁড়ো - পরিমাণ মত, লবণ - স্বাদ মত, চিনি - সামান্য পরিমাণ, দুধ - ১ কাপ, ঘি - ১ টেবিল চামুচ অন্য তেল - ২ টেবিল চামুচ

ইলিশ মাছের কোরমা তৈরির পদ্ধতিঃ চুলায় একটি প্যান বসিয়ে ১ টেবিল চামুচ ঘি ও ২ টেবিল চামুচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিন। এখন পেঁয়াজ কুচানো গুলো প্যানের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে আবার একটু নেড়ে নিন। এখন একে একে বাদাম পেস্ট, রসুন পেস্ট, জিরা গুঁড়ো, টক দই, মরিচের গুঁড়ো, পেঁয়াজ বেরেস্তা ও লবণ দিয়ে ১০ মিনিট পর্যন্ত কষিয়ে নিন। ভালোভাবে কষানো হলে রান্নাটা খুব টেস্ট হয়। তারপর দুধ দিয়ে আরো ২ মিনিট কষিয়ে নিন।

মশলা গুলো কষানো হয়ে গেলে মাছ গুলো একটা একটা করে দিয়ে দিন। সাথে সামান্য পরিমাণে চিনি দিয়ে দিন। মাছগুলো একটু উল্টিয়ে মসলাগুলো মাছের গায়ে লাগিয়ে নিন। তারপর চুলা মাঝারি আঁচে রেখে ১০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। আনুমানিক ১০ মিনিট পর রান্না হয়ে যাবে।

তৈরি হয়ে গেলো অল্প উপকরণে অল্প সময়ে মজাদার ইলিশ মাছের কোরমা। ইলিশ কোরমা সাদা ভাতের সাথে খুবই মজা আর পোলাও হলে তো কোন কথাই নেই। আমি এখন পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে নিয়েছি। ইলিশ মাছের কোরমা রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। যারা এখনো আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিবেন।

ডিমের কোরমা

উপকরণ : ডিম- ১০টি, সয়াবিন তেল- ১/৪ কাপ ও ১ টেবিল চামচ, ঘি- টেবিল চামচ, দারুচিনি- দুই টুকরা, লবঙ্গ- ৪টি, তেজপাতা- ২টি, এলাচ- ৩টি, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা- ১/৩ কাপ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া- স্বাদ মতো, ধনিয়ার গুঁড়া- দেড় চা চামচ, তরল দুধ- দেড় কাপ, আস্ত কাঁচা মরিচ- কয়েকটি, লবণ- স্বাদ মতো, চিনি- ১ চা চামচ ও পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ মুঠো

প্রস্তুত প্রণালি : ডিম সেদ্ধ করে ছুরি দিয়ে চারদিকে সামান্য একটু চিরে নিন। অল্প লবণ মেখে ১ টেবিল চামচ তেলে সামান্য বাদামি করে ভেজে উঠিয়ে নিন। একই প্যানে বাকি তেল ও ঘি দিয়ে লবঙ্গ, তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ ভাজুন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। সব গুঁড়া ও বাটা মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। ডিম ও দুধ দিয়ে দিন। স্বাদ মতো লবণ ও আস্ত কাঁচা মরিচ দিন। নেড়েচেড়ে রান্না করুন। ঝোল ঘন হয়ে আসলে চিনি ও পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন। ভালো করে নেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

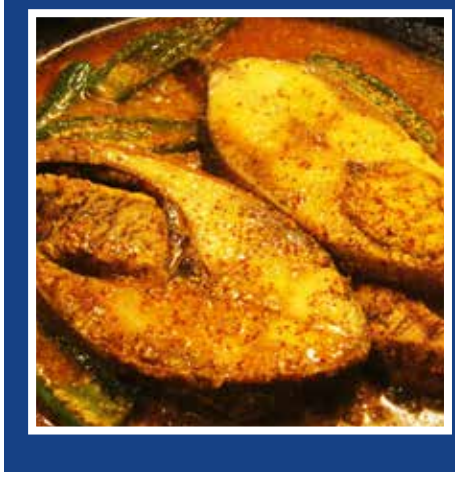

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন রেজালা

রেজালা মানেই ঘন, সাদা গ্রেভিতে মজানো তুলতুলে মাংস। যেমন সুন্দর গন্ধ, তেমনই সুস্বাদু রেজালা। আর বাঙালিরা সব রেসিপিই নিজের মতো করে নিতে অভ্যস্ত।

উপকরণ: চিকেন: একটা গোটা (বড় টুকরোয় কাটা), পেঁয়াজ বাটা: ১ কাপ, আদা, রসুন বাটা: ২ টেবল চামচ, গোটা কাজু: ১০-১২টা, পোস্ত: ২ টেবল চামচ, দই: ১ কাপ, দারচিনি: ২টো, ছোট এলাচ: ৪-৫টা, লবঙ্গ: ৪-৫টা, গোটা গোলমরিচ: ৮-১০টা, তেজপাতা: ১টা, শাহ মরিচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: ১ টেবল চামচ, কেওড়া জল: ১ চা চামচ, নুন ও চিনি: স্বাদ মতো, ঘি: ২ টেবল চামচ ও ভেজিটেবল অয়েল: ২ টেবল চামচ

প্রণালী: কাজু ও পোস্ত মিহি করে বেটে রেখে দিন। একটা বড় বাটিতে চিকেন পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা, দই, নুন দিয়ে ম্যারিনেড করে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। এক ঘণ্টা পর ননস্টিক প্যানে ঘি ও তেল গরম করে দুটো দারচিনি, ৪-৫টা লবঙ্গ, ৮-১০টা গোলমরিচ ও ১টা তেজপাতা ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে ম্যারিনেড করা চিকেন দিয়ে চাপা দিয়ে ২০ মিনিট মাঝারি আঁচে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা তুলে কাজু, পোস্ত বাটা, ধনে গুঁড়ো, শাহ মরিচ গুঁড়ো ও চিনি দিয়ে ভাল করে চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চাপা দিয়ে আবার মাঝারি আঁচে ২০ মিনিট রাখুন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে আঁচ বাড়িয়ে ফোটাতে থাকুন যতক্ষণ না ঝোল ঘন হচ্ছে। গ্রেভি ঘন হয়ে গেলে কেওড়া জল ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে চাপা দিয়ে রাখুন। নামিয়ে নিয়ে রুমালি রুটি বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রুই মাছের কোরমা

উপকরণ: রুই মাছ ৫০০ গ্রাম, দই ২০০ গ্রাম, মরিচ গুঁড়া আধা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চামচ, গরমমশলা আধা চামচ, পেঁয়াজ ১টা, রসুন বাটা ৪ কোয়া, পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, ঘি ৫০ গ্রাম, লবণ পরিমাণমতো, চিনি আধা টেবিল চামচ।

প্রণালী: সমস্ত বাটা ও গুঁড়া মশলা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে মাছের টুকরোয় মিশিয়ে রাখুন। পাত্রে ঘি গরম করে পেঁয়াজ কুচি লালচে করে ভেজে গরম মশলা দিন। দই ও মশলা-মাখা ঢালুন। সামান্য পানি দিয়ে লবণ, চিনি মিশিয়ে সিদ্ধ হলে নামান। ঝোল কম থাকবে। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু রুই মাছের কোরমা।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

ছয় দেশ থেকে জ্বালানি কিনছে বাংলাদেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

আমদানি করবে। এতে মোট খরচ ধরা হয়েছে ৫৪৫ কোটি ৪ লাখ টাকা।"

জ্বালানির দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা করলেও বৈঠকে পাস হওয়া তথ্য অনুযায়ী এসব ডিজেলের প্রতি লিটারের দাম ৯০ টাকা ৮৪ পয়সার মধ্যে থাকবে। তবে দাম কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

সাঈদ মাহবুব জানান, বিপিসির আরেক প্রস্তাবে বিশ্বের ছয় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সাত প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ের জন্য ২০ লাখ ৪০ হাজার টন পরিশোধিত জ্বালানি কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে মোট খরচ হবে ১৮ হাজার ২১৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

ইন্দোনেশিয়ার বিএসপি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইএনওসি, ভারতের আইওসিএল, চীনের পেট্রো চায়না, মালয়েশিয়ার পিটিএলসিএল, থাইল্যান্ডের পিটিটিটি ও চীনের ইউনিপ্যাক থেকে এই কেনাকাটায় প্রতি লিটার পরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম পড়বে ৮৯ টাকা ২৯ পয়সা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশে প্রায় ৬৭ লাখ টন জ্বালানির প্রয়োজন হয়েছিল; এই চাহিদা প্রতিবছরই ৭ থেকে ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে।

ওই বছর দেশের মোট চাহিদার মধ্যে ৬ থেকে ৭ লাখ টন জ্বালানির যোগান এসেছিল দেশীয় উৎস থেকে। সরকারি পরিশোধন কোম্পানি ইস্টার্ন রিফাইনারিতে বছরে ১৫ লাখ টন অপরিশোধিত জ্বালানি পরিশোধন করার সক্ষমতা রয়েছে।

পুরো ২০২৩ সালের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৫৪ লাখ ৬০ হাজার টন জ্বালানি তেল আমদানিরএকটি প্রস্তাব গত অক্টোবরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাস করিয়ে রেখেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি : বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

১২ পৃষ্ঠার পর

সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ৫ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি খুব মন্দ নয়, বরং বেশ ভালো। যেখানে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমছে, উন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশ সব শ্রেণিতেই প্রবৃদ্ধি কমছে, সেখানে ৫ দশমিক ২ শতাংশ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি। গত ছয় মাসের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এই নিয়ে আক্ষেপ থাকার কথা নয়।

জাহিদ হোসেনের মতে, আগের প্রাক্কলন কমানোর চারটি কারণ থাকতে পারে। ডলার সংকট, মূল্যস্ফীতি, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ডলার সংকটে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। বিলাসী পণ্যের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানিও এতে কমেছে। মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ৯ শতাংশের বেশি হারের মূল্যস্ফীতির বিপরীতে মজুরি বেড়েছে গড়ে ৬ শতাংশের মতো। তার মানে, মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এমনকি সারাদেশে চলমান শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেও লোডশেডিং করতে হচ্ছে। আবার আগাম বন্যার ঘটনাও ছিল। এসব কারণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ফলে ৫ দশমিক ২ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হওয়ার কোনো কারণ নেই।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে আনার কারণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বৈশ্বিক প্রতিকূলতার কথা বলা হয়েছে। জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে শিল্পকারখানা এবং বাসাবাড়িতে চাহিদামতো বিদ্যুৎ পৌঁছানো যায়নি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে লোডশেডিং করতে হয়েছে।

এতে অনেক কারখানা বন্ধ ছিল। জ্বালানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় শিল্প উৎপাদন কমেছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধন নীতি নিতে হয়েছে সরকারকে। মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাবে মানুষের আয় কমেছে। উল্লেখ্য, গত অর্থবছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতিই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ঝুঁকি

১২ পৃষ্ঠার পর

এবং আগামীতেও এ ঝুঁকি থাকবে। ঋণ পরিশোধের চাপের বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, জিডিপির অনুপাতে অভ্যন্তরীণ ঋণ সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে রয়েছে। বৈদেশিক ঋণ এখনও অনেক দেশের চেয়ে কম। তবে নিকট মেয়াদে কিছু মেগা প্রকল্পের ঋণের কিস্তি দেওয়া শুরু হবে। ফলে সার্বিকভাবে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কমেছে। আবার ডলারের বিপরীতে টাকার বড় পতন হয়েছে। ফলে ঋণ পরিশোধ এখন অন্যতম ঝুঁকির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশের ঝুঁকির বিষয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে অর্থায়ন চাহিদা বাংলাদেশ একা পূরণ করতে পারবে না। বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে সম্পদের ওপর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশকেও প্রভাবিত করবে। বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানির নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রতিযোগিতা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। ইউক্রেন যুদ্ধ এ বিষয়কে সামনে এনেছে। ডব্লিউইএফের বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদনে বলা হয়, এই দশকের প্রথম তিন বছর মানব ইতিহাসেদুর্যোগপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্ব যখন কভিড-১৯ থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিকতার দিকে যাচ্ছিল, তখন ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ফের ওলট-পালট করে দেয়। নতুন করে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট দেখা যায়। গত কয়েক দশকের অর্জন হুমকির মধ্যে পড়ে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০২০ ও ২০২১ সালের তুলনায় পণ্যমূল্য এখন ৩০ শতাংশ বেড়েছে। জ্বালানি সংকট নিয়ে ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের দ্বন্দ্বের কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। তবে এখন সারা বিশ্বে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ সরবরাহ সংকট। অর্থাৎ এই মূল্যস্ফীতি চাহিদাজনিত নয়, বরং সরবরাহজনিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরবরাহ সংকট ২০২৩ সালেও চলবে। আইএমএফসহ অন্যান্য বৈশ্বিক সংস্থা এ বছরের মাঝামাঝি মূল্যস্ফীতি কমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিলেও সংস্থাটি সেটি মনে করছে না।

এতে বলা হয়, নতুন বছরের অনেক ঝুঁকি আগে থেকেই আছে। জীবনযাত্রার খরচের সংকট গত বছরও ছিল। এ ছাড়া বাণিজ্য যুদ্ধ, উদীয়মান দেশ থেকে পুঁজি স্থানান্তর, ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বেড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এ বছরও থাকতে পারে। তবে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দেবে ঋণ পরিস্থিতি, যা অনেক দেশে টেকসই পর্যায়ে নাও থাকতে পারে। এ ছাড়া নিম্নমাত্রার বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকি অব্যাহত থাকবে।

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসা অর্ধেকে নেমেছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

মালয়েশিয়া থেকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে হাইকমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে। একই সঙ্গে হুন্ডি বন্ধে বেশ কিছু সুপারিশও করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য প্রণোদনা আড়াই শতাংশ বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করা যুক্তিসংগত। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ প্রণোদনা রেমিট্যান্স পাঠানো ব্যক্তির নামে প্রভিডেন্ট ফান্ডের মতো করে ব্যাংক হিসাবে জমা রেখে পরবর্তীতে লভ্যাংশসহ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে প্রবাসীরা আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাইকমিশনের মতে, রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ডলারের বিপরীতে টাকার দর এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন রেমিট্যান্স প্রদানকারী দেশের কোম্পানির দর ওই দেশের হুন্ডি রেটের সমান বা বেশি হয়। প্রয়োজনে দেশভিত্তিক টাকা ও ডলারের দর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আইডি বাধ্যতামূলক না রেখে ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের মতো পাসপোর্টের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে বন্ড ক্রয়ে ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা লভ্যাংশের হার বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে হাইকমিশন।

অভিযোগ রয়েছে, বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেশে আসে।

তাই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেন আরও কঠোরভাবে মনিটর করার সুপারিশ করা হয়েছে চিঠিতে। এ ছাড়া প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার ব্যয় মেটাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মতো স্বল্প সুদে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে বৈধপথে পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে তা পরিশোধের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ স্বাভাবিক পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত প্রবাসী যাত্রীদের ব্যাগেজ রুলের আওতায় স্বর্ণের বার বহন নিরুৎসাহিত করা এবং হুন্ডির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে শাস্তির দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, বর্তমানে ডলারের দাম খোলাবাজারে বেশি। ফলে বৈধ চ্যানেলের চেয়ে হুন্ডিতে বিনিময় মূল্য বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এটা রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তাই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বিভিন্ন রেট পরিহার করার পরামর্শ দেন তিনি।

এদিকে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক বিশেষ অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ডিজিটাল হুন্ডির কবলে পড়ে বৈধ পথে কমছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। হুন্ডি কারবারিরা এ জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্ল্যাটফর্মকে বেছে নিয়েছে।সমকাল

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS | ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অবস্থা কী?

২২ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়নের সূচক ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের সূচক নিম্নমুখী ছিল। আমাদের অনেক বেশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ হয়েছে, মাথাপিছু আয় ও রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু শাসনকাজ পরিচালনায় আমাদের অংশগ্রহণ কমেছে, প্রতিনিধি নির্বাচনে আমাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়েছে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার । অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান, দ্য ডেইলি স্টার এর সৌজন্যে

মহাসাগরে উষ্ণতা বৃদ্ধির রেকর্ড

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'মহাসাগরগুলোর অবস্থা দেখে আমাদের পৃথিবীর স্বাস্থ্য যাচাই করা যায়। সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ বিচার করে বলতে হচ্ছে, আমাদের একজন ডাক্তারের প্রয়োজন।'

গবেষকরা বলেছেন, শক্তির বিচারে ২০২২ সালে মহাসাগরে যে পরিমাণ তাপ যোগ হয়েছে তা গত বছরের মোট বৈশ্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০০ গুণের সমান। মহাসাগরগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত প্রভাবের একটি ভালো সূচক হিসেবে কাজ করে। কারণ ঋতু পরিবর্তন এবং প্রতিদিনের আবহাওয়া পরিবর্তনে বাতাসের তাপমাত্রা কম প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চলজুড়ে থাকা এই মহাসাগরগুলো পৃথিবীর তাপের সিংহভাগ শোষণ করে নেয়। ১৯৭০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবী থেকে উৎপন্ন ৯০ শতাংশের বেশি উত্তাপ সমুদ্রে গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণায়নের প্রবণতা এখন এতটাই স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী যে, প্রতিবছরই এই উত্তাপের বার্ষিক রেকর্ড নতুন করে নিবন্ধন করতে হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন যতক্ষণ না শূন্যে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই উত্তাপ অব্যাহত থাকবে এবং একই সঙ্গে সর্বোচ্চ উত্তাপের একটার পর একটা রেকর্ড ভাঙতে থাকবে। উষ্ণ মহাসাগর লাখ লাখ মানুষের জীবনে একটি বড় প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি একটি অন্যতম প্রভাব। যার ফলে অনেক উপকূলের ভূখণ্ড পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এ ছাড়া আরেকটি বড় প্রভাব হলো, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং তীব্র বৃষ্টিপাত তৈরি করার মতো বিধ্বংসী আবহাওয়ার জন্ম দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটির লেখকদের একজন মাইকেল মান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমুদ্র সম্পর্কে আরও বিশদ সচেতনতা প্রয়োজন।'

রোমানিয়ায় বাংলাদেশি : ছিল ১৩ হাজার, আছে তিন হাজার

১৪ পৃষ্ঠার পর

জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কঠোর নিয়ম আরোপের আহবান জানিয়েছেন ড্যানিয়েলা সেজোনভ টেন।

প্রথম প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি, ২০২৩ ইনফোমাইগ্রেন্টস

অভিবাসী বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইনফোমাইগ্রেন্টস তিনটি প্রধান ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের নেতৃত্বে একটি যৌথ প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মটিতে রয়েছে জার্মানির আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ডয়চে ভেলে, ফ্রান্স মিডিয়া মোন্দ, এবং ইটালিয়ান সংবাদ সংস্থা আনসা। এই প্রকল্পের সহ-অর্থায়নে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

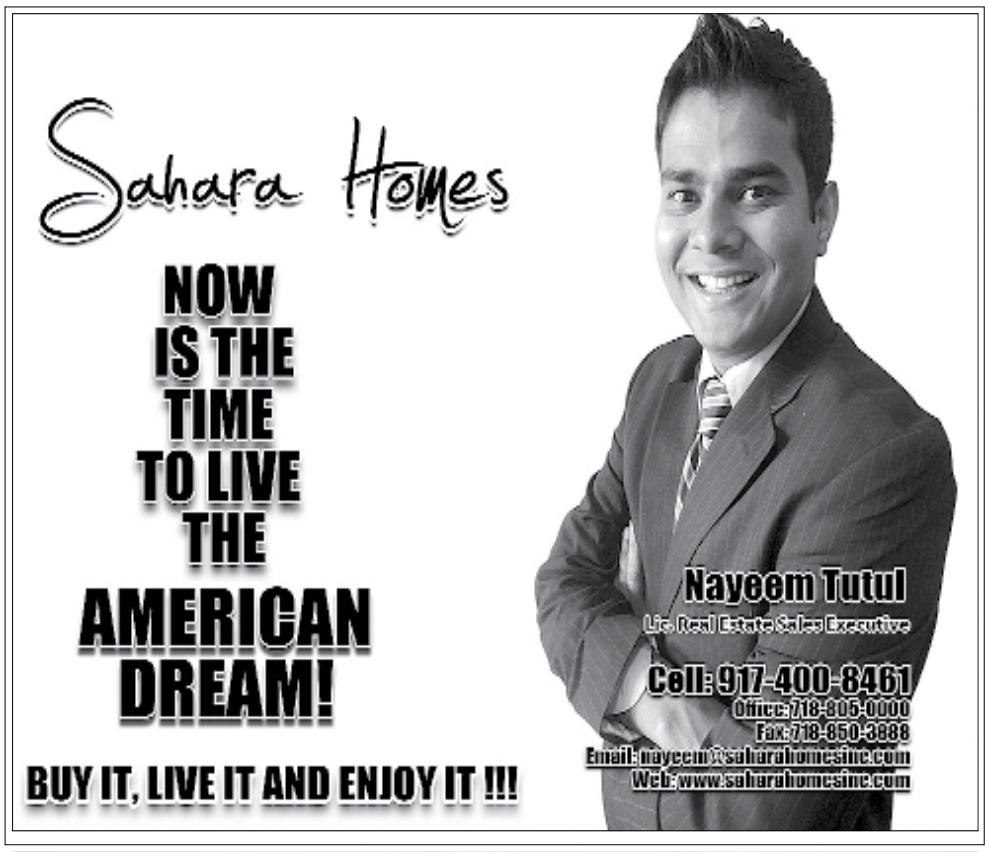

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side))
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
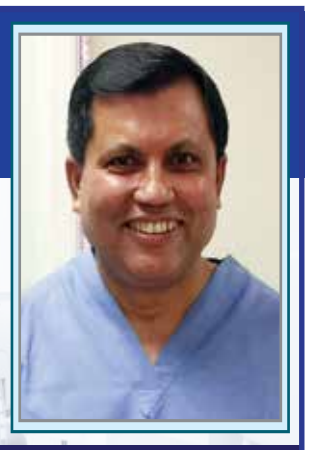
- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

শান্তি আসবে না জেনেও দেয়া হয়েছিল যে নোবেল শান্তি পুরস্কার

১৪ পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী) প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন থো।

১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন সমর্থিত কমিউনিস্টপন্থি উত্তর ভিয়েতনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে দুই দশক ধরে চলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত। শুরু থেকেই স্নায়ুযুদ্ধের অংশীদার হলেও যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ষাটের দশকে। মার্কিন সেনাদের ব্যাপক প্রাণহানি ও অর্থনীতির ওপর চাপের কারণে সত্তরের দশকের শুরুতেই মার্কিন জনগণের মধ্যে এই যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। মনোবল ভেঙে যেতে থাকে মার্কিন সেনাদের। সবমিলিয়ে ভিয়েতনাম থেকে পিছিয়ে আসাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একমাত্র উপায়। হেনরি কিসিঞ্জার সেই কাজটাই করিয়েছিলেন। তবে তার এই প্রচেষ্টার কারণে ভিয়েতনামে শান্তি আসেনি। অশান্তির যবনিকা ঘটে ১৯৭৫ সালে, যখন উত্তর ভিয়েতনামের বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগন দখল করে নেয়।

প্রকাশ্যে আসা দলিলের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, প্যারিস শান্তি চুক্তির দুই দিন পর ১৯৭৩ সালের ২৯ জানুয়ারি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য হেনরি কিসিঞ্জার ও লে ডাক থো-র নাম প্রস্তাব করা হয়। প্যারিস চুক্তির মূল বিষয় ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসা। এই চুক্তির কারণে শান্তি ফিরবে না- দাবি করে নোবেল পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানান লে ডাক থো। তিনি এটাও বলেছিলেন, ভিয়েতনামে অস্ত্রের ঝঙ্কার কমলে এবং সত্যিকার অর্থেই প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়িত হয়ে শান্তি নেমে এলে তিনি পুরস্কার নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন। ১৯৯০ সালে ৭৮ বছর বয়সে মারা যান থো।

এদিকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর সমালোচনার মুখে পড়েন কিসিঞ্জার। তিনি নিজে পুরস্কার নিতে যাননি, পুরস্কারটি তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে পরে তিনি আবার সেটা ফেরতও পাঠাতে চেয়েছিলেন, যদিও তখন নোবেল কমিটি আর তা ফেরত নিতে চায়নি।

ভিয়েতনামের বিবদমান পক্ষগুলো প্যারিস চুক্তিকে গ্রহণ করেনি। কারণ, চুক্তির কোথাও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টির উল্লেখ ছিল না। প্রকারান্তরে দেশটির কোনো পক্ষই চুক্তিতে সম্মত হয়নি। বরং যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। উত্তরের বাহিনীগুলো দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সহায়তা হারিয়ে দক্ষিণ এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল উত্তরের যোদ্ধারা দক্ষিণের রাজধানী দখল করে নেয়। যুদ্ধে পরাজিত স্থানীয় নেতারা ও রয়ে যাওয়া মার্কিন সেনারা দ্রুত পলায়ন করে। অবশেষে লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটে।

নোবেল পুরস্কারের জন্য অনেক নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে কিসিঞ্জার ও থো-র নাম নির্বাচন করেন নোবেল পিস কমিটির সদস্য ও নরওয়ের শিক্ষাবিদ জন সানেস। নোবেল কমিটিকে পাঠানো টাইপ করা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ''উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র সংঘাতের ইতি টানার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আলোচনা থেকে বের হয়ে আসা একটি চুক্তির মাধ্যমে। তবে আমি এটাও জানি, এই যুক্তির ফলাফল কী হবে তা কেবল ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডই বলতে পারবে।

নোবেল কমিটির দলিল বিশ্লেষণ করে অসল্লোর পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক স্টেইন টোয়েনেসন বলেন, ''নোবেল কমিটি স্পষ্ট করেই জানতো প্যারিস চুক্তি শান্তি আনতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনার জন্যই কিসিঞ্জারকে মনোনীত করা হয়েছিল, ভিয়েতনামে শান্তি আনার জন্য নয়। আর থো-কে বাছাই করা হয়েছিল, কারণ, নোবেল কমিটি কিসিঞ্জারকে এককভাবে পুরস্কার দেওয়াটা সমীচীন মনে করেনি। নোবেল কমিটি কিভাবে এরকম বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা দেখে আমি বিস্মিত। - রয়টার্স

চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় কত দুর্নীতি হয়েছে স্পষ্ট করতে হবে - সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

আহসানুল ইসলাম টিটুর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভোগ্যপণ্য কেউ মজুদদারি করলে তার বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। রমজান মাসে যে পণ্যগুলো প্রয়োজন তাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মানুষ রোজার সময় যেন কষ্ট না পায়। ওই সময় যে পণ্যগুলো একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তা যেন জনগণ যথাযথভাবে পায় তার জন্য এসব পণ্য আমদানির এলসি খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ভোগ্যপণ্য আমদানির এলসি খুলতে কোনোরকম সমস্যা হচ্ছে না। মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পণ্যের যোগ্যমূল্যে এলসি খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেউ এটা নিয়ে অন্যরকম কিছু করতে গেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউ মজুদ করার চেষ্টা করলেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সমালোচনার মুখে ৪০ শতাংশ বেতন কম নেবেন অ্যাপলের টিম কুক

৬ পৃষ্ঠার পর

করবে, সেটার ওপর নির্ভর করবে। ২০২২ সালে টিম কুকের বেতন লক্ষ্যমাত্রা ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার করা হলেও তিনি বছর শেষে মোট ৯ কোটি ৯৪ লাখ ডলার পান। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খরচ ও ব্যক্তিগত জেট বিমানের খরচ বাবদ যথাক্রমে ৬ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ ডলার ও ৭ লাখ ১২ হাজার ৫০০ ডলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গত বছর টিম কুকের বেতন কমানোর দাবি জানাতে একটি শীর্ষ বিনিয়োগ উপদেষ্টা সংস্থা অ্যাপলের শেয়ার মালিকদের অনুরোধ করে।

ইনস্টিটিউশনাল শেয়ারহোল্ডার সার্ভিসেস (আইএসএস) প্রতিষ্ঠানটি অ্যাপলের শেয়ার মালিকদের চিঠি দিয়ে জানায়, টিম কুকের বেতন প্যাকেজের আকার ও কলেবর বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ আছে।

আইএসএস জানায়, অ্যাপলের একজন গড়পড়তা কর্মীর বেতনের তুলনায় টিম কুকের বার্ষিক বেতন ১ হাজার ৪৪৭ গুণ বেশি।অ্যাপলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস মারা যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে ২০১১ সালের আগস্টে টিম কুক প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পান।

চীনের কারখানায় করোনার কারণে লকডাউন, সরবরাহে বিঘ্ন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে গত ১ বছরে অ্যাপলের শেয়ারের দাম ২০ শতাংশেরও বেশি কমেছে।

৬২ বছর বয়সী টিম কুকের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ১৭০ কোটি ডলার। তিনি পুরো সম্পদ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেলস ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

‘মেইড ইন বাংলাদেশে’র নেপথ্যজনেরা

২০ পৃষ্ঠার পর

পুড়ে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর ১০ বছর, আর রানা প্লাজার ৯ বছর। অথচ এখনো দোষীদের শাস্তি হয়নি। যথাযথ বদল হয়নি ক্ষতিপূরণ আইনের।

অন্যদিকে মেইড ইন বাংলাদেশ উইক, নতুন নতুন বাজার সীমানা বৃদ্ধি, ৫০ এর সীমা পেরিয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারের শিল্প উন্নয়নের স্বপ্ন, ১৭৩টি সবুজ কারখানাসহ বিশ্বের নিরাপদতম সবুজ কারখানার দেশ হিসেবে স্বীকৃতি, জলবায়ু অভিঘাত বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০ লক্ষ্য নির্ধারণসহ বছর জুড়ে নানা আয়োজন। এর সবই এ খাতের অবনতি নয়, উন্নতিরই চিহ্ন।

সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০২২ সালের নভেম্বরে ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে রেকর্ড করেছে। এই রেকর্ড স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম। ২০২২ সালের জুলাই থেকে নভেম্বরে ৫ মাসে পোশাক খাতে রপ্তানি মূল্য ১ হাজার ৮৩৪ কোটি ডলারে পৌঁছে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ২০২২ ও ২০২৩ অর্থবছরের এই তথ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বরাত দিয়ে পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রকাশ করেছে।

২০২২-২০২৩ সালের রপ্তানি মূল্য ২০২১-২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগেরও বেশি বেড়েছে। এর কোনোটাই আষাঢ়ে গল্প নয়। কিন্তু এই সাফল্য কিংবা পরিপক্বতা কী কেবল মালিক-বায়ার ও সরকারের সুবিধার জন্য নিবেদিত? শ্রমিকদের বছর জুড়ে বাজারের সঙ্গে নিদারুণ নিষ্ঠুর বেঁচে থাকার লড়াই বলে এই পরিপক্বতার ভাগীদার শ্রমিক নন?

এতসব বলতে গিয়ে রোকেয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। ১৪২ বছরের আগে ১৮৮০ সালে এই অঞ্চলের নারীবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ রোকেয়ার জন্ম হয় রংপুরের পায়রাবন্দে। তিনি তার রচনা ‘চাষার দুঃখ’ এবং ‘এন্ডি শিল্পে’ দেখিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় ধনীর উন্নতিই যে দেশ ও জাতির উন্নতি নয়, সেই বিষয়টি। চাষা বা মজুরদের ‘গোয়াল ভরা ধান কিংবা গোয়াল ভরা গরু’ ছিল না, বরং দুর্দশার মধ্যে নিপতিত ছিল, সে দিক তুলে ধরেছিলেন। যেমনটা বর্তমান শক্ত সামর্থ্য পোশাকখাতে উন্নত বাংলাদেশে, ডিজিটাল বাংলাদেশে, স্মার্ট বাংলাদেশে কিংবা উন্নয়নের সোপানে এগিয়ে চলা বাংলাদেশেও শ্রমিকদের জীবনে দেখি। কিন্তু ওই সময় রোকেয়া তৎকালীন চাষা-মজুরের দুঃখ দূর করার পথ হিসেবে দেশীয় বাজার, দেশীয় শিল্প ও নারী শিল্প উদ্ধার, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও চরকা এবং চাষা-মজুরের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ফিরে আসি ২০২২ সালে। রপ্তানির এতো এতো উন্নয়নের গল্পের সামনে পোশাক শ্রমিকরা যখন নিজের হিস্যা দাবি করেন, তখনই শুনি অন্য কথা। মালিকরা তখনই নানা অজুহাত জুড়ে বসেন। কোনো বিপদেই তারা শ্রমিকদের দায়িত্ব নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। করোনাকাল থেকে মূল্যস্ফীতির কালে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। এমনকি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমিকরা যখন মিরপুর, গাজীপুর কিংবা উত্তরাসহ নানা শ্রমিকাঞ্চলে থেমে থেমে মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছে, তখন তাদের দাবি তো মানাই হয়নি, উল্টো তাদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতন। মন্ত্রী মহোদয় শ্রমিকদের শান্ত করতে মজুরি বোর্ড গঠন করার আশ্বাস দিয়েছেন। মালিক-সরকারের কেউ কেউ আন্দোলনকে বলছেন, ‘ষড়যন্ত্র’ বা ‘উস্কানি’। সরকার প্রধানও হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ‘আন্দোলনের কারণে কারখানা ও রপ্তানি বন্ধ হবে, তখন আম-ছালা দুটোই যাবে শ্রমিকদের। বেতন তো বাড়বে না বেতনহীন হয়ে যেতে হবে।’

ইউরোপ ও আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে কাপড় কিনছে কম। মালিক-সরকারের অনেকে বলছেন, এ অবস্থায় আন্দোলন হলে দেশ থেকে শিল্প নাকি অন্য দেশে চলে যাবে। এ যেন সেই পুড়নো জুজুর ভয়।

কিন্তু কে না জানে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোই বলছে বর্তমান সংকটের বাজারে অন্যসব রপ্তানিখাতে আঘাত আসলেও পোশাকখাত এগিয়ে যাচ্ছে। জাপান, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো দেশগুলোতে বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে, যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এর আগে চিলি, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আফ্রিকা ও রাশিয়াতেও নতুন বাজারের বিস্তার ছিল।

রাশিয়া ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলোতে রপ্তানি বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে ভারতে ১৯ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯৯ শতাংশ বেশি। এই ধারায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষে রপ্তানি ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় জুলাই-আগস্টে রপ্তানি হওয়া ৯ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬৯ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে জাপানে ৬০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৪৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সে হিসাবে জাপানে রপ্তানি বেড়েছে ৩৮ শতাংশেরও বেশি।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) অপ্রচলিত বাজরে পোশাক রপ্তানি ২৪৭ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৩১৯ কোটি ডলার হয়েছে। এ ছাড়া, মালয়েশিয়ায় ১০০ দশমিক ২১ শতাংশ, মেক্সিকোয় ৪৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ, ভারতে ৪৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ, ব্রাজিলে ৪৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। কেবল রাশিয়ায় যুদ্ধ প্রভাবে ৫০ দশমিক ৫৩ শতাংশ রপ্তানি কমেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮১ কোটি ডলার থেকে ৯০৭ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে ২০২২ সালের শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪৭ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রম ১১ দশমিক ৭১ শতাংশ ও ৩০ দশমিক ২৫ শতাংশ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে নানা সংকট, দেশে দুর্ভিক্ষের জুজু, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক জটিল পরিস্থিতিতে যখন দেশ বেহাল দশায়, তখন পোশাক শিল্পের এ ধরনের সুখ্যাতি ও তথ্য পোশাকখাতকে টেকসই শিল্প হিসেবেই বার্তা দেয়। কিন্তু এত কিছুর পরও ২০২২ সাল পর্যন্ত কোনো মজুরি বোর্ড গঠিত হয়নি। কখনোই শ্রমিকদের বিপদকালীন সময়ের জন্য মালিকরা তহবিল জন্য করেনি। না করোনাকালে, না দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টালমাটাল সময়ে।

দেশীয় অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার দায় নিতে বরাবর আবদার আসে পোশাক শ্রমিকদের কাছে। কিন্তু যখন লাভের জোয়ারে মালিকরা ভাসেন, তখন আর সেই লাভের ভাগীদার তারা হতে পারেন না। লাভ হলে তা ব্যক্তিগত, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হলে তা সামাজিক দায়ড় উদার অর্থনীতির এমনি ধারা বাংলাদেশের পোশাকখাতেও দেখা যায়।

২০২২ সাল জুড়ে দেশীয় বাজারে ছিল টালমাটাল দশায়। ওএমএসের ট্রাকের পিছনে দৌড়ানো কিংবা লম্বা লাইনের নিষ্ঠুর দৃশ্যই বলে জনগণ দুর্দশার কথা। এই বাজারে মাছ, মাংস, ফল, দুধ, মাখনের কথা বাদ দিয়ে কেবল চাল-ডাল-আটা-নুন-তেল-ডিমের হিসাব দেখলেই বোঝা যায়, শ্রমজীবীসহ দেশের মানুষ কী বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। প্রতিদিনের বাজার কাটছাঁট করে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে সবাই। এই অবস্থায় পোশাক শ্রমিকের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, তা বুঝতে বাকি থাকে না।

২০১৮ সালে পোশাক শ্রমিকদের বেতন ৫ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা করা হয় এবং তা কার্যকর হয় ২০১৯ সালে। ২০১৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর ও ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বরে টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, বাজারে ২০১৮ সালে চালের দাম ছিল ৪৪-৫৪ টাকা, যা ২০২২ সালে হয়েছে ৫২-৬০ টাকা। চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ। একইভাবে ডালের দাম বেড়েছে প্রায় ৯৭ শতাংশ, আটার দাম ১২০ শতাংশ, সয়াবিন তেলের বোতল ৮৬ শতাংশ, চিনির দাম ১১৪ শতাংশ।

ডিমের দাম ২০২২ সালে দফায় দফায় বেড়ে ৩৫ থেকে ৩৮ টাকা হালি হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালের আগস্টে পেট্রল, অকটেন, ডিজেলসহ জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ বেড়েছে। ফলে তখন থেকেই নিত্যপণ্যের দামও বেড়েছে দফায় দফায়। পরিবহনসহ সবখাতে খরচ বেড়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৩ মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। গত ১১ বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ। বাস্তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ও মূল্যস্ফীতি আরও বেশি।

এই যখন বাজারের হাল, তখন ২০১৮ থেকে ২০২২ সালে পোশাক শ্রমিকদের বেতন কিন্তু ৮ হাজার টাকাতেই আটকে আছে। বুঝতে বাকি থাকে না, পোশাক শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা কেমন। গত ৫ বছরে শুধু এই কয়টি পণ্যের বাজার দর লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি বলে দেয়, শ্রমিকের মজুরি পূনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে।

অথচ মালিকের উন্নয়নের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে মজুরি বৃদ্ধির কথা বললেই শুনতে হয়, ব্যবসা এখন কোনো রকম চললেও ‘সামনে বিপদের আশংকা’। লাভের ভাগ শ্রমিক না পেলেও ক্ষতির ভাগ সামষ্টিকভাবে শ্রমিকের কাঁধে চাপানোর কৌশলই চালু আছে।

রোকেয়া যখন চাষার দুঃখ লিখছেন, তখনও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ কৃষকের দুর্দশার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। রোকেয়া বলেছিলেন, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই ৭ বছরের ঘটনা, ৫০ বছর আগেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? রোকেয়ার লেখার একটা অংশ চাষার জায়গায় শ্রমিক লিখে পড়তে পারি। রোকেয়ার বিদ্রূপের ভাষাই যেন শ্রমিকদের জন্য মালিক-সরকার এবং বায়াররা বেদবাক্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেনড় ‘এ কঠোর মহীতে শ্রমিক (চাষা) এসেছে শুধু সহিতে। আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে জঠর অনলে দহিতে!!’

একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা আর শ্রমিককে কেবল সয়ে যেতে দেখতে চাই না। যেকোনো অর্থনৈতিক সংকটে যে শ্রমিক এমনিতেই পুষ্টিহীন জীবনযাপন করে, তাকে কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার মতো নিদারুণ তামাশা কোনোভাবেই মানা যায় না। সংযম যদি করতে হয়, তাহলে যারা ভোগ বেশি করেন, তাদেরকে সংযমী করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তৈরি করতে হবে বিশেষ জরুরি তহবিল। শ্রমিকের সংকট মোকাবিলায় নীতি-কাঠামো তৈরিসহ মালিক-সরকার-বায়ারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অবশ্যই নিতে হবে। জরুরি তহবিল গঠন করতে হবে। কারখানায় এবং সর্বত্র ভয় ও নিপীড়ন মুক্ত গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সক্ষমতা কেবল রপ্তানির হার বা মালিকের আয় বাড়িয়ে নিশ্চিত করলেই হবে না। বায়ারদের সঙ্গে দরকষাকষির সক্ষমতাও একইসঙ্গে বাড়াতে হবে শ্রমিকদের সামর্থ্য ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে। শ্রমিকের বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে শ্রমিক তার লাবণ্য, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা ধরে রাখতে পারেন। মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন নিপীড়নমূলক নীতিমালা সেল এবং অন্যান্য সুযোগ নারীদের জন্যও রাখতে হবে, যাতে অটোমেশনের ধাক্কায় নারী শ্রমিক ঝরে না পড়ে। শ্রমিকের মজুরি বাড়লে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, অর্থনীতিও গতি পাবে।

রেশন, মহার্ঘভাতা, জীবন বিমা, পেনশন, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থার মতো জরুরি ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দরকার।

সম্প্রতি শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো নতুন মজুরি বোর্ড গঠন ও ২৫ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণের যুক্তিসঙ্গত দাবি তুলেছে। কারণ শ্রমিকের জীবনমান না বদলে, দুর্দশায় রেখে কেবল রপ্তানি বা মালিকের আয় বাড়লে কিংবা শ্রমিকের স্বার্থে আইন ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে, কথা বলার অধিকার না থাকলে, নিজের মাটিতে কিংবা বিশ্ব দরবারে কোথাওই মাথা উঁচু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় না। উল্টো মাথা নিচুই হয়।

আমাদের দেশে পোশাকখাত নিয়ে মাথা উঁচু করতে হলে মালিক-বায়ার-সরকার, ৩ পক্ষকেই দায় নিতে হবে। বর্তমান সময়ের উদ্যোক্তারা পরিপক্বতার পরিচয় তখনই পূর্ণভাবে দেবেন, যখন শ্রমিকদের জীবনমান, মজুরি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। তখন ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’র নেপথ্যজন পোশাক শ্রমিকরা পর্দার আড়াল থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে আসবে। তাসলিমা আখতার; সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি এবং আলোকচিত্রী, দ্য ডেইলি স্টার এর সৌজন্যে

তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি, বিএনপির করণীয়

২২ পৃষ্ঠার পর

তিনি সেই ১/১১ থেকে ক্রমাগতভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে চলেছেন। ভুল থেকে শিক্ষা এবং ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে তিনি যে নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সেই ২০০৭ সাল থেকে আজ অবধি তার ঘোরতর শত্রুও তার নৈতিক অবক্ষয়, অনৈতিক-অবৈধ এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডের একটি ক্ষুদ্রতর সূত্রও খুঁজে পায়নি। অন্য দিকে, তার প্রতিপক্ষদের অন্যায় অপকর্ম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় এমন কুখ্যাতি পেয়েছে যে, সে অপকর্মের আন্তর্জাতিক গডফাদার-গডমাদারদের ধারণাই পাল্টে গেছে।

তারেক রহমানের বিবর্তনের পাশাপাশি বিএনপির বিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়। বিএনপির এই মুহূর্তে কী করা উচিত এমনতর প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে আপনি ১০০ জনের কাছ থেকে ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ পাবেন। অথবা সবাই বলবেন, বিএনপি যা করছে তা ঠিকই আছে। বিএনপি সম্পর্কে এ ধরনের পরামর্শের অর্থ, বিএনপি ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল সময় পার করছে এবং সেই জটিল সময়ের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে চলমান সময়ে বিএনপি যেসব অভিনব ও অবিশ্বাস্য কর্মসূচি দিয়ে চলেছে যা কি না সরকারকে রীতিমতো নাস্তানুবুদ করে তুলছে তা কোনো সাধারণ মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে না কিংবা একক মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে না এবং এটাই হবে বিএনপির সফলতার অন্যতম মূল কারণ।

নিবন্ধের উপসংহারে এবার বাকশালের গল্প বলছি। বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হুজুগে বাঙালির মধ্যে বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়ে গেল। বত্রিশ নম্বরে একটি বড় খাতা রাখা হলো, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সারা দেশ থেকে এসে সারা দিন লাইনে দাঁড়িয়ে সেই খাতায় নাম লেখাত। কোনো কোনো দিন সেই নাম লেখানোর লাইন এত বড় হতো যে, বত্রিশ নম্বর থেকে কলাবাগান মাঠ পর্যন্ত দীর্ঘতর হয়ে পড়ত। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের আগের কয়েকটি দিনে নাম লেখানোর হিড়িক এতটাই বেড়ে গিয়েছিল এবং অপেক্ষমাণ হুজুগে বাঙালির লাইন এতটাই দীর্ঘ হয়েছিল যা বত্রিশ নম্বরে রক্ষিত খাতা ধারণ করতে পারছিল না। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য। দৈনিক নয়াদিগন্ত’র সৌজন্যে

এক দিনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার

১৩ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকগুলো এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তাই সরকারের ট্রেজারি বিল-বন্ড কিনে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ না বেড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ টাকা ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পদ এবং দায় সবসময় সমান থাকে। সরকার যে ট্রেজারি বিল-বন্ড দিচ্ছে সেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পদে পরিণত হচ্ছে, অন্যদিকে এর বিপরীতে সমপরিমাণ টাকা ইস্যু করা হচ্ছে। এর ফলে বাজারে নতুন টাকা ঢুকলেও যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছে, তাই এর বিপরীতে সরকারের ঋণের মাধ্যমে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বাজারে নতুন সরবরাহ করা হয়েছে। সেই হিসাবে বাজারে নতুন টাকার সরবরাহ বাড়লেও টাকার প্রবাহ কমেছে। ফলে এ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার বেশি ঋণ নিলেও মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা নেই। কেননা, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ডলার বিক্রি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে টাকা না তুলত, তাহলে সরকারের এই ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই কিনে নিত। তখন সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের মাত্রাতিরিক্ত ঋণ নেওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর কালবেলাকে বলেন, সরকার বিভিন্ন ব্যয় মেটাতে আগে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সঞ্চয়পত্র থেকে বেশি ঋণ নিত। এ দুটো খাতে সরকারের সুদ পরিশোধে ব্যয় বেশি বলে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ঋণ নিচ্ছে। সেটা আরও বেশি ভয়াবহ। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিলে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি রয়েছে। এ অবস্থায় সরকারকে রাজস্ব আদায়ে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। একই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেসবাউল হক কালবেলাকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করে বাজার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। এখন যদি ট্রেজারি বিল-বন্ডের মাধ্যমে বাজার থেকে আরও টাকা তুলে নেওয়া হয়, তাহলে বাজারে তারল্য সংকট তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজই হচ্ছে, মুদ্রানীতি ঠিক রাখার জন্য কখন বাজারে টাকা ছাড়া হবে, আবার কখন টাকা তুলে নিতে হবে সে ব্যাপারে কাজ করা। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাজারে টাকার সরবরাহ বিবেচনা করেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারি বিল-বন্ড নিজেই কিনে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তা আবার বাজারে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার যে পরিমাণ ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তা এখনো সীমার অনেক নিচে রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচ্য সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিবর্তে উল্টো পরিশোধ করা হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৫৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। যদিও আগের অর্থবছরের একই সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিয়েছিল ২৮ হাজার ৬৮৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করায় সরকারের নিট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ২৪৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এদিকে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি, সঞ্চয়পত্র থেকে ৩৫ হাজার কোটি এবং অন্যান্য খাত থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।সুত্র কালবেলা

হুন্ডি ঠেকাতে রেমিট্যান্সের প্রণোদনা ৫ শতাংশ করার সুপারিশ

১৩ পৃষ্ঠার পর

পরামর্শ দিয়ে দূতাবাস বলেছে, বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেশে আসে। তাই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেন আরও কঠোরভাবে মনিটর করতে হবে। দৈনিক বা মাসিক লেনদেনের সীমা যতদূর সম্ভব কম রাখা এবং অবৈধ অর্থের বিতরণের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ফৌজদারি শাস্তির ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে চিঠিতে। এ ছাড়া প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার ব্যয় মেটাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মতো স্বল্পসুদে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে বৈধ পথে পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে তা পরিশোধের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাবও করা হয়েছে। রেমিট্যান্সপ্রবাহ স্বাভাবিক পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত প্রবাসী যাত্রীদের ব্যাগেজ রুলের আওতায় স্বর্ণের বার বহন নিরুৎসাহিত করা এবং হুন্ডির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে শাস্তির দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি একটি সরকারি ব্যাংকের রেমিট্যান্স হাউস ও দুটি বেসরকারি ব্যাংকের মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশ দূতাবাসের এসব সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে। এই তিন প্রতিষ্ঠানের সুপারিশও দূতাবাসের চিঠিতে সংযুক্ত করা হয়। জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সভাপতি মোহাম্মদ আবুল বাশার দৈনিক বাংলাকে বলেছেন, ‘জনশক্তি রপ্তানিতেও দেশে সুবাতাস বইছে। বিদায়ী ২০২২ সালে আমরা সাড়ে ১১ লাখ লোককে কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছি। কিন্তু অবৈধ হুন্ডির কারণে সে তুলনায় রেমিট্যান্স বাড়ছে না। প্রণোদনার পরিমাণ ৫ শতাংশ করলে হুন্ডি বন্ধ হবে বলে আমি মনে করি।’- সুত্র দৈনিক বাংলা

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

মার্কিন কর্মকর্তার ঢাকা সফর: মানবাধিকার পরিস্থিতি, সুশাসন ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা

৮ পৃষ্ঠার পর

চলেছে বাংলাদেশ : এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল বলেন, দেশ দু'টির সঙ্গে বাংলাদেশের ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক রাখা চ্যালেঞ্জিং। তা সত্ত্বেও দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং আগামী দিনেও তা অব্যাহত রাখতে চায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারসাম্যের কূটনীতির কারণে এখন অনেকেই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম দেশে পরিণত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে জানিয়ে বলেন, কেউ এগুলো হাতছাড়া করতে চান না। মঙ্গলবার নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এটা আমাদের জন্য সুখবর যে, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেছেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এখন ঢাকায় আছেন। মার্কিন সরকারের একজন প্রতিনিধি ঢাকায় আছেন (গতকালই ফিরে গেছেন)। এ মাসে আরও কয়েকজনের আসার কথা রয়েছে। তাদের সবার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। আমরা আমাদের সেই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চাই। আমরা সবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই।

বাংলাদেশ তার ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে দৃঢ়তার সঙ্গে এমন দাবি করে মন্ত্রী বলেন, তাদের (মার্কিন ও চীন) নিজস্ব সমস্যা থাকতে পারে, এটা তাদের মাথাব্যথা, আমাদের নয়। আমরা উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক উক্তি: 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি সমপ্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা এই নীতিতে বিশ্বাস করি। মার্কিন কর্মকর্তা আইলিন লাউবাচারের সফরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নে মন্ত্রী মোমেন বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন এক বছর পর অনুষ্ঠিত হবে এবং গত ১৪ বছরে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ।

জনগণ ও সব দলের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ উন্নত করা যেতে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে চায় এবং সেজন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৪ বছরে অসামান্য উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে জনগণ তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আওয়ামী লীগকে পুনরায় নির্বাচিত করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, আমরা মানুষকে বিশ্বাস করি। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে। আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল। আমরা কখনই পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসিনি। সূত্র : মানবজমিন

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সহিংসতা-নিপীড়ন বেড়েছে - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

৮ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতাসীন সরকার। গত বছরের নভেম্বরে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট ফেসবুকে 'রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার' অভিযোগে প্যারিসে বসবাসরত বাংলাদেশের ব্লগার পিনাকী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ডিএসএ-এর অধীনে মামলা দিয়েছে।

এ ছাড়া ওই একই সময়ে ঢাকাতেও দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলেছে, বিদেশে বসে যারা 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপ করছে, তাদের তালিকা তরি করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সরকার মানবাধিবার সংস্থাগুলোর ওপরেও চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংগঠনটি বলেছে, মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' এর নিবন্ধন নবায়ন করেনি সরকার।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অভিযোগ করে বলেছে, বাংলাদেশের কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে, নির্বিচারে দোকানপাট ভেঙে ফেলছে এবং রোহিঙ্গাদের চলাফেরায় বাধা দিচ্ছে। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবি) সদস্যরা শরণার্থীদের কাছে চাঁদাবাজি করছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করছে ও নির্যাতন করছে।

গত বছর বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৮ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসান চরে স্থানান্তরিত করেছে। সেখানে সব মিলিয়ে অন্ত ২৮ হাজার শরণার্থী রয়েছে। কিন্তু সেখানে খাদ্য ও ওষুধের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

শরণার্থীরা নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের অবাধ চলাচলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) চাইলেও শরণার্থীদের মূল ভূখণ্ডে ফিরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারছে না। তারা দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি, হুমকি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে রোহিঙ্গারা। সূত্র : সাম্প্রতিক দেশকাল

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে তিন ধাপ এগুলো বাংলাদেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারেন। সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে সূচকের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই দুই দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৯২টি দেশে ভিসা ছাড়া অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় প্রবেশ করতে পারেন।

যৌথভাবে সূচকের তৃতীয় স্থানে আছে জার্মানি এবং স্পেন। এই দুই দেশের পাসপোর্টধারীরা বিশ্বের ১৯০টি দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়া যৌথভাবে ফিনল্যান্ড, ইতালি ও লুক্সেমবার্গ তৃতীয় এবং অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

আর ৬ষ্ঠ স্থানে আছে যৌথভাবে ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল ও বৃটেন। এই চার দেশের নাগরিকরা বিশ্বের ১৮৭টি দেশে ভিসা ছাড়া অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় ভ্রমণ করতে পারেন। হ্যানলির এই সূচকে যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, চেকপ্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড যৌথভাবে সপ্তম স্থানে আছে। এসব দেশের পাসপোর্টধারীরা বিশ্বের ১৮৬টি দেশে ভিসা ছাড়া অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় প্রবেশ করতে পারেন।

এদিকে এই তালিকায় ভারতের অবস্থান ৮৫তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১০৩তম। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ১০৩তম, আফগানিস্তান ১০৯তম, মালদ্বীপ ৬১তম, ভুটান ৯০তম স্থানে রয়েছে। শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকের একেবারে তলানিতে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান। এছাড়া ইরাক ১০৮তম, সিরিয়া ১০৭তম, পাকিস্তান ১০৬তম ও ইয়েমেন ১০৫তম স্থানে রয়েছে। সূত্র : মানবজমিন

'দেউলিয়া সরকার' বনাম 'ডিম পাড়া' ৫৪ দলের রাজনীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

আরো সক্রিয় করবে। তাদের কথা, "এবার কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন তারা হতে দেবে না।" কারণ, তারা, মনে করে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তাই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য তারা সর্বোচ্চ আন্দোলন গড়ে তুলবে। তাদের চিন্তা, এর মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপও আরো বাড়বে।

এদিকে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা এরইমধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং বিএনপির আন্দোলন মোকাবেলার কাজ এক সঙ্গেই করবে। সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন আছে। আর মামলাগুলোর মাধ্যমে বিএনপিকে আদালত চত্বরে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করবে।

পররষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশি দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় করা হয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায়। এর ইমধ্যে ছোট ছোট জোটকে নির্বাচনের পক্ষে মাঠে নামানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

শেষ পর্যন্ত কী হবে : বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, "সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে। আমরা ক্রমান্বয়ে আন্দোলন আরো তীব্র করবো।" তার কথা ,চ সরকার পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে কিছুই করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। আসলে সরকারের হাতে কোনো নিজস্ব কর্মসূচি নাই। তাই বিএনপির কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে। তারা পায়ে পাড়া দিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে। তারা হামলা, দমন, নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না।"

তিনি বলেন, "যুগপৎ আন্দোলনে অনেকেই যোগ দিয়েছেন। ধাপে ধাপে আরো দেবে। যুগপৎ আন্দোলনের এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা নতুন কৌশল নির্ধারণ করবো পরিস্থিতি বুঝে। তখন সেটা ভিন্ন রূপেও হতে পারে।"

এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, "কেউ যদি আমাদের কর্মসূচিকে বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি মনে করে, করতে পারে। কিন্তু আমরা নৈরাজ্য ও জ্বালাও-পোড়াও প্রতিরোধে মাঠে আছি, থাকবো। কারণ, তারা অতীতে যা করেছে তাতে তাদের বিশ্বাস করা যায় না।"

তিনি দাবি করেন, "আওয়ামী লীগ এরইমধ্যে নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। সারাদেশের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনের কাজ শুরুর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন আমরা সারা দেশে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ ও বিএনপির নৈরাজ্যের ঘটনা তুলে ধরবো। নির্বাচনের প্রস্তুতি আর নৈরাজ্য প্রতিরোধে আমরা মাঠে আছি।"

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয় না। একটি দলের ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলনে সাধারণ মানুষ সাড়া দেয় না। তাই বিএনপির আন্দোলনে সাধারণ মানুষ নেই। তাদের এই আন্দোলন সফল হবে না।"- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

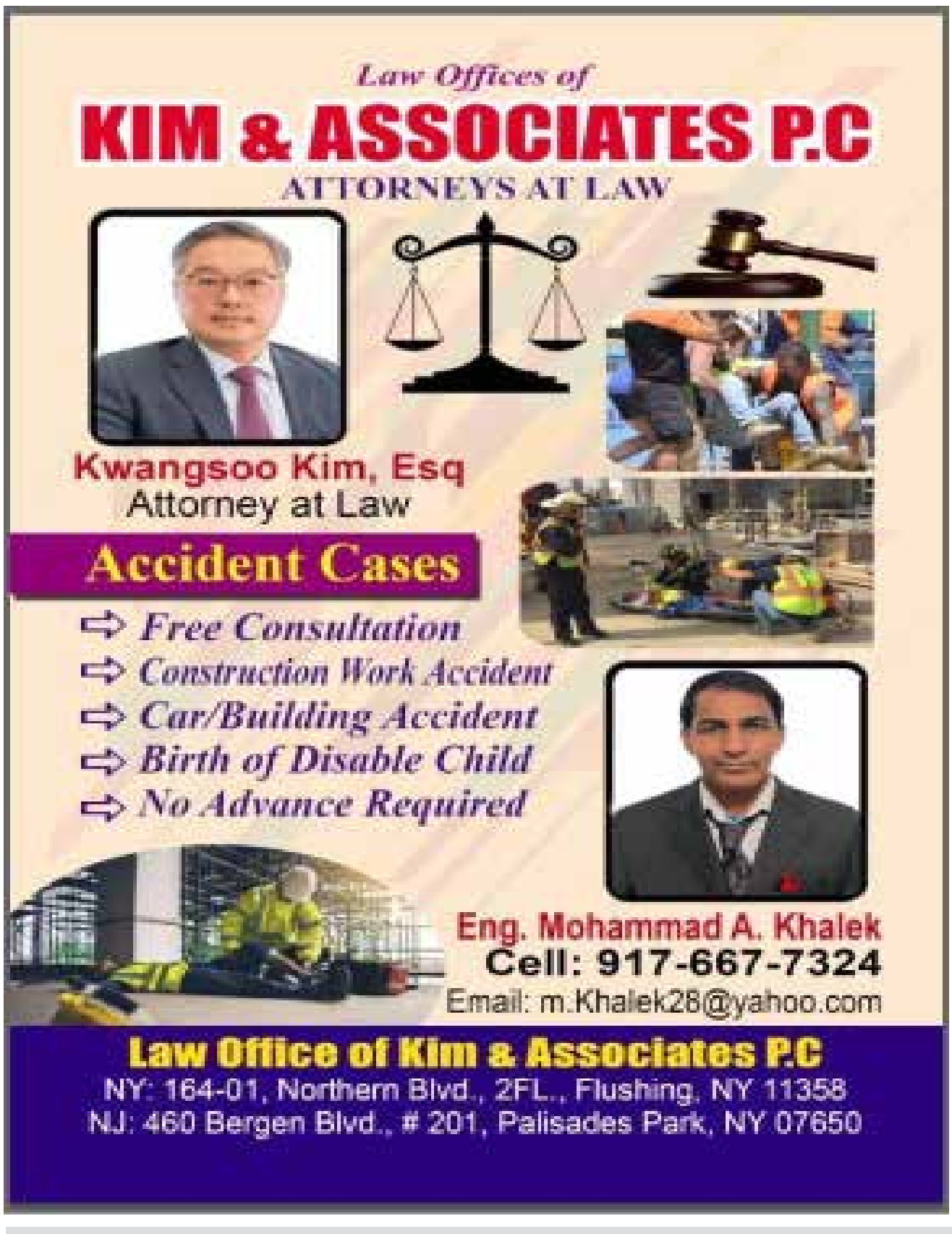

স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের জন্য লড়ছেন এশিয়ার তিন নারী সাংবাদিক

১১ পৃষ্ঠার পর

ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসার সঙ্গে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম ও ভারতের রানা আইয়ুবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে কাজ করা ১১৯টির বেশি সংস্থা ও সংগঠনের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক আইএফইএক্স। ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আইএফইএক্সের আঞ্চলিক সম্পাদক মং পালাতিনো লিখেছেন, ২০২২ সালে করোনা মহামারি বহু মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে অঞ্চলজুড়ে রাজনৈতিক সংকট ও সরকারি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও দেখা গেছে। দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের পতনের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে, সাংবাদিকেরা দুর্নীতি প্রকাশ করেছেন, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন নারী এবং এসব আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছে সুশীল সমাজ।

এ আলোচনায় আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠনে ভূমিকা রাখা তরুণ শিক্ষার্থী এবং মিয়ানমারে জান্তা সরকারের নিপীড়ন ও হুমকির মধ্যে কাজ করে যাওয়া নারী সাংবাদিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের রানা আইয়ুব, বাংলাদেশের রোজিনা ইসলাম এবং ফিলিপাইনের মারিয়া রেসার কথা। বলা হয়েছে, তাঁদের মতো নারী সাংবাদিকেরা সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহির মুখোমুখি করতে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা রেখেছেন। সাংবাদিকতার জন্য নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর তাঁরা বিপুলভাবে জনতার সমর্থন পেয়েছেন। মানুষের ঐক্যের এই শক্তি রাষ্ট্রীয় আক্রমণকে রুখে দেওয়ার সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। সূত্র দৈনিক প্রথম আলো

অ্যান্টি-করাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড, মার্কিন সরকারের পুরস্কারজয়ী রোজিনা ইসলামকে সংবর্ধনা

১১ পৃষ্ঠার পর

বদলে যাচ্ছে, আমাদের সাংবাদিকতা, কাজের ধরনও বদলে যাচ্ছে। এই বদলে যাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করা কঠিন।' প্রথম আলো সম্পাদক আরো বলেন, রোজিনা ইসলাম আরও ভালো সাংবাদিকতা করুকড়্যা প্রথম আলোকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে, তাঁর সুনাম আরও সুদৃঢ় করবে।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারটি পেয়েছেন রোজিনা ইসলাম। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে (বাংলাদেশ সময় গত ৯ ডিসেম্বর রাতে) যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে রোজিনা ইসলামসহ আটজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

প্রথম আলোর দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, রোজিনা ইসলাম প্রথম আলোর আন্তর্জাতিক প্রচ্ছদ। তাঁকে যখন হেনস্তা করা হলো, সহকর্মীরা পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তির পর রোজিনা বলেছিলেন, তাঁর সাংবাদিকতা অব্যাহত থাকবে। তাঁর সাংবাদিকতা অব্যাহত আছে, পুরস্কারও অব্যাহত আছে। রোজিনার এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সত্যিই এক গর্বের বিষয়।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন বলেন, 'রোজিনা ইসলামের এই পুরস্কার আমাদের উজ্জীবিত করেছে। প্রথম আলোতে তাঁর মতো যদি আরও অনেক সাংবাদিক তৈরি হয়, তাহলে প্রথম আলোর অগ্রগতি কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে রোজিনা ইসলাম বলেন, 'প্রথম আলোর কারণে এবং প্রথম আলোতে আমার প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হয়েছিল বলেই আমি এই সম্মাননা পেয়েছি। এই পুরস্কারপ্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।'

অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর হেড অব রিপোর্টিং টিপু সুলতান বলেন, 'আমরা সবাই রোজিনার মতো বা তাঁর চেয়েও ভালো কাজ করার চেষ্টা করব।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রথম আলোর ইংরেজি বিভাগের প্রধান আয়েশা কবির, বিশেষ প্রতিনিধি ইফতেখার মাহমুদ। - দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ২০২২ সালে ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতির শিকার যুক্তরাষ্ট্র

৬ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে যে আবহাওয়াগত বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তারই ফলে যুক্তরাষ্ট্র এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েছে। সংস্থাটি বলছে, ২০২২ সালে মোট ১৮টি আবহাওয়াগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে হারিকেন আয়ানের সময়। সে সময় ১২৩ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অন্যদিকে গত অক্টোবর মাসে হারিকেন আইয়ান ফ্লোরিডা, সাউথ এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় আঘাত হানে। এসব ঘটনায় বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছে। এনওএএর ন্যাশনাল সেন্টারস ফর এনভায়রনমেন্টাল ইনফরমেশন (এনসিইআই) নিজেদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ১৬৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিয়ে বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ২০২২ সাল। বাদবাকি দুটি স্থানে রয়েছে ২০১৭ সাল (ঘূর্ণিঝড় হার্ভে ও ইরমা) এবং ২০০৫ সাল (ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা)। ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের রিপোর্টে বলেছে, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে এসব স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। সব এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখবে বলে শঙ্কা সংশ্লিষ্টদের।

মুনাফার জন্য তেল কোম্পানি 'এক্সনমোবিল' সত্য চেপে মিথ্যা বলে আসছে ৪০ বছর ধরে

৬ পৃষ্ঠার পর

সরকারকে 'জ্ঞাতসারে বিভ্রান্ত' করেছে। তাদের কাছে এই সব ভয়ঙ্কর তথ্য ছিল, কিন্তু তারা জনসমক্ষে ভিন্ন কথা বলেছিল।' এর আগে এক্সনমোবিলের কিছু নথি পাওয়া যায়। তাতে অভিযোগ ওঠে সংস্থাটি জলবায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ ছড়াতে চেয়েছিল। কোম্পানির একটি অভ্যন্তরীণ নথিতে দেখা গেছে, গ্রিনহাউস প্রভাব সম্পর্কে 'বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তার ওপর জোর দেওয়ার অবস্থান' নির্ধারণ করেছে এক্সন। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্যের ওপর সন্দেহ ছড়ানো কোম্পানির নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একাডেমিক জার্নাল সায়েন্সে প্রকাশিত গবেষণাটি আরও বলেছে, দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উষ্ণ পৃথিবীকে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব এড়াতে কী মাত্রায় কার্বন নির্গমন হ্রাস করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও কোম্পানিটির আগেই যুক্তিসঙ্গত ধারণা ছিল। এক্সনমোবিল জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে ২০১৫ সালে সাংবাদিকেরা এমন প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এরপর অধ্যাপক ওরেসকেস ও সুপ্রান গবেষণাটি চালিয়েছিলেন। ওই দুই গবেষক ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এক্সনমোবিলের ১০০টিরও বেশি নথি বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক ওরেসকেস বলেছেন, তারা গবেষণায় দেখেছেন, ওই তেল কোম্পানি অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে এবং এর সত্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে একে 'অনুমানমূলক' বা 'খারাপ বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছে। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের একটি আদালত রায়ে বলেছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে মিথ্যা বলার অভিযোগে এক্সনমোবিলকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

কী কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট বিপর্যয়, তদন্ত চান বাইডেন

৬ পৃষ্ঠার পর

যায়। ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হওয়ার তথ্য জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টও দিতে শুরু করেন অনেক যাত্রী।

তবে বুধবার সকাল ৯ টা থেকে ধীরে ধীরে ফের স্বাভাবিক হওয়া শুরু করে ফ্লাইট চলাচল। এফএএর এক বিবৃতিতে বলা হয়, ফ্লাইট চলাচল বন্ধের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের অনুমান, এফএএ'র ওয়েবসাইটে সাইবার হামলার হওয়াই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। এই অনুমান সঠিক কিনা, নিশ্চিত হতে সংবাদ সম্মেলনে বাইডেনকে প্রশ্নও করেন একাধিক সাংবাদিক। জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি সত্যিই জানি না, ঠিক কী কারণে এত বড় বিপর্যয় ঘটল। এ কারণেই ব্যাপারটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, (প্রকৃত কারণ) আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারব।' সূত্র : রয়টার্স

বাইডেনের কাগজপত্রের তদন্তে গঠিত বিশেষ কাউন্সিলে থাকছেন ট্রাম্পের পরিচিত মুখ

৭ পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটল ভবন আক্রমণে ট্রাম্পের ভূমিকার তদন্তে বিশেষ কৌসুলী হিসাবে কাজ করার জন্য জ্যাক স্মিথের নাম প্রস্তাব করেছিলেন গারল্যান্ড । ওয়াশিংটনে বিচার বিভাগের সদর দফতরে বক্তৃতাকালে, অ্যাটর্নি জেনারেল গারল্যান্ড বলেন "উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে , কারণ আমাকে এবং আমার দফতরকে প্রেসিডেন্টের কাছেই রিপোর্ট করতে হয়। তাই তদন্তের তদারকি করার জন্য একজন স্বাধীন প্রসিকিউটরের প্রয়োজন ছিল।"

বাইডেন তার ডেলাওয়্যার বাড়িতে বা ওয়াশিংটনের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইডেন সেন্টার ফর ডিপ্লোমেসির অফিসে নথিগুলি নিয়ে যাওয়ার সাথে জড়িত ছিলেন কিনা তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান তদন্তের মধ্যে গারল্যান্ডের এই ঘোষণাটি সামনে এসেছে। বিশেষ পরামর্শদাতারা হলেন অন্যান্য ফেডারেল প্রসিকিউটরদের তুলনায় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে উচ্চ-প্রোফাইল তদন্তের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

যদিও তারা শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ। বাইডেনের বিশেষ কৌঁসুলি প্রায় ১০টি নথি পরীক্ষা করবেন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা মেমো এবং গোপন কম্পার্টমেন্টেড তথ্য হিসাবে চিহ্নিত কিছু উপকরণ এবং গ্যারেজে থাকা এবং একটি স্টোরেজ স্পেস থাকা অপ্রকাশিত কিছু নথি। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য থেকে, বাইডেনের কেস এবং ট্রাম্পের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। ট্রাম্প শত শত শ্রেণীবদ্ধ নথি গোপন করেছিলেন যার জেরে তার বিরুদ্ধে এফবিআই অনুসন্ধান শুরু হয় । বিপরীতে, বাইডেন যখন সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি এবং তার আইনজীবীরা সক্রিয়ভাবে ওবামা প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত ক্লাসিফায়েড নথিগুলি ফেরত দিয়েছিলেন। বাইডেনের ব্যক্তিগত আইনজীবীরা ২ নভেম্বর পেন বাইডেন সেন্টারে নথির প্রথম সেটটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং জাতীয় আর্কাইভস ও বিচার বিভাগকে সতর্ক করেছিলেন। আর্কাইভগুলি পর্যালোচনা করার জন্য গারল্যান্ড ট্রাম্প-নিযুক্ত মার্কিন অ্যাটর্নি জন লাউশকে দায়িত্ব দেন । বাইডেনের আইনজীবীরা ২০ ডিসেম্বর ডেলাওয়্যারে অতিরিক্ত শ্রেণীবদ্ধ নথি খুঁজে পান। ৫ জানুয়ারী, লাউশ সুপারিশ করেন যে গারল্যান্ড তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কাউন্সেল নিয়োগ করুন।

বাইডেনের ব্যক্তিগত অ্যাটর্নিদের জাতীয় আর্কাইভ সংক্রান্ত তাত্ক্ষণিক বিজ্ঞপ্তি ইঙ্গিত করে হোয়াইট হাউস "সঠিক উপায়ে বিষয়টি পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। বিশেষ কাউন্সিল অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে, বাইডেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন: "আমি শিগগিরই এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পাবো । লোকেরা জানে আমি শ্রেণীবদ্ধ নথিগুলি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। আমি বিচার বিভাগের পর্যালোচনার সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি।চ হুর প্রসিকিউটরিয়াল ক্যারিয়ারে সহিংসতা, মাদক পাচার এবং গার্হস্থ্য সন্ত্রাসের পাশাপাশি সাদা-কলার অপরাধ যেমন জালিয়াতি, ট্যাক্স অপরাধ, সম্পত্তি চুরি এবং জনসাধারণের দুর্নীতি সহ মামলাগুলি নিয়ে কাজ করেছেন। হুর হার্ভার্ড কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং স্ট্যানফোর্ড থেকে আইন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের সময় বিচার বিভাগের ফৌজদারি বিভাগ চালাতেন। সেইসময়ে প্রধান বিচারপতি উইলিয়াম রেহনকুইস্টের জন্য ক্লার্ক হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি । সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

যতদিন খুশি ছুটি কাটাতে পারবেন মাইক্রোসফটের কর্মীরা

৬ পৃষ্ঠার পর

সব ধরনের বেতন স্কেলে থাকা কর্মীরা এ সুবিধা পাবেন। তবে যারা ঘণ্টা হিসাবের চুক্তিতে কর্মরত আছেন অথবা যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত মাইক্রোসফটের হয়ে কর্মরত তারা এ সুবিধা পাবেন না। মাইক্রোসফট এ সুবিধাকে বলছে 'ডিসক্রেশনারি টাইম অফ'।

কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া ওই ই-মেইল বার্তায় ক্যাথলিন লেখেন, 'কীভাবে, কখন এবং কোথায় আমরা আমাদের কাজ করছি সেবিষয়ে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। আমাদের যেহেতু পরিবর্তন হয়েছে সেহেতু ছুটি বিষয়ক নীতিমালা আধুনিকায়নের মাধ্যমে আরও সহজীকরণ করাই ছিল পরবর্তী স্বাভাবিক পদক্ষেপ।'

মাইক্রোসফট আগামীতে কর্মীদের বছরে ১০ দিন সাধারণ ছুটি দেবে। সেটা করপোরেট হলিডে, অনুপস্থিত থাকা, অসুস্থ এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক ছুটি এবং বিচারিক কাজ সম্পর্কিত ছুটি।

বিএনপি কাছে চায়, বামরা দোটানায়

১০ পৃষ্ঠার পর

রাখার কথা আমরা বলছি। আমরা যে দশ দফা দাবি দিয়েছি, তাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। বিএনপির ২৭ দফায় সেসব নেই। বিএনপির সঙ্গে আমাদের দফাগুলোর পার্থক্য সেখানে।'

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'জোট, মহাজোটের কোনো প্রশ্ন আমাদের নেই। আমরা চাই একটা বড় বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে। যাদের কাজ হবে, একটা নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তবে বিএনপির সঙ্গে আমাদের জোটের বা ঐক্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তারা যে রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা দিয়েছে ,তাতে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রশ্ন নেই। তারা কী বলেছে, তারা কালো টাকা সাদা করবে না? নির্বাচনে কালো টাকা বা পেশি শক্তির কোনো ব্যবহার হবে না? তারা সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি নিয়ে পথ চলবে না। বামরা নিজস্ব ধারায় এগিয়ে যাবে।'

ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেকও বিএনপির সঙ্গে প্রথম সারির বাম দলের জোট হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন।

তিনি বলেন, 'প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী বাম দলগুলো কখনও বিএনপির সঙ্গে যাবে না। আমরা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিশ্চয়ই এমন কাউকে বসাব না, যে একই ধারায় হত্যা-নির্যাতন অব্যাহত রাখবে।'

বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, গণমুক্তি ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ- এ সাতটি দল মিলে নতুন একটি বাম মোর্চা গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই বাম দলগুলোও বিএনপির সঙ্গে জোটে যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-কথা জানিয়েছেন গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু।

তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম আমাদের করতে হবে। তা না হলে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব না। আমরা সেই দাবিতেই আন্দোলন করছি নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায়।'

'বলার সময় এখনও আসেনি' : এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসার পর শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও নাজমুল হক প্রধানের বাংলাদেশ জাসদকে পাশে পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিএনপি। তবে এতে এখনও সাড়া দেয়নি এ দল। বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলছেন, 'নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, কী হবে সামনে, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তাই কার সঙ্গে কোন ধরনের জোট হবে, না কি যুগপৎ আন্দোলন হবে, তা এখনই আমরা চূড়ান্ত করে বলতে পারি না।'

এ প্রসঙ্গে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, 'বিএনপি না কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের জোট হবে, তা এখনও বলার সময় আসেনি। এর আগে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আমরা কিন্তু জোটের বাইরে স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকে নির্বাচন করেছি। ভোটে অংশ নিতে জোটভুক্ত হতে হবে, এমন প্রশ্ন নেই।'

সংশয়ে বাম নেতা ও তাত্ত্বিকরা : এদিকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ধারা থেকে সরে আসায় বামদলগুলো ক্রমাগত জনসমর্থন হারাচ্ছে বলে মনে করছেন প্রবীণ বাম নেতা ও তাত্ত্বিকরা। এ রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে সিপিবির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য (বর্তমানে নিষ্ক্রিয়) সহিদুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'বাম রাজনীতির কোনো ধারা এখন পরিষ্কার না। তারা নির্বাচনের আগে কোন জোটে যাবে, আলাদা কোনো জোট গঠন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিবে কি না, তা পরিষ্কার করে জনগণের কাছে বলছে না। এটা আমি বলব, এক ধরনের অসৎ রাজনীতি। নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে বাম ধারার আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না।' বাসদের (মাহবুবুল) এক আলোচনা সভায় সম্প্রতি সিপিবি সভাপতি শাহ আলম বাম দলগুলোর ঐক্য নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'রাজনৈতিক বাস্তবতায় বামপন্থিদের অবস্থান হয়তো দুর্বল। তবে পাওয়ার গেমের রাজনীতিতে আমাদের ঐক্যের দরকার ছিল।'

ওই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'বামপন্থি আন্দোলনে ঐতিহাসিকভাবে একটা মনোভাব আছে যে, আমরা পারব না।বুর্জোয়ারা অনেক শক্তিশালী। সাতচল্লিশে পারলাম না। তারপর আমরা বামপন্থিরা আন্দোলন করলাম। কিন্তু পারলাম না, বিভক্ত হয়ে গেলাম। বাম নেতারা জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না। তারা সংগ্রাম করছেন। তারা হয় কখনও গোপন পার্টি, না হয় বিভ্রান্ত পার্টি।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের চার মূল নীতির ভিত্তিতে রাজনীতি করছে প্রথম সারির বাম দলগুলো। মূলধারার বাম দল সিপিবি, বাসদ বিএনপির সঙ্গে আন্দোলনে যাবে না, কারণ তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শই ভিন্ন। এর মধ্যে প্রথম সারির কোনো বাম দল যদি বিএনপি বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে, তারপরও ভোটের মাঠে খুব বেশি প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না।'

বাম দলগুলোকে নির্বাচনে চায় আওয়ামী লীগ :কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিএনপি যদি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেয়, তবে তারা জাতীয় পার্টি ও বাম দলগুলোকে নিয়ে 'গ্রহণযোগ্য' নির্বাচন আয়োজন করবে।

প্রসঙ্গত, কোনো কোনো বাম দল এবং বিএনপির অভিযোগ, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল 'ভোট কারচুপির মহোৎসব'। তাদের অভিযোগ, 'রাতের ভোটে' নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার 'কেড়ে নিয়েছে'। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে কোনোভাবেই অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'আওয়ামী লীগ যদি মনে করে, তারাই কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিবির নীতিনির্ধারক, তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা তাদের ডাকে নির্বাচনে যাব, এ কথা তারা ভাবছে কী করে?'

তবে বাম জোটের একজন শীর্ষ নেতা প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, 'এভাবে নির্বাচন বর্জন করা হলে দলের অবস্থান নমনীয় হয়ে যাবে। দলে অনেক তরুণ রয়েছে, বাম জোটের দলগুলোর বড় ভোট রয়েছে, নির্বাচনে দলের প্রভাবও রয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপির সুরে কথা না বলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত।'

১৪ দলের অন্যতম শরিক দল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাম দলগুলোকেও জোটভুক্ত করতে চাইবে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশ জাসদ এবং সিপিবিকেও নির্বাচনী জোটে টানতে চাইছে আওয়ামী লীগ।

যেসব বাম দল বিএনপির সঙ্গে জোট করেছে বা যুগপৎ আন্দোলনে যাচ্ছে, তাদের সমালোচনা করে বাম রাজনীতিক রাশেদ খান মেনন বলেন, 'একদিকে তারা বলছে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, অন্যদিকে তারা জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে। এই বাম দলগুলো যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছে, তা ধোপে টিকবে না। তারা আদতে কিছু সিট পাওয়ার জন্য লড়াই করছে।'-সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

পাকিস্তানের রিজার্ভে আছে মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশের ৩৪ বিলিয়ন ডলার

৫ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে দেশটির কাছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধারে এখন পাকিস্তানকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে আইএমএফ-এর দিকে। সংস্থাটি ১.১ বিলিয়ন ডলার দেবে পাকিস্তানকে। এছাড়া যেসব দেশের সঙ্গে দারুণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের দিকেও আর্থিক সহায়তার জন্য তাকিয়ে আছে ইসলামাবাদ।

এরইমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ।

দেশটি থেকে এরইমধ্যে বিশাল ঋণ নিয়েছে পাকিস্তান। নতুন করে আরও এক বিলিয়ন ডলার চেয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। গত কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তানের অর্থনীতি ধুঁকছে। তবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত ডলারের রিজার্ভ শেষ হয়ে যায় দেশটির। এরমধ্যে গত বছর ভয়াবহ বন্যায় দেশটির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। ৩ কোটি ৩০ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হন। মারা যান ১৭০০ জনেরও বেশি।

এমন অবস্থায় জেনেভায় আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর কাছে ১০ বিলিয়ন ডলার চায় পাকিস্তান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাকিস্তানকে এখন নিজের অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমেই সমাধান খুঁজতে হবে। ইসলামাবাদ-ভিত্তিক অর্থনীতিবিদ সাকিব শেরানি বলেন, এখন থেকে পাকিস্তানকে প্রতি বছর ২০ বিলিয়ন ডলার করে ঋণ ফেরত দিতে হবে। ২০১৭ সালে বার্ষিক ঋণ ফেরতের পরিমাণ ছিল ৭ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ বছর তা ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আগামী বছর এ সংখ্যা আরও বাড়বে। পাকিস্তান শুধু বাইরে থেকে ঋণ এনে এনে চলতে পারে না। দেশটির এখন সমাধান প্রয়োজন।

তিনি বলেন, সরকারের উচিত তার অর্থনৈতিক কৌশলের জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ তৈরি করা। আমার কাছে যা মনে হয় তা হল, তারা এই অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে রাজনৈতিক লেন্স থেকে দেখছে। তারা চাইছে আপাতত এই সংকট ঠেকিয়ে রাখতে যাতে পরবর্তী সরকারকে এসে এই অবস্থা সামাল দিতে হয়। পাকিস্তানে এ বছরের শেষের দিকে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

ইসলামাবাদের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের' একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সাজিদ আমিন বলেছেন, বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলো থেকে স্বল্পমেয়াদী পুনঃঅর্থায়ন এবং রোলওভার পাওয়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার টেকসই সমাধান নয়। আমরা একটি চাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে আছি। এখন হিসেব করে করে প্রতিটি ডলার খরচ হচ্ছে। পাকিস্তানের অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্বব্যাংকও দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। গত বছরের জুনে সংস্থাটি ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অনুমান করেছিল। তবে চলতি অর্থবছরের জন্য সেটি ২ শতাংশে নামিয়ে এনেছে বিশ্ব ব্যাংক। এক রিপোর্টে সংস্থাটি বলেছে,পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বন্যা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সুত্র আল-জাজিরা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ‘উচ্চ ঝুঁকি’ দেখছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউইএফ)

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শীর্ষ পাঁচটি ঝুঁকি চিহ্নিত করতে বলা হলে তারা ক্রমানুসারে ওই পাঁচটি ঝুঁকি চিহ্নিত করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের মোট ৭২টি কোম্পানি জরিপে অংশ নেয়।

অন্যান্য দেশেও তারা এই জরিপ করেছে। তাদেরও শীর্ষ পাঁচটি ঝুঁকি চিহ্নিত করতে বলা হয়। সার্বিক জরিপ থেকে তারা সারা বিশ্বে আগামী দুই বছরের অর্থনৈতিক ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। জরিপের ফলাফল থেকে তারা বলছে, বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশে ডাব্লিউইএফ-এর অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা : ২০২১ সালের নভেম্বরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর থেকে মূল্যস্ফীতি মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব বলছে, ২০২২ সালের আগস্টে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। পরের মাসে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে কিছুটা কমে ৯.১ শতাংশ হয়। ওই দুই মাসে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে ছিল। খাদ্য মূল্যস্ফীতির বড় কারণ ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে আছে জ্বালানির উচ্চ মূল্য।

চলতি বছরের শেষে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। আর ২০২৪ সাল শেষে বিদেশি ঋণের পরিমাণ হবে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ২০২১ সালে সুদসহ দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১১.৭ বিলিয়ন ডলার। ২২ সালে আগের বছরের তুলনায় বাংলাদেশকে দ্বিগুণ বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে। এর পরিমাণ ২৩.৪ বিলিয়ন ডলার।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ খাদ্য, জ্বালানি তেল ও বিশ্ব রাজনীতিতে নানা সংকটের মুখে পড়ছে।

ডলার ও রিজার্ভ সংকটই শীর্ষে: সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম জানান, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের আরো ১৪০ দেশে একই প্রশ্নপত্রে এই জরিপ করা হয়।

তিনি বলেন, ‘‘এখন যা পরিস্থিতি তাতে সহসা উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমবে না। ডলার সংকট, খাদ্যপণ্যের বিশ্বব্যাপী উচ্চমূল্য ও সংরক্ষণবাদী মনোভাব এখন চলমান। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও সব কিছু বিবেচনা করে আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন। চলতি বছরের প্রথমার্ধে এরকমই চলবে। দ্বিতীয়ার্ধে যদি ইউক্রেন যুদ্ধ থেমে যায়, জ্বালানি তেল ও ডলারের সংকট কমে যায়, তবে বিছুটা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। একটাই স্বস্তিদায়ক বিষয় হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ কৃষি এই সময়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে।’’

তার কথা, ‘‘প্রতি মাসে এখন রিজার্ভের এক বিলিয়নের বেশি ডলার কমে যাচ্ছে। এইভাবে রিজার্ভ সংকুচিত হতে থাকলে ২০-২৪ মাসে আমাদের রিজার্ভ তলানিতে চলে যাবে। তাই ডলার ও রিজার্ভ সংকট অনেক বড় আকারে দেখা দিচ্ছে। জরিপটি করা হয় গত বছরের প্রথম দিকে। যদি এই বছর করা হতো, তাহলে হয়ত এই সংকটটিই এক নাম্বার সংকট হিসবে আসতো। এই ডলার সংকট পিছিয়ে দিতে আমাদের বিদেশি ঋণ প্রয়োজন। সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানো বৈদেশি ঋণ-পরিস্থিতি ভালো আছে। আরো ঋণ নিয়ে তার ব্যবস্থাপনা ভালো করলে সংকট কাটাতে সহায়তা করবে।’’

তিনি বলেন, ‘‘ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের ওপর ভূ-রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। খাদ্য, জ্বালানি তেল নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণ হচ্ছে। তেমনি ইউক্রেন ইস্যুতে রাজনৈতিক অবস্থানের চাপও বাড়ছে। বাংলাদেশ এখনো মধ্যবর্তী অবস্থানে আছে।’’

সংকট মোকাবেলার পরিকল্পনা : পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক, অর্থনীতিবিদ ড.আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘‘শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব অর্থনীতিই ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ঝুঁকি থাকবে, কিন্তু ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নই আসল কথা। ভারত যত সক্ষমতার সঙ্গে এটা করছে, আমরা তা পারছি না। আমরা চেষ্টাও করিনি। মূল্যস্ফীতি, ডলার ক্রাইসিস- এগুলোর জন্য ব্যাংকরেট বাড়ানো দরকার ছিল। মুদ্রানীতিকে আমরা ব্যবহার করিনি।’’

তিনি মনে করেন, ‘‘ঋণ সংকটটা মধ্য মেয়াদী। তবে ঋণ নিয়ে তা ঠিকমতো ব্যবহার করলে সংকট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এখনো অনেক প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, যা এখন নেয়া ঠিক না। হওড়ে এত টাকা খরচ করে উড়াল সেতু এখন আমাদের জন্য উচ্চাভিলাষী। আর ক্লাইমেট নিয়ে কথা হয়, কিন্তু কাজ হয় না।’’

‘‘তবে যেটা ওরা (ডাব্লিউইএফ) যেটা বলেনি, সেটা হলো, ডলার সংকট, ব্যাংকে তারল্য সংকট, রিজার্ভের সংকট। ওরা গত বছরের যে সময়ে জরিপ করে, তখন এই সংকট সামনে আসেনি। এখন জরিপ করলে এই সংকট এক নাম্বারে চলে আসতো,’’ অভিমত এই অর্থনীতিবিদের।হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের বাড়ি কেনার হিড়িক

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, তার সিংহভাগই অবৈধভাবে পাচারের মাধ্যমে হয়েছে, সেটি বলা যায়। মালয়েশিয়া ও কানাডার বেগমপাড়াতেও এখন বাড়ি করার প্রবণতা দেখা গেছে। তবে দুবাই এখন বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তিনি বলেন, দুবাইয়ে এ প্রবণতা চালু থাকার দুটি কারণ। প্রথমত, দুবাই সরকারও শুধু বাংলাদেশিদের নয়, সেখানে যেকোনো দেশ থেকে অর্থ নিয়ে আসাকে উৎসাহ দেয়। তারা নানাভাবে এর সুযোগ দেয়। কোনো বিদেশি বিনিয়োগ হলেও সেটির অর্থের উৎস সম্পর্কেও জানতে চায় না। এ জন্য দুবাইয়ে বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশেও এর প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। কারণ বিনিয়োগকারী বা অর্থ পাচারকারীরা কোনো ছোট ব্যক্তি নয়। তারা ধনী ও প্রভাবশালী। এ জন্য এ বিষয়টি নিয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষ খুব একটা উচ্চবাচ্য করে না।

বিশ্বের ধনীদের দ্বিতীয় ঘর হয়ে উঠছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই। কয়েক বছর ধরেই এই বাড়বাড়ন্ত চলছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে দুবাইয়ের রেকর্ডসংখ্যক জমি-বাড়ি বেচাকেনা হয়েছে। দেশটির সরকারি নথি অনুসারে, গত বছর দুবাইয়ে মোট ৯০ হাজার ৮৮১টি জমি ও বাড়ি কেনাবেচা হয়েছে। এর আগে ২০০৯ সালে ৮১ হাজার ১৮২টি জমি-বাড়ি বেচাকেনা হয়েছে। শুধু ডিসেম্বরেই দেশটিতে আট হাজার আবাসন লেনদেন হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬৩ শতাংশ বেশি। খালি জায়গা বিক্রি বেড়েছে ৯২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং প্রস্তুতকৃত বাড়ি বিক্রি বেড়েছে ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুবাইয়ে আবাসনের দামও বেড়েছে। গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়ে সম্পদের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। এর মধ্যে ভিলা বা সুরম্য বাড়ির দাম বেড়েছে ১২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অ্যাপার্টমেন্টের দাম বেড়েছে ৯ শতাংশ।

বিশ্বের ধনকুবেরদের প্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে দুবাই। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার অতি ধনীদের দীর্ঘমেয়াদে ‘গোল্ডেন ভিসা’ দিচ্ছে। বিদেশিদের বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধও শিথিল করা হচ্ছে। লেনদেনের ৭০ শতাংশ হচ্ছে নগদ অর্থে। পৃথিবীর সব দেশের ক্ষমতা ও সামর্থ্যবানরা সেখানে বাড়ি কিনছেন। রাশিয়ার তেল ব্যবসায়ীরা পশ্চিমা দেশগুলোতে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে যেমন দুবাইয়ে বাড়ি কিনছেন, তেমনি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ফুলেফেঁপে ওঠা পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর ব্যবসায়ীরাও পাড়ি জমাচ্ছেন সেখানে। ফলে দুবাই এখন বহুজাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক নগর হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ ফুটবলার ডেভিড বেকহাম, বলিউড তারকা শাহরুখ, আম্বানি- তারা এখন পরভূমে পরস্পরের প্রতিবেশী।

ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরির হিসাব অনুযায়ী, দুবাইয়ে মোট প্রপার্টির বাজার ব্যাপ্তি ৫৩ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের। এর মধ্যে ২৭ শতাংশ আছে বিদেশি মালিকানায়। তথ্য গোপনের কারণে এর মধ্যে ৭ শতাংশ প্রপার্টি মালিকের জাতীয়তা নিশ্চিত করা যায়নি। সার্বিকভাবে প্রপার্টি খাতের বিদেশি মালিকের হার চিহ্নিত ২৭ শতাংশের চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দুবাইয়ে বিদেশিদের মালিকানাধীন প্রপার্টির মূল্য অন্তত ১৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। দুবাইয়ের অফশোর প্রপার্টির বাজার ব্যাপ্তির দিক থেকে এখন লন্ডনের অফশোর প্রপার্টির বাজারের দ্বিগুণেরও বেশিতে দাঁড়িয়েছে। যদিও দুবাইয়ের মোট জনসংখ্যা লন্ডনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি।সুত্র দৈনিক বাংলা

পতন দেখে অসংলগ্ন কথা বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

১০ পৃষ্ঠার পর

ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিতি ছিলেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল মিন্টু, আহমদ আজম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, দলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল আলম, বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান খোকন প্রমুখ।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কার্যক্রম বন্ধে আড়ি পাতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে - সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

৫ পৃষ্ঠার পর

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, জনগণের করের টাকায় এমন ভয়ংকর হাতিয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতি অনুযায়ী কেনা হলো, কী উদ্দেশ্যে, কোন প্রেক্ষিতে, কার স্বার্থে এর ব্যবহার হবে- এমন মৌলিক প্রশ্নের জবাব জানার অধিকার দেশবাসীর আছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুপস্থিতিতে এমন প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যক্তিগত তথ্যের ও যোগাযোগের গোপনীয়তা, সুরক্ষা এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ একাধিক সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার ব্যাপক ঝুঁকি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে টিআইবি।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইসরায়েলের সাবেক এক গোয়েন্দা কমান্ডার পরিচালিত কোম্পানি থেকে নজরদারির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কেনে বাংলাদেশ, যা গত বছরের জুনে বাংলাদেশে পৌঁছায়। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের ও যোগাযোগের গোপনীয়তা, সুরক্ষা, বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং সর্বোপরি ব্যক্তির জীবন ও জীবিকার জন্য হুমকি হতে পারে এমন প্রযুক্তি কেনা ও ব্যবহারের বিস্তৃত ও পরিধি সম্পর্কে সরকারের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা জানার অধিকার দেশবাসীর আছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, ইসরায়েল থেকে সরাসরি কিছু কেনা হয়নি, সরকারের এমন ব্যাখ্যার অর্থ এই নয় যে- এই ইসরায়েলি প্রযুক্তি আমদানি করা হয়নি। প্রকাশিত সংবাদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ইসরায়েল ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় সাইপ্রাসের মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেনাকাটা করা হয়েছে। এমনকি এই প্রযুক্তি পরিচালনা বিষয়ে শিখতে এনটিএমসির কমান্ডার ও অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ২০২১ ও ২০২২ সালে গ্রিস সফর করেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। এই তথ্য মিথ্যা হলে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের। সর্বোপরি এই প্রযুক্তি যে সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সির হাতে ইতোমধ্যে এসেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাহলে মূল প্রশ্ন হলো, কোন নীতিমালা বা আইন অনুযায়ী, কার স্বার্থে, কী উদ্দেশ্যে, কোন পরিস্থিতিতে এই ভয়ানক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মৌলিক অধিকার, তথা সংবিধানের লঙ্ঘন করা হবে। দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে এসব প্রশ্নের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য জবাব প্রকাশ করা সরকারের দায়িত্ব।

জনগণকে দমনের জন্য আড়ি পাতা যন্ত্র কিনেছে সরকার - নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না

পরিচয় ডেস্ক: ইন্টারনেটে গোয়েন্দা নজরদারিতে ইসরায়েলের কোম্পানি থেকে বাংলাদেশ সরকারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কেনার বিষয়ে সেদেশের সংবাদপত্র হারেৎজে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) দলের বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

বিবৃতিতেমান্না বলেন, 'গত কয়েক বছরে বিরোধী রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমকর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনায় এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা নজরদারির বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে।'

সম্প্রতি ইসরায়েলের সংবাদপত্র হারেৎজ-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থাকার পরও বাংলাদেশের কাছে ইসরায়েলি গোয়েন্দা নজরদারি প্রযুক্তি বিক্রি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মান্না বলেন, 'ক্ষমতাসীন মহল নিজেদের স্বার্থে অবৈধ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে এ ধরনের নজরদারি প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। জনগণের টাকায় এসব প্রযুক্তি কিনে জনগণকেই দমনের জন্য ব্যবহার করছে সরকার।'

বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শফিউল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধে আইনিভাবেই আড়ি পাতার ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ল'ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম-আইএলআইএস (আইনিভাবে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট মাধ্যমে আড়ি পাতার প্রযুক্তি) চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক মান্না বলেন, 'এমন প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যক্তিগত তথ্যের ও যোগাযোগের গোপনীয়তা, সুরক্ষা এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার খর্ব করে চলেছে সরকার। সংসদে দাঁড়িয়ে অবৈধ স্বৈরাচার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা একরকম স্বীকার করেছেন।'

সরকারের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে মান্না বলেন, 'সরকার এক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আমরা জানতে চাই, কী সেই আইনসিদ্ধ প্রযুক্তি!'

ক্ষমতাসীন সরকারের হাতে দেশের মানুষের কোনো সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত নয় দাবি করে ডাকসুর সাবেক এই ভিপি বলেন, 'বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর। প্রয়োজন একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিতামূলক জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা। সরকার এবং শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সেই লক্ষ্যেই নাগরিক ঐক্য এবং গণতন্ত্র মঞ্চ লড়াই করে যাচ্ছে।'

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন

৫ পৃষ্ঠার পর

সোমবার বিবিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৯ মে থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশের ৩০ হাজার ৮১৬টি খানা থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিবিএসের প্রতিবেদন বলছে, দেশের ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহারে নারীর চেয়ে পুরুষরা এগিয়ে। পুরুষ ৪৫ দশমিক ৩ এবং নারী ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনও বড় বাধা হচ্ছে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা না জানা। এ কারণে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ ইন্টারনেটে প্রবেশ করে না। এ ছাড়া উচ্চমূল্যের কারণে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে ২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটমুখো হচ্ছে না। আবার ৬৮ দশমিক ২ শতাংশেরই এ মাধ্যমটির প্রয়োজন হয় না। জরিপে দেখা গেছে, কথা বলা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। আবার কথা বলার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারী এগিয়ে। ব্যবহারকারীর ৮৪ দশমিক ৭ শতাংশ ইন্টারনেট কলে কথা বলে। নারী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৮৫ দশমিক ২ শতাংশ ইন্টারনেটে কথা বলে। পুরুষের ক্ষেত্রে এ হার ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

ফেসবুকসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইন্টারনেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যবহার ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ।

অনলাইনে খবর পড়া এবং খবর ডাউনলোড করার কাজে ইন্টারনেটের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। ব্যবহারকারীর ৫৮ দশমিক ৭ শতাংশ এই কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। কর্মস্থল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঘরে ইন্টারনেটের বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহারকারীর ৭৩ শতাংশ ঘরে, ৩৩ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ হার ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ।

এখনও ৮৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ অনলাইনে কেনাকাটায় অনাগ্রহী। জরিপে অংশ নেওয়াদের ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ এখনও সশরীরে মার্কেট বা বাজার থেকে কেনাকাটায় আগ্রহী। সূত্র সমকাল

ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে কর জালিয়াতির দায়ে ১.৬১ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

৭ পৃষ্ঠার পর

এক বিবৃতিতে বলা হয়, ট্রাম্প এবং তার অর্গানাইজেশন উভয়ই ভুক্তভোগী। নিউ ইয়র্ক বিশ্বের মধ্যে অপরাধ এবং খুনের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। এই রায়কে রাজনৈতিক প্রভাবিত রায় বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

আইনবিদরা বলছেন, আদালতের এই রায় কেবল ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের জন্যই নয়, নিউ ইয়র্কের অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান এরকম পদ্ধতিগতভাবে আইন লঙ্ঘন করছে তাদের জন্যও এটি একটি বড় বার্তা।

ট্রাম্পের গর্তে বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বসতেন। নভেম্বরে কার্যালয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ল্যাসিফাইড নথিপত্রের ওই বক্সটি পাওয়া যায়। গত ৮ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক দিন আগেই ওই ফাইলগুলো পাওয়া গেলেও বিষয়টি আলোর মুখ দেখে এ সপ্তাহে। পরে তা দেশটির জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দেওয়া হয়। ইউক্রেন, ইরান ও বৃটেন সংক্রান্ত ব্রিফিং আছে তার মধ্যে। তবে ওই ফাইলগুলোর মধ্যে পারমাণবিক প্রকল্প বা পরিকল্পনাসংক্রান্ত কোনো কিছু নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা।

দ্বিতীয় দফায় ক্ল্যাসিফাইড নথি পাওয়ার বিষয়টি গত বুধবার (১১ জানুয়ারি) জনসম্মুখে আনে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ। এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাইডেনের সাবেক আরেকটি কার্যালয়েও আরও কিছু ক্ল্যাসিফাইড নথির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ওই কার্যালয়ের সুনির্দিষ্ট ঠিকানা, নথির ফাইলের সংখ্যা ইত্যাদি জানা যায়নি।

বিচার বিভাগ ও এফবিআইয়ের একটি বিশেষ দল ওসব নথিপত্র নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নথিপত্রগুলো বিস্তারিত খতিয়ে দেখতে অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে। বিচার বিভাগ ও এফবিআই কেউ নথিপত্রগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

বাইডেনের সাবেক কার্যালয়ে সন্ধান পাওয়া ক্ল্যাসিফাইড নথি নিয়ে শুরু থেকে রক্ষণশীল আচরণ করছে হোয়াইট হাউস। গত ১২ জানুয়ারী বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জিন-পিয়ের বলেন, ‘আমি জানি পেন বাইডেন সেন্টারের ক্ল্যাসিফাইড নথি নিয়ে আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার নতুন কিছু বলার নেই। বাইডেন যা বলেছেন, তা-ই মূল কথা।’

বিশেষ কর্তৃত্বের অধীনে এসব গোপন ডকুমেন্ট জনগণের হাতে যাওয়া আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এসব ডকুমেন্ট কিভাবে রাখা হয় এবং সংরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে আইন আছে। কোনো একটি প্রশাসনের মেয়াদ শেষে গোপনীয় ফাইল সহ হোয়াইট হাউজের সব রেকর্ড চলে যায় ইউএস ন্যাশনাল আর্কাইভসে। নতুন করে যে ‘ব্যাচের’ সন্ধান মিলেছে, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউজ কোনো মন্তব্য করেনি। ১২ জানুয়ারী বুধবার নিয়মিত ব্রিফিংকালে জো বাইডেনের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জ্যাঁ-পিয়েরে প্রথম দফা ডকুমেন্ট নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, এসব আইন মন্ত্রণালয়ের রিভিউয়ের অধীনে রয়েছে। আগের দিন প্রেসিডেন্ট যা জানিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আমি কিছু বলতে পারবো না।

ফক্স নিউজ জানিয়েছে, এই নথি পাওয়া নিয়ে বাইডেনকে একাধিক প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। তবে সেসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গত ৯ জানুয়ারী সোমবার এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, আপনার কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি উদ্ধার নিয়ে আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা? এই প্রশ্ন শুনে বাইডেন ওই সাংবাদিকের দিকে তাকান কিন্তু কোনো উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

‘কিং অব রক এন রোল’ এলভিসের একমাত্র সন্তান কন্যা লিসা আর নেই

৪৮ পৃষ্ঠার পর

প্রেক্টিশনার, এনরোরড এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম।

মোহাম্মদ হাসেম আরও জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২২ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাস অতিরক্ত বর্ধিত সময় (অক্টোবর ২০২৩) পাওয়া যাবে। তবে আইআরএস ট্যাক্সবাবদ পাওনাদার হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দেনা অগ্রিম প্রদান করে সময় বাড়ানোর আবেদন করতে হবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যেই। বর্ধিত সময় এর জন্য আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা লিখিত আকারে চিঠির মাধ্যমে করা যায়। যারা রিফান্ড পাবেন তারা সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন।

তবে ট্যাক্স ফাইল করার পুর্বে প্রয়োজনীয় সকল ফরম বিশেষ করে ডব্লিউ ২ (আসল কপি, ভুঁয়া প্রিন্টআউট নয়), ১০৯৯সহ, ব্যাংক ইন্টারেষ্ট ষ্টেটমেন্ট, বাড়ী থাকলে মর্টগেজ এর ষ্টেটম্যান্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে পুর্বে।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর মোহাম্মদ হাসেম, আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, আইআরএস এনরোলমেন্ট এজেন্ট এর সাথে ।

বর্তমানে নিউ ইয়র্কে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর তিনটি অফিস রয়েছে।

জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০;

জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯১৭-৪৮৫-৯৯৬৯। যুক্তরাষ্ট্র। াি.শধৎহধভঁষষুঃধী.পড়স

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে শো’কজ

৪৮ পৃষ্ঠার পর

বৃহত্তর সিলেটের উল্লেখযোগ্য সংখক সিলেটবাসী উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটির বেশকিছু নেতৃবৃন্দও ছিলেন উপস্থিত। তবে এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল খান, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রোকন উদ্দীনসহ কার্যকরি কমিটির অধিকাংশ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।ভবনকে ব্যক্তি মালিকানাধীন অভিহিত করে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র ভবনের নামে অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন সভাপতি বদরুল খানসহ কমিটির ১৩ সদস্য।

১০ জানুয়ারি বুধবার সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬ এর ধারা ৭ (ক), ৯(গ) ও ১৬ (৬) লংঘনের অভিযোগে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে কারন দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশে সংগঠনের অর্থ তহবিলে ফেরত না দেয়া ও জালালাবাদ ইউএসএ ইনক করপোরেশন এর নামে কেনা বাড়িকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র কার্যালয় হিসেবে অপপ্রচারের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের নেতৃত্বাধীন অংশের প্রচার ও দফতর সম্পাদক ফয়সাল আলম স্বাক্ষরিত সংবাদপত্রে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মইনুল ইসলামকে ‘শো কজের’ তথ্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ৯ই জানুয়ারি ২০২৩ সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় নিউইয়র্কের ওজন পার্কের মমোস পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি এম ডি লোকমান হোসেন, সহ সভাপতি সফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাধক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সাহিত্য সম্পাদক হোসেন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ হাসান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক। সভায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(এক) বিগত ৭ই অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টিবোর্ডের যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা ও অবহিতকরণ। ৭ই জানুয়ারী ২০২৩ সংগঠনের সভাপতির সমিপে সংগঠনের ট্রাষ্টি বোর্ডের নোটিশ বা নির্দেশনার আলোকে আলোচনা হয়। তারই প্রেক্ষিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল ইসলামকে নিজের কর্পোরেশন ‘জালালাবাদ ইউএসএ ইনক’র নামে বাড়ি ক্রয়ে বিগত কমিটির কোষাধ্যক্ষ থাকাবস্থায় সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও অগঠনতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠনের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলনকৃত সমুদয় অর্থ (উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক) অনতিবিলম্বে সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ও উপরন্তু, উল্লেখিত ভবনকে কার্যকরী কমিটি বা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যালয় বা ভবন হিসাবে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে “জালালাবাদ ইউএসএ ইনক’ কর্পোরেশনের নামে অসাংগঠনিক পন্থায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ কেন সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি এবং উল্লেখিত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র কার্যালয় হিসেবে অপপ্রচারের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না” মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(দুই) সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে তবে খুব সম্ভবত কুইন্স প্যালেসেই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে)।

(তিন) জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পরিস্থিতির আলোকে সংগঠনের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ই জানুয়ারি, সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে)।

(চার) যথাযোগ্য মর্যাদায় আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) যথাযোগ্য মর্যাদায় বাঙালির মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৬শে মার্চ ২০২৩ রবিবার ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হবে।

(৬) বিগত সময়ে বাংলাদেশে সৃষ্ট বন্যায় দুর্গতদের মাঝে ৳২৩,০০০ (তেইশ হাজার ডলার) বিতরণ উপলক্ষে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন- সহ সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম ।-সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বর্তমান সভাপতি, কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড কেন এই ভবনের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন? - সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কাছে ট্রান্সফার করতে বাধ্য থাকব।

সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আরও বলেন, এই ভবনটির দাম এখন ১,৫ মিলিয়ন ডলার। আমার বোধগম্য হচ্ছে না কেন বর্তমান সভাপতি, কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড এই ভবনের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন? আমি কোনভাবেই এই মুল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হতে দেব না। এসোসিয়েশনের সাধারন সদস্যরাই এই ভবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। ৫ জনের গ্রুপে কাজ হবে না (এটাই হচ্ছে বর্তমান প্রেসিডেন্টের খারাপ নেতৃত্ব)। সবাই জানেন, ফিলাডেলফিয়ার ভবন তিনিই বিক্রি করেছিলেন। তিনি সবাইকে রেখেছিলেন অন্ধকারে। তিনিই বিনা প্রয়োজনে এস্টোরিয়ায় অফিস ভাড়া করে অর্থ অপচয় করেছেন। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বর্তমান সভাপতি বদরুল খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি কি এমন একটি প্রোপার্টি কিনতে পারবেন? আমি নিশ্চিত, তা আরও ৩০ বছর লাগবে। ঘৃনাকারিরা (হেটারস) অফিসটি দেখে যান । তারপর বিরোধিতা করুন।

প্রসঙ্গত, সভাপতি বদরুল খান ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম একই প্যানেলের প্রার্থী হিসেব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের পরপরই তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয় এবং সংগঠনের জন্য ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে।

‘কিং অব রক এন রোল’ এলভিসের একমাত্র সন্তান কন্যা লিসা আর নেই

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সংগীতশিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে লস এঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। বিবৃতিতে প্রিসিলা তার মেয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লিসা মেরি প্রিসলি লস এঞ্জেলেসের উপকণ্ঠ কালাবাসাসে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। সম্প্রতি লিসা তার মায়ের সঙ্গে বেভারলি হিলস এ গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে এলভিস প্রিসলির জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র‘এলভিস’ এ অভিনয়ের জন্য অস্টিন বাটলার সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। পুরস্কার গ্রহণের সময় বক্তব্যে তিনি লিসা ও তার মায়ের প্রতি সম্মান দেখান।

১৯৭৭ সালের আগস্টে এলভিস ৪২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ১৯৬৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিস টেনেসিতে লিসার জন্ম। বাবার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৯ বছর।

২০০৩ সালে লিসার প্রথম অ্যালবাম‘টু হোম ইট মে কনসার্ন’ ও ২০০৫ সালে দ্বিতীয় অ্যালবাম‘নাউ হোয়াট’ প্রকাশিত হয়। অ্যালবাম ২টিই জনপ্রিয়তা পায়। ২০১২ সালে তার তৃতীয় ও সর্বশেষ অ্যালবাম‘স্টর্ম অ্যান্ড গ্রেস’ প্রকাশ পায়।

১৯৯৪ সালে বিখ্যাত পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসনকে বিয়ে করে আলোচনায় আসেন লিসা। ১৯৯৬ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

২০০২ সালে হলিউডের অভিনেতা নিকোলাস কেজকে বিয়ে করেন লিসা। ৪ মাসের মাথায় তাদের বিচ্ছেদ হয়।

২০২০ সালে লিসার একমাত্র ছেলে বেঞ্জামিন কেফ (২৭) আত্মহত্যা করেন। লিসার অপর সন্তানরা হলেন অভিনেত্রী রাইলি কেফ (৩৩) ও ১৪ বছর বয়সী যমজ মেয়ে হার্পার ও ফিনলে লকউড।

বিএনপি কাছে চায়, বামরা দোটানায়

৪২ পৃষ্ঠার পর

রাখার কথা আমরা বলছি। আমরা যে দশ দফা দাবি দিয়েছি, তাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। বিএনপির ২৭ দফায় সেসব নেই। বিএনপির সঙ্গে আমাদের দফাগুলোর পার্থক্য সেখানে।’

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘জোট, মহাজোটের কোনো প্রশ্ন আমাদের নেই। আমরা চাই একটা বড় বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে। যাদের কাজ হবে, একটা নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তবে বিএনপির সঙ্গে আমাদের জোটের বা ঐক্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তারা যে রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা দিয়েছে ,তাতে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রশ্ন নেই। তারা কী বলেছে, তারা কালো টাকা সাদা করবে না? নির্বাচনে কালো টাকা বা পেশি শক্তির কোনো ব্যবহার হবে না? তারা সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি নিয়ে পথ চলবে না। বামরা নিজস্ব ধারায় এগিয়ে যাবে।’

ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেকও বিএনপির সঙ্গে প্রথম সারির বাম দলের জোট হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন।

তিনি বলেন, ‘প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী বাম দলগুলো কখনও বিএনপির সঙ্গে যাবে না। আমরা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিশ্চয়ই এমন কাউকে বসাব না, যে একই ধারায় হত্যা-নির্যাতন অব্যাহত রাখবে।’

বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, গণমুক্তি ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ- এ সাতটি দল মিলে নতুন একটি বাম মোর্চা গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই বাম দলগুলোও বিএনপির সঙ্গে জোটে যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-কথা জানিয়েছেন গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু।

তিনি বলেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম আমাদের করতে হবে। তা না হলে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব না। আমরা সেই দাবিতেই আন্দোলন করছি নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায়।’

‘বলার সময় এখনও আসেনি’ : এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসার পর শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও নাজমুল হক প্রধানের বাংলাদেশ জাসদকে পাশে পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিএনপি। তবে এতে এখনও সাড়া দেয়নি এ দল। বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলছেন, ‘নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, কী হবে সামনে, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তাই কার সঙ্গে কোন ধরনের জোট হবে, না কি যুগপৎ আন্দোলন হবে, তা এখনই আমরা চূড়ান্ত করে বলতে পারি না।’

এ প্রসঙ্গে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, ‘বিএনপি না কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের জোট হবে, তা এখনও বলার সময় আসেনি। এর আগে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আমরা কিন্তু জোটের বাইরে স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকে নির্বাচন করেছি। ভোটে অংশ নিতে জোটভুক্ত হতে হবে, এমন প্রশ্ন নেই।’

সংশয়ে বাম নেতা ও তাত্ত্বিকরা : এদিকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ধারা থেকে সরে আসায় বামদলগুলো ক্রমাগত জনসমর্থন হারাচ্ছে বলে মনে করছেন প্রবীণ বাম নেতা ও তাত্ত্বিকরা। এ রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে সিপিবির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য (বর্তমানে নিষ্ক্রিয়) সহিদুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ‘বাম রাজনীতির কোনো ধারা এখন পরিষ্কার না। তারা নির্বাচনের আগে কোন জোটে যাবে, আলাদা কোনো জোট গঠন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিবে কি না, তা পরিষ্কার করে জনগণের কাছে বলছে না। এটা আমি বলব, এক ধরনের অসৎ রাজনীতি। নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে বাম ধারার আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না।’ বাসদের (মাহবুবুল) এক আলোচনা সভায় সম্প্রতি সিপিবি সভাপতি শাহ আলম বাম দলগুলোর ঐক্য নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘রাজনৈতিক বাস্তবতায় বামপন্থিদের অবস্থান হয়তো দুর্বল। তবে পাওয়ার গেমের রাজনীতিতে আমাদের ঐক্যের দরকার ছিল।’

ওই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘বামপন্থি আন্দোলনে ঐতিহাসিকভাবে একটা মনোভাব আছে যে, আমরা পারব না।বুর্জোয়ারা অনেক শক্তিশালী। সাতচল্লিশে পারলাম না। তারপর আমরা বামপন্থিরা আন্দোলন করলাম। কিন্তু পারলাম না, বিভক্ত হয়ে গেলাম। বাম নেতারা জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না। তারা সংগ্রাম করছেন। তারা হয় কখনও গোপন পার্টি, না হয় বিভ্রান্ত পার্টি।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের চার মূল নীতির ভিত্তিতে রাজনীতি করছে প্রথম সারির বাম দলগুলো। মূলধারার বাম দল সিপিবি, বাসদ বিএনপির সঙ্গে আন্দোলনে যাবে না, কারণ তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শই ভিন্ন। এর মধ্যে প্রথম সারির কোনো বাম দল যদি বিএনপি বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে, তারপরও ভোটের মাঠে খুব বেশি প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না।’

বাম দলগুলোকে নির্বাচনে চায় আওয়ামী লীগ :কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিএনপি যদি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেয়, তবে তারা জাতীয় পার্টি ও বাম দলগুলোকে নিয়ে ‘গ্রহণযোগ্য’ নির্বাচন আয়োজন করবে।

প্রসঙ্গত, কোনো কোনো বাম দল এবং বিএনপির অভিযোগ, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল ‘ভোট কারচুপির মহোৎসব’। তাদের অভিযোগ, ‘রাতের ভোটে’ নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার ‘কেড়ে নিয়েছে’। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে কোনোভাবেই অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যদি মনে করে, তারাই কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিবির নীতিনির্ধারক, তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা তাদের ডাকে নির্বাচনে যাব, এ কথা তারা ভাবছে কী করে?’

‘মেইড ইন বাংলাদেশে’র নেপথ্যজনেরা

৪৩ পৃষ্ঠার পর

পুড়ে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর ১০ বছর, আর রানা প্লাজার ৯ বছর। অথচ এখনো দোষীদের শাস্তি হয়নি। যথাযথ বদল হয়নি ক্ষতিপূরণ আইনের।

অন্যদিকে মেইড ইন বাংলাদেশ উইক, নতুন নতুন বাজার সীমানা বৃদ্ধি, ৫০ এর সীমা পেরিয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারের শিল্প উন্নয়নের স্বপ্ন, ১৭৩টি সবুজ কারখানাসহ বিশ্বের নিরাপদতম সবুজ কারখানার দেশ হিসেবে স্বীকৃতি, জলবায়ু অভিঘাত বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০ লক্ষ্য নির্ধারণসহ বছর জুড়ে নানা আয়োজন। এর সবই এ খাতের অবনতি নয়, উন্নতিরই চিহ্ন।

সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০২২ সালের নভেম্বরে ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে রেকর্ড করেছে। এই রেকর্ড স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম। ২০২২ সালের জুলাই থেকে নভেম্বরে ৫ মাসে পোশাক খাতে রপ্তানি মূল্য ১ হাজার ৮৩৪ কোটি ডলারে পৌঁছে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ২০২২ ও ২০২৩ অর্থবছরের এই তথ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বরাত দিয়ে পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রকাশ করেছে।

২০২২-২০২৩ সালের রপ্তানি মূল্য ২০২১-২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগেরও বেশি বেড়েছে। এর কোনোটাই আষাঢ়ে গল্প নয়। কিন্তু এই সাফল্য কিংবা পরিপক্বতা কী কেবল মালিক-বায়ার ও সরকারের সুবিধার জন্য নিবেদিত? শ্রমিকদের বছর জুড়ে বাজারের সঙ্গে নিদারুণ নিষ্ঠুর বেঁচে থাকার লড়াই বলে এই পরিপক্বতার ভাগীদার শ্রমিক নন?

এতসব বলতে গিয়ে রোকেয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। ১৪২ বছরের আগে ১৮৮০ সালে এই অঞ্চলের নারীবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ রোকেয়ার জন্ম হয় রংপুরের পায়রাবন্দে। তিনি তার রচনা ‘চাষার দুঃখ’ এবং ‘এন্ডি শিল্পে’ দেখিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় ধনীর উন্নতিই যে দেশ ও জাতির উন্নতি নয়, সেই বিষয়টি। চাষা বা মজুরদের ‘গোয়াল ভরা ধান কিংবা গোয়াল ভরা গরু’ ছিল না, বরং দুর্দশার মধ্যে নিপতিত ছিল, সে দিক তুলে ধরেছিলেন। যেমনটা বর্তমান শক্ত সামর্থ্য পোশাকখাতে উন্নত বাংলাদেশে, ডিজিটাল বাংলাদেশে, স্মার্ট বাংলাদেশে কিংবা উন্নয়নের সোপানে এগিয়ে চলা বাংলাদেশেও শ্রমিকদের জীবনে দেখি। কিন্তু ওই সময় রোকেয়া তৎকালীন চাষা-মজুরের দুঃখ দূর করার পথ হিসেবে দেশীয় বাজার, দেশীয় শিল্প ও নারী শিল্প উদ্ধার, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও চরকা এবং চাষা-মজুরের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ফিরে আসি ২০২২ সালে। রপ্তানির এতো এতো উন্নয়নের গল্পের সামনে পোশাক শ্রমিকরা যখন নিজের হিস্যা দাবি করেন, তখনই শুনি অন্য কথা। মালিকরা তখনই নানা অজুহাত জুড়ে বসেন। কোনো বিপদেই তারা শ্রমিকদের দায়িত্ব নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। করোনাকাল থেকে মূল্যস্ফীতির কালে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। এমনকি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমিকরা যখন মিরপুর, গাজীপুর কিংবা উত্তরাসহ নানা শ্রমিকাঞ্চলে থেমে থেমে মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছে, তখন তাদের দাবি তো মানাই হয়নি, উল্টো তাদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতন। মন্ত্রী মহোদয় শ্রমিকদের শান্ত করতে মজুরি বোর্ড গঠন করার আশ্বাস দিয়েছেন। মালিক-সরকারের কেউ কেউ আন্দোলনকে বলছেন, ‘ষড়যন্ত্র’ বা ‘উস্কানি’। সরকার প্রধানও হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ‘আন্দোলনের কারণে কারখানা ও রপ্তানি বন্ধ হবে, তখন আম-ছালা দুটোই যাবে শ্রমিকদের। বেতন তো বাড়বে না বেতনহীন হয়ে যেতে হবে।’

ইউরোপ ও আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে কাপড় কিনছে কম। মালিক-সরকারের অনেকে বলছেন, এ অবস্থায় আন্দোলন হলে দেশ থেকে শিল্প নাকি অন্য দেশে চলে যাবে। এ যেন সেই পুড়নো জুজুর ভয়।

কিন্তু কে না জানে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোই বলছে বর্তমান সংকটের বাজারে অন্যসব রপ্তানিখাতে আঘাত আসলেও পোশাকখাত এগিয়ে যাচ্ছে। জাপান, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো দেশগুলোতে বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে, যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এর আগে চিলি, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আফ্রিকা ও রাশিয়াতেও নতুন বাজারের বিস্তার ছিল।

রাশিয়া ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলোতে রপ্তানি বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে ভারতে ১৯ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯৯ শতাংশ বেশি। এই ধারায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষে রপ্তানি ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় জুলাই-আগস্টে রপ্তানি হওয়া ৯ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬৯ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে জাপানে ৬০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৪৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সে হিসাবে জাপানে রপ্তানি বেড়েছে ৩৮ শতাংশেরও বেশি।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) অপ্রচলিত বাজরে পোশাক রপ্তানি ২৪৭ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৩১৯ কোটি ডলার হয়েছে। এ ছাড়া, মালয়েশিয়ায় ১০০ দশমিক ২১ শতাংশ, মেক্সিকোয় ৪৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ, ভারতে ৪৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ, ব্রাজিলে ৪৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। কেবল রাশিয়ায় যুদ্ধ প্রভাবে ৫০ দশমিক ৫৩ শতাংশ রপ্তানি কমেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮১ কোটি ডলার থেকে ৯০৭ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে ২০২২ সালের শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪৭ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রম ১১ দশমিক ৭১ শতাংশ ও ৩০ দশমিক ২৫ শতাংশ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে নানা সংকট, দেশে দুর্ভিক্ষের জুজু, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক জটিল পরিস্থিতিতে যখন দেশ বেহাল দশায়, তখন পোশাক শিল্পের এ ধরনের সুখ্যাতি ও তথ্য পোশাকখাতকে টেকসই শিল্প হিসেবেই বার্তা দেয়। কিন্তু এত কিছুর পরও ২০২২ সাল পর্যন্ত কোনো মজুরি বোর্ড গঠিত হয়নি। কখনোই শ্রমিকদের বিপদকালীন সময়ের জন্য মালিকরা তহবিল জন্য করেনি। না করোনাকালে, না দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টালমাটাল সময়ে।

দেশীয় অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার দায় নিতে বরাবর আবদার আসে পোশাক শ্রমিকদের কাছে। কিন্তু যখন লাভের জোয়ারে মালিকরা ভাসেন, তখন আর সেই লাভের ভাগীদার তারা হতে পারেন না। লাভ হলে তা ব্যক্তিগত, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হলে তা সামাজিক দায়ড় উদার অর্থনীতির এমনি ধারা বাংলাদেশের পোশাকখাতেও দেখা যায়।

২০২২ সাল জুড়ে দেশীয় বাজারে ছিল টালমাটাল দশায়। ওএমএসের ট্রাকের পিছনে দৌড়ানো কিংবা লম্বা লাইনের নিষ্ঠুর দৃশ্যই বলে জনগণ দুর্দশার কথা। এই বাজারে মাছ, মাংস, ফল, দুধ, মাখনের কথা বাদ দিয়ে কেবল চাল-ডাল-আটা-নুন-তেল-ডিমের হিসাব দেখলেই বোঝা যায়, শ্রমজীবীসহ দেশের মানুষ কী বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। প্রতিদিনের বাজার কাটছাঁট করে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে সবাই। এই অবস্থায় পোশাক শ্রমিকের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, তা বুঝতে বাকি থাকে না।

২০১৮ সালে পোশাক শ্রমিকদের বেতন ৫ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা করা হয় এবং তা কার্যকর হয় ২০১৯ সালে। ২০১৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর ও ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বরে টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, বাজারে ২০১৮ সালে চালের দাম ছিল ৪৪-৫৪ টাকা, যা ২০২২ সালে হয়েছে ৫২-৬০ টাকা। চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ। একইভাবে ডালের দাম বেড়েছে প্রায় ৯৭ শতাংশ, আটার দাম ১২০ শতাংশ, সয়াবিন তেলের বোতল ৮৬ শতাংশ, চিনির দাম ১১৪ শতাংশ।

ডিমের দাম ২০২২ সালে দফায় দফায় বেড়ে ৩৫ থেকে ৩৮ টাকা হালি হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালের আগস্টে পেট্রল, অকটেন, ডিজেলসহ জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ বেড়েছে। ফলে তখন থেকেই নিত্যপণ্যের দামও বেড়েছে দফায় দফায়। পরিবহনসহ সবখাতে খরচ বেড়েছে।

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সভায় ইফতার পার্টি আয়োজন সহ কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত

নিউ ইয়র্ক : এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে এই হয়। সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে চলতি বছরের (২০২৩ সাল) কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টি আয়োজন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন।

সভায় উপদেষ্টাদের মধ্যে এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল আহমেদ, কার্যকরী সদস্য ফয়সল আহমেদ, হারুনুর রশীদ, আবু সোলেমান, মোহাম্মদ নূরুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে ইফতার মাহফিল আয়োজিত হবে। এছাড়াও সুবিধাজনক সময়ে বাউল সঙ্গীত আয়োজন ছাড়াও বিগত বছরগুলোর মতো চলতি বছরও মানুষের পাশে তথা কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে 'কমিউনিটি ফ্রিজ কর্মসূচী' (ফ্রি ফুড সরবরাহ) অব্যাহত থাকবে।

সভায় সংগঠনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদের কর্মকান্ডের জন্য ইউএস কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলাইন মেলোনীর পক্ষ থেকে 'কংগ্রেশনাল রিকোগনাইজেশন' প্রদান করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস" পালিত

ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' পালন করা হয়। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে ২৯০ দিন বন্দী থাকার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

এই ঐতিহাসিক দিবসটি স্মরণ করে এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফেরদৌসী শাহরিয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করে শোনান ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম ও মিনিস্টার (পলিটিক্যাল-২) মোঃ রাশেদুজ্জামান।

পরে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফেরদৌসী শাহরিয়ার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাঙালি জাতির দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও মহান আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন।

জাতির জন্য এই ঐতিহাসিক দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে ফেরদৌসী শাহরিয়ার বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। কিন্তু এই দিনে মহান নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ পূর্ণতা পায়।

চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'সোনার বাংলা' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচীর সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল-১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটির শপথ

নিউইয়র্ক : গত ৩০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রুকলিনের কুনিআইল্যান্ড অ্যাভিনিউর পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টে শপথ অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার হেলাল সোহেল। তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সোসাইটির ট্রাস্টি, উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিদায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। শপথগ্রহণ শেষে সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপিতেত্ব ও সেক্রেটারি ইউসুফ জসিমের সঞ্চালনায় ট্রাস্টি, উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সেক্রেটারি জাহিদ মিন্টু, খোকন মোশারফ, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, নজীর ভাণ্ডারী, ছালামত উল্যা, তাজু মিয়া।

সভাপতির বক্তব্যে নাজমুল হাসান মানিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ও সদস্যদের (ভোটার) ধন্যবাদ জানান। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোয়াখালীবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় তিনি সংগঠন পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

নিউইয়র্ক : জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গত ১০ জানুয়ারি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ২০২৩। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যগণের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পাঠ করে শোনান।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে মিশনের কর্মকর্তারা দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির বক্তব্যে মিশনের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছি। আর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র জাতি সেদিন উল্লাসে রাস্তায় নেমে এসেছিল এবং আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন গভীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। লন্ডনে তাঁর যাত্রাবিরতি কমনওয়েলথে বাংলাদেশের সদস্যপদ অর্জন এবং পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে সকলকে আরো গভীরভাবে জ্ঞানচর্চার অনুরোধ করেন রাষ্ট্রদূত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি দেশবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শকে ধ্বংস করতে পারেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে আজ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। উপস্থিত সবাইকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরো শক্তিশালী করার নিমিত্ত নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্য শেষ করেন।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চাকুরীর স্থলে শোষণ, বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হলে ডিপোর্টেশনে সাময়িক ছাড়

৪৮ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত হলে অভিবাসী শ্রমিককে প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য ডিপোর্টেশনে সাময়িক ছাড় (ডেফারড একশান) এর সুযোগ দেওয়া হবে। ইউএসসিআইএস এর একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় ডিপোর্টেশন সংক্রান্ত সাময়িক ছাড় (ডেফারড একশান) আবেদন বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট।

সোনালী এক্সচেঞ্জের বিকাশ সার্ভিসের রেট সর্বোচ্চ

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সম্মানিত প্রবাসী ভাই-বোনদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিকাশ একাউন্টে টাকা পাঠানোর সেবা অনেক আগেই চালু করেছে। এটাও সত্য যে, বাংলাদেশের শহর-গ্রাম সর্বত্রই 'বিকাশ' অর্থ লেনদেনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

বিদেশ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশে বিকাশ এজেন্টের নিকট থেকে নগদ উত্তোলন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈধ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত। তাই কিছুদিন আগেই বিকাশের সাথে সোনালী ব্যাংকের এক চুক্তির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোনালী এক্সচেঞ্জ চালু করেছিল এ সেবা। কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে এ সার্ভিস কিছুটা ধীর গতি থাকলেও নতুন বছরের শুরু থেকে প্রায় সব সমস্যা কাটিয়ে সোনালী এক্সচেঞ্জ গ্রাহকদের ভালোভাবেই বিকাশ সার্ভিস দেয়া শুরু করেছে। এখন থেকে যে কেউ সোনালী এক্সচেঞ্জে গিয়ে গ্রাহকের নাম এবং বিকাশ একাউন্ট নাম্বার দিয়ে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে পারবেন। এর জন্য সোনালী এক্সচেঞ্জ কোনো সার্ভিস চার্জ নেবে না। আর বিকাশ সার্ভিসের রেটও একই থাকবে। অর্থাৎ গ্রাহক সোনালী এক্সচেঞ্জে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংক একাউন্টে এবং ক্যাশ পিকআপের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে যেমন সর্বো"চ রেট পান ঠিক তেমনি বিকাশ সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা পাঠালেও সমান এবং সর্বো"চ রেট পাবেন। বিকাশের সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে যাবে অতি দ্রুত। আর সরকার প্রদত্ত ২.৫% প্রণোদনাও নিশ্চিত পাবে। প্রাপক ব্যাংকে না গিয়েও নিকটবর্তী বিকাশ এজেন্টের থেকে টাকা তুলতে পারবেন বা অন্যান্য লেনদেন করতে পারবেন। প্রতি লেনদেনে প্রেরণের সর্বো"চ সীমা টাকা ১,২০,০০০.০০ (পরিবর্তন যোগ্য) ও মাসে সর্ব্বো"চ টাকা ৪,০০,০০০.০০ (পরিবর্তন যোগ্য)। এ জন্য প্রাপকের মোবাইল নম্বরটি বিকাশে অবশ্যই রেজিষ্টার্ড হতে হবে। প্রবাসী ভাই-বোনদের সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে সোনালী এক্সচেঞ্জ এই সার্ভিস দিতে পেরে খুবই আনন্দিত। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ম্যাসাচুসেটসের মেডফোর্ডে "আমাদের পিঠা উৎসব"

মেডফোর্ড, ম্যাসাচুসেটস: গত ৭ই জানুয়ারি শনিবার "আমাদের পিঠা উৎসব" শিরোনামে ম্যাসাচুসেটসের মেডফোর্ড শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পিঠা উৎসব। মেডফোর্ড শহরে বসবাসরত বাঙ্গালীরাই আয়োজন করেছে এই উৎসবের।

অনুষ্ঠানে অনেক রকমের পিঠার আয়োজন করা হয়েছিল যেমন ভাপা পিঠা, নকশি পিঠা, লবঙ্গ লতিকা পিঠা, মুগপাকন পিঠা, তালের পিঠা, দুধ চিতই , সাজের পিঠা, চিড়ার পুলি পিঠা, বিবিখানা পিঠা, আতিককা পিঠা, নারিকেল পাকন পিঠা, গুড়া পিঠা, বালুশাই, লালমোহন, মুড়ির মোওয়া, নারিকেল নাড়ু, খেজুরের গুড়ের রস। এছাড়াও ছিলো ছোলা, পেয়াজু, মুড়ি, চাওমিন।

অনুষ্ঠানে পিঠার প্রতিযোগিতার আয়োজন কার হয়, এতে বিচারক ছিলেন - চট্টগ্রাম ইউনিভারসিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েসনের সভাপতি জানে আলম এবং সেক্রেটারি টিপু চৌধুরী।

পিঠা প্রতিযোগিতায় দুধ চিতই পিঠার জন্য প্রথম স্থান অধিকার করেন ইয়াসমিন বেগম খুকি, লবঙ্গ লতিকা পিঠার জন্য দ্বিতীয় হন মুক্তা চৌধুরী এবং নারিকেল পাকন পিঠার জন্য তৃতীয় হন ফারহানা শাফি রিংকি।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন আবদুল কাদের, এমদাদ এবং সাগর। তাদের পরিবেশষনায় অনুষ্ঠানটি আরও আনন্দ মুখর হয়ে উঠে। আয়োজকরা জানান, আগামীতে আরও ব্যাপক পরিসরে পিঠা উৎসব ও প্রতিযোগিতা করা হবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আয়োজনের স্বার্বিক তত্বাবধানে ছিলো আমানা রশিদ চুনি এবং সহযোগিতা তানিয়া তারিন ও কাশফিয়া।- আশরাফুল হাবিব মিহির প্রেরিত

নিউইয়র্কে সাংবাদিক-লেখক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণ সভা

নিউইয়র্ক : সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই সভায় বক্তারা মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে মাইন উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ, আপাদমস্তক সাংবাদিক, নিভৃতচারী হাসিখুশি জেনটেলম্যান। তিনি তার কথায়, আচার-আচরণ বা ব্যবহারে কাউকে কোনদিন কষ্ট দিয়েছেন এমন কথা তার শত্রুরাও বলতে পারবেন না। নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় সাংবাদিক মাইন উদ্দিন অসময়ে-ই চলে গেলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিউইয়র্কের সাংবাদিক মহল একজন ঘনিষ্ট স্বজনকে হারালো।

উল্লেখ্য, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য এবং নিউইয়র্ক বাংলা ডটকম এর বিশেষ প্রতিনিধি মাইন উদ্দিন আহমেদ ৬৯ বছর বয়সে গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। নিউইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণের মুল আয়োজন এবং সঞ্চালনায় ব্যতিক্রমী এই স্মরণ সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সাংবাদিক আবিদ রহমন।

সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের (ভার্চুয়ালী), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আব্দুল বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ, একেএম নূরুল হক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনিজা রহমান, ভিওবির নিউজ প্রেজেন্টার আইরিন রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর সাংবাদিক আবুল কাশেম, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, সাংস্কৃতিক কর্মী মোশাররফ হোসেন, গোপাল স্যানেল প্রমুখ।

সভায় মরহুম মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পুত্র রিয়াজ আহমেদ এবং মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর লেখা কবিতা পাঠ করেন পারভীন সুলতানা।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, আজিজুল হক, গ্রাফিক্স ওয়ার্ড-এর শাকিল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ বলেন, আব্বা বাংলাদেশ অবজারভার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় কাজ করতেন, কোথাও নিয়মিত বেতন হতো না। মাসের পর মাস অর্থকষ্টে থাকতে হতো আব্বাকে। সংসার চালাতে জীবনের বেশীরভাগ সময় আব্বাকে দিনে ও রাতে দুই শিফটে চাকরী করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের মানুষ করেছেন। তিনি তার পিতার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া কামনা করেন।

কোরআন-গীতা-বাইবেল-ত্রিপিটকে হাত রেখে শপথ নিলেন আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র সদস্য সুব্রত চৌধুরী

নিউ ইয়র্ক: পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটকে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান সুব্রত চৌধুরী। পাঁচ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে এ শপথ গ্রহণ করেন তিনি।

সিটি স্কুল বোর্ডের সভাকক্ষে সুব্রত চৌধুরীকে শপথ বাক্য পাঠ করান আটলান্টিক সিটির মাননীয় মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। শপথ অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সাথে ছিলেন। এসময় হল ভর্তি বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোকজন তাঁকে করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দিত করেন।

গত নভেম্বর মাসের আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরী প্রথম এশিয়ান আমেরিকান হিসাবে সর্বাধিক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে ক্যাসিনো সিটি হিসেবে পরিচিত এই সিটিতে দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যে বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে রয়েছে মূলধারার রাজনীতি ও প্রশাসনে।

সুব্রত চৌধুরী ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত সুব্রত চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য কমিউনিটির সর্বমহলে তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড এর সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের সময়ও তিনি পবিত্র চার ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সংগঠন প্রতিষ্ঠার তিন দশক পরে নিউইয়র্কে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধন, ৬ ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা আহবান

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কুইন্সের এস্টোরিয়ায় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ ডলারে ভবনটি ক্রয় করা হয়। সংশ্লিস্টদের মতে এই ভবন ক্রয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান মইনুল ইসলামের। ভবন ক্রয় ছিলো তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও। যদিও ভবনটি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনেকেরই নানা অভিযোগ ছিলো। তারপরও ভবনটি হয়েছে এতেই অনেকে খুশি। আর এই ভবন উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে মইনুল ইসলামের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলো।

এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সিলেট সদর থানা সমিতির সভাপতি রানা চৌধুরী, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল খান আসাদ ও সাবেক প্রচার সম্পাদক এম এ করিম সহ জুনেদ খান, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), খলিল আহমেদ, আসাদ উদ্দীন, শেফাজ, শেখ জামাল হোসাইন, এম এন মজুমদার, এ এফ এম মিসবাহউজ্জামান, আব্দুল জব্বার, মাসুক মিয়া, পংকি মিয়া, মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী, রুমানা আহমেদ, মনির আহমেদ, জালাল আহমেদ, শাহ মিজান, ফারুক শামীম, মোদাব্বির হোসেন, আব্দুল রাজা, হাজি আব্দুল জব্বার, শামসুল ইসলাম, আযম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভবন ক্রয়ের জন্য বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন নিয়ে আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সবার সহযোগিতায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন ভবন হয়েছে, আমাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো। এই ভবন যতদিন থাকবে ততদিন মইনুল ইসলামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা তার বিশেষ সহযোগিতায় ভবনটি ক্রয় হয়েছে। বক্তারা সকল দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এসোসিয়েশনকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জবাবে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আজ জালালাবাদবাসীদের স্বপ্ন পুরণ হলো। এজন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু ভবন হয়েছে। এই ভবন সকল জালালাবাদবাসীর। তিনি বলেন, জালালাবাদ ভবনের মর্টগেজ মাসে সাড়ে ৫ হাজার ডলার। ২টি ফ্লোর থেকে ভাড়া পাচ্ছি বা পাবো মাসে সাড়ে ৬ হাজার ডলার। এ দিক থেকে আমরা লাভে আছি। ভবনের ওয়াকিং বেজমেন্ট সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহার হবে। জালালাবাদ ভবন চলবে নিজস্ব আয় থেকেই। বেজমেন্টের হল রুমটি সিলেটের ১১টি উপজেলাবাসীর জন্য উন্মুক্ত। তারা বিনা অর্থে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

অপরদিকে অন্য নামে ক্রয় করা ভবন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নামে হতে পারে না বলে সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ কার্যকরী কমিটিতে তার সমর্থকরা বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ বর্তমান কমিটির অনেকেই ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর প্রচার সম্পাদক ফয়সল আহমদ কর্তৃক ৭ জানুয়ারী, শনিবার (৭ জানুয়ারী) প্রেরীত 'ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ভবনের নামে অপপ্রচারের প্রতিবাদে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র প্রতিবাদ' শীর্ষক এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

'যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বর্তমান কার্যকরী কমিটি, প্রাক্তন কার্যকরী কমিটি কিংবা সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ কারো দ্বারা এ ধরনের প্রক্রিয়াও গ্রহণ করা হয়নি। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব নামে ক্রয়কৃত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন হিসেবে পরিচিতি দিতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। আমরা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর কার্যকরী কমিটি এ ধরনের হীন উদ্দেশ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ধরনের অযাচিত উদ্যোগ প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত সুশৃংখল ও ঐতিহ্যবাহী মানবিক সংগঠনকে বিতর্কিত এবং বিশৃঙ্খল সংগঠনে পরিণত করার স্বার্থান্বেষী অপচেষ্টা বলে মনে করি। কোন অপশক্তি দুষ্টচক্র কর্তৃক বৃহত্তর সিলেটবাসীর ঐক্য- সংহতির প্রতীক, বিশ্বময় সমাদৃত এ মহতি সংগঠনের নামে অপপ্রচার থেকে সাবধানতা ও দূরত্ব বজায় রাখতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাচ্ছি।' উদ্ভুত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আগামি ৬ ফেব্রুয়ারী বর্তমান কমিটির আওতায় প্রথম সাধারণ সভা আহবান করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

টেক্সাস, আরিজোনার গভর্ণরদের পাঠানো আশ্রয়প্রার্থীদের চাপে হিমশিম খাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি, বছরে ২ বিলিয়ন ডলারের বোঝা

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা এবং পরবর্তীতে টেক্সাস, আরিজোনার গভর্ণরদের বাসযোগে পাঠানো অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের চাপে হিমশিম খাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি। ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীদের থাকা খাওয়া বাবদ নিউ ইয়র্ক সিটি এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। বাইডেন প্রশাসনের পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব ও নীরব ভুমিকায় ক্ষুদ্ধ নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস বলেছেন চলতি বছরে অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের খাকা খাওয়া এবং সন্তানদের স্কুলে লেখাপড়া বাবদ ব্যয় হতে পারে প্রায় দেড় থেকে দুই বিলিয়ন ডলার। যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া না গেলে খরচ মেটাতে নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রদানের কর্মসূচি কাটছাট করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের

প্রায় ১১ হাজার সন্তানদের স্কুলে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়েছে সিটি প্রশাসনকে। কিছু কিছু স্কুলে ইতোমধ্যে স্থান ও শিক্ষক সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। মেয়র এডামস আরো বলেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির আশ্রয়শিবিরসমুহে আর কোন আশ্রয়পার্থীকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থী ছাড়াও সিটির প্রায় ৭৭ হাজার গৃহহীন মানুষকে নিয়মিত আশ্রয় ও অনিন্যা সেবা প্রদান করতে হচ্ছে সিটি প্রশাসনকে।

আগামী অর্থ বছরের বাজেটে আয় সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন মেয়র এডামস। তিনি বলেছেন বাড়ীঘর বেচাকেনা হ্রাস পাওয়া এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অফিস এখন খালি থাকায় করপ্রাপ্তি হ্রাস পেয়েছে । ফলে ব্যয় নির্বাহে নিউ ইয়র্ক সিটিকে আয়ের অন্য পথ খুঁজে বের করতে হচ্ছে।

'কিং অব রক এন রোল' এলভিসের একমাত্র সন্তান কন্যা লিসা আর নেই

লস এঞ্জেলেসঃকিং অব রক এন রোল্ খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের সংগীতশিল্পী এলভিস প্রিসলির একমাত্র মেয়ে লিসা মেরি প্রিসলি (৫৪) মারা গেছেন।

গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স মেরির মা প্রিসিলা প্রিসলির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, বুধবার (১১ জানুয়ারী) ৫৪ বছর বয়সী এই বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

চাকুরীর স্থলে শোষণ, বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হলে ডিপোর্টেশনে সাময়িক ছাড়

পরিচয় রিপোর্টে: চাকুরীর স্থলে নির্ধারিত মজুরী, গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যায়, শোষণমুলক এবং অবৈধ আচরণের শিকার হলে অভিবাসী কর্মীদের ডিপোর্টেশনে সাময়িক ছাড় (ডেফারড একশান) এর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রে

U.S. Immigration and Customs Enforcement

মর্যাদাপুর্ণ শ্রমের পরিবেশ সৃষ্ঠিতে সহায়তার জন্য এ উদ্যাগে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। শুক্রবার ১৩ জানুয়ারী প্রদত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এখন থেকে কোন অভিবাসী শ্রমিক কর্মক্ষেত্র উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং তা যথাযোগ্য বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউ জার্সী থেকে নিউইয়র্কের প্রবেশপথে টানেল-ব্রীজের টোল আবারও বেড়েছে

নিউ ইয়র্ক: নিউ জার্সী থেকে নিউইয়র্কের কিছু প্রবেশপথে ৮ জানুয়ারি থেকে আরেক দফা টোল বৃদ্ধি পেয়েছে। হল্যান্ড ট্যানেল, লিংকন ট্যানেলসহ পোর্ট অথরিটির নগর পারাপারের বিভিন্ন সড়কে এ বর্ধিত টোল কার্যকর হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই গাড়িপ্রতি কমপক্ষে এক ডলার করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অফপিকের জন্য এখন টোল হচ্ছে ১২ ডলার ৭৫ সেন্টস। পিক আওয়ারে তা হচ্ছে ১৪ ডলার ৭৫ সেন্টস। যারা মেইলে টোল দেবেন তাঁদের বেলায় ১৭ ডলার করে পরিশোধ করতে হবে।

পোর্ট অথরিটি বোর্ড গতমাসে এ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। অর্থনৈতিক মন্দার সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে ২০২৩ সালে সংস্থাটির ৮ বিলিয়ন বাজেট সামাল দিতেই টোল বৃদ্ধির এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কংগ্রেসম্যান হোজে গথেইমার বলেন, এ টোল বৃদ্ধি নিউজার্সির সড়ক উন্নয়নে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। নিউজার্সিতে বসবাস করা সীমিত আয়ের লোকজনের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। এসব লোকজন যাতায়াত ব্যয় সামাল দিতে এখন সমস্যায় পড়তে হবে বলে মনে করছেন এ আইনপ্রণেতা।

২৩ জানুয়ারী সোমবার থেকে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিং শুরু

নিউ ইয়র্ক: আগামী ২৩ জানুয়ারী সোমবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিং শুরু হচ্ছে। ২০২২ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যাবেআগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। আইআরএস'র বরাত দিয়ে জানান জ্যাকসন হাইটসের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোমকেয়ারের ওজোন পার্ক অফিস উদ্বোধন

পরিচয় রিপোর্ট: শুক্রবার ১৩ জানুয়ারী কম্যুনিটির সবচেয়ে পুরাতন হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোমকেয়ার এর নিউ ইয়র্ক এর ওজনে পার্ক অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক এর বাংলা ভাষার মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে প্রায় ৩ হাজার স্কয়ার ফুটের বিশাল অফিসের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

সংগঠন প্রতিষ্ঠার তিন দশক পরে নিউইয়র্কে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধন, ৬ ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা আহবান

নিউইয়র্ক: অবশেষে নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হলো। অবসান হলো সকল জল্পনা-কল্পনার। রোববার (৮ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় ভবনটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেটবাসীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিদায়ী কমিটির সভাপতি হেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ ও কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের (বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) প্রচেষ্টায় বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বর্তমান সভাপতি, কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড কেন এই ভবনের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন? - সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম

নিউ ইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নোটিশের বিষয়ে গত বুধবার (১২ জানুয়ারী) সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেছেন, কারন দর্শানোর নোটিশ 'ইনভেলিড'। আমি একজন নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক। ট্রাস্টিবোর্ড কখনোই তাদের সিদ্ধান্ত আমাকে লিখিতভাবে দেননি। তারা মধ্যরাতে অন্ধকার বেজমেন্টে তা বলেছিল। আমি তা অনেককেই জানিয়েছিলাম। অনুগ্রহপুর্বক সংগঠনের সদ্য সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী ও

সদ্য সাবেক সাধারন সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজের সাথে কথা বলুন। কারন ভবনটি কেনা হয়েছিল সদ্য সাবেক কমিটির মাধ্যমে। আমি মইনুল চৌধুরী ও শেফাজের সাথে ভবনটি ক্রয়ের লিগাল এগ্রিমেন্ট ও প্রয়োজনীয় রিলিজপত্র স্বাক্ষর করেছিলাম। আমি এটা করেছি শুধু ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের জন্য। যখনই ৬ লাখ ১০ হাজার ডলারের মর্টগেজ ও অন্যান্য খরচের দায় থেকে মুক্ত হবো তখনই ভবনটি জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে শো'কজ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভবন কেনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে শো'কজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে জালালাবাদ ইউএসএ ইনক করপোরেশন গঠন করে সম্প্রতি এস্টারিয়ায় ১টি ২ ফ্যামেলির বাড়ি কেনা হয়। যার নাম দেয়া হয়েছে জালালাবাদ ভবন। এই বাড়ি ক্রয়কালে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ফান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি রোববার ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'উদ্বোধন' করা হয়। এতে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

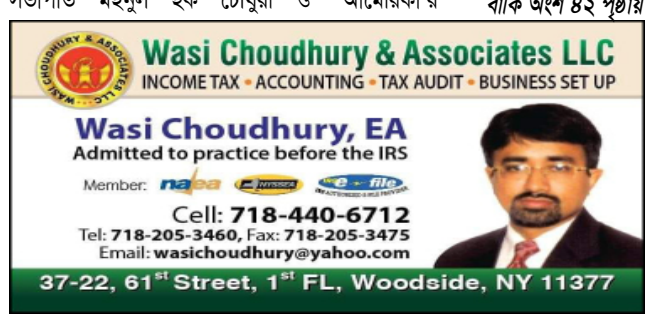

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯